182. H6. 83. 9.

আইন

182. H. 83

অর্থাৎ

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের
ইং ১৮২৭ লাং ১৮৩৩ সালের তাবৎ আইন।

তাহা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের আজ্ঞাতে

সংশোধিত হইয়া

দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত হইল।

1915

শ্রীরামপুর।

ইং ১৮৩৪ সাল। বাং ১২৪১ সাল।

18246

শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেল হইতে ইঙ্গরেজী ১৮২৭ সালের যে২ তারিখে যে২ বিষয়ের যে২ আইন জারী হয় তাহার ফিরিস্তি।

ইঙ্গরেজী ১৮২৭ সালের আইনের ফিরিস্তি।

প্রথম আইন। ৮ মার্চ।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১ আইন রদকরণের নিমিত্তে এবং ভাগলপুরের নিকটস্থ পর্ব্বতীয় লোকদিগের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে বিশেষ এক দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্তে এবং কোন২ দেওয়ানী দাওয়ার সরাসরী বিচারপূর্ব্বক নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা জিলা ভাগলপুরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবকে অর্পণ করিবার।

২ দ্বিতীয় আইন। ১৭ মাই।

এলাকা বরেলীতে ফৌজদারী কোন২ মোকদ্দমার করা নিষ্পত্তি বিধি মত করিবার।

৩ তৃতীয় আইন। ১ নবেম্বর।

মৌলবী ও পণ্ডিতইত্যাদি আদালতের এদেশীয় আমলালোকদিগের ঘুষরূপে কি অন্যায়ক্রমে কিছু লওনের অপবাদগ্রস্তহওনের বিষয়ে যে সকল আইন চলন আছে তাহা স্থথরণ ও মতান্তরকরণের।

৪ চতুর্থ আইন। ২৭ দিসেম্বর।

বিশেষ প্রয়োজন হইলে দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির বিশেষ সদরআমীনদিগের ক্ষমতার অধিক্যকরণের।

৫ পঞ্চম আইন। ২৭ দিসেম্বর।

কোন২ কারণপ্রযুক্ত আদালতের হুকুমমতে ক্রোকুথাকা অধিকারভূমির সরবরাহকারীর বিষয়ে যে২ হুকুম এক্ষণে চলিতেছে তাহা স্থথরণের।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,
W. CAREY,
Bengalee Translator of the Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৭ সাল ১ প্রথম আইন।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১ আইন রদকরণের নিমিত্তে এবং ভাগলপুরের নিকটস্থ পর্ব্বতীয় লোকদিগের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে বিশেষ এক দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্তে এবং কোন২ দেওয়ানী দাওয়ার সরাসরী বিচারপূর্ব্বক নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা জিলা ভাগলপুরের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবকে অর্পণ করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৭ সালের তারিখ ৮ মার্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৩ সালের ২৫ ফাল্গুণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৪ সালের ২৫ ফাল্গুণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৪ সালের ২৭ ফাল্গুণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৩ সালের ১০ ফাল্গুণ মোতাবেকে হিজরী ১২৪২ সালের ৯ শাবানে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতুক পর্ব্বতীয় লোকদিগের করা অপরাধ ও দোষের মোকদ্দমাসকলের বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে পর্ব্বতীয় প্রধান লোকদিগেতে সংগৃহীত আদালত স্থাপনকরণের যে২ হেতু পূর্ব্বে ছিল সে২ হেতু ঐ পর্ব্বতীয়দিগের এক্ষণকার অবস্থার সহিত সম্পর্ক রাখে না এবং পর্ব্বতনিবাসি ও সমভূমিনিবাসিদিগের অপরাধের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির দাঁড়া একমত করা উপযুক্ত বোধ হইল এবং এক্ষণে তথায় যে অসম্পূর্ণ বিশেষ দাঁড়া চলিতেছে তাহা উঠাইয়া তাহার পরিবর্ত্তে সরকারের চলিত আইনসমূহের হুকুম দায়েরসায়েরী আদালতে সমর্পণহওয়া লোকদিগের সাপরাধ ও নিরপরাধহওনের বিষয়ে প্রমাণ বচন সহিত যে ফতওয়া উপযুক্ত হয় তাহা ঐ আদালতের মুফ্তীর স্থানে লেখাইয়া না লইয়া পর্ব্বতীয় নিরূপিত লোকদিগের দ্বারা লেখাইয়া লওয়া যাইবেক এই প্রভেদে প্রবেশ ও প্রচলিত করা উপযুক্ত বোধ হইল ও ইহাও উপযুক্ত বোধ হইল যে ঐ পর্ব্বতীয় লোকদিগের মধ্যে যে সকল বিশেষ দাওয়া পুনঃ২ উপস্থিত হয় অবিলম্বে তাহার নিষ্পত্তিহওনার্থে এবং অন্যের দ্বারা অন্যান্যের প্রতি হওয়া অন্যায়ের ন্যায় নিরূপিত আদালতহইতে হইবার নিমিত্তে ঐ আদালতে নালিশ উপস্থিতকরণের আশ্বাস তাহারদিগকে দিবার কারণ জিলা ভাগলপুরের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবকে ঐ২ বিষয়ের বিচার সরাসরীরূপে করিয়া নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতার্পণ করা যায় অতএব শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল এবং তাহা এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি প্রবল হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১ আইন রদ হইবার এবং জিলা ভাগলপুরের পর্ব্বতীয় লোকেরা অন্যং জিলার নিবাসি লোকদিগের মত সরকারের ফৌজদারী আদালত ও পোলীসের দাঁড়ার অধীন হইবার কথা।

আদালতের মুক্তীর পরিবর্ত্তে পর্ব্বতীয় মাঁজীদিগের কমিটি ভাগলপুরের পর্ব্বতীয় লোকদিগের মোকদ্দমার বিচারের সময়ে সহকারিরূপে বৈঠকেতে বসিবার কথা।

নিজামৎ আদালতে সমর্পণহওয়া মোকদ্দমাতে ঐ আদালতের সাহেবেরা যেরূপ কর্ম্ম করিবেন তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১ আইন এই ধারাক্রমে রদ হইল এবং ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর সম্পর্কীয় দেশসকলের নিবাসি লোকদিগের মত জিলা ভাগলপুরের মধ্যবর্ত্তি পর্ব্বতনিবাসি লোকেরা সরকারের ফৌজদারী আদালতের ও পোলীসের সামান্য দাঁড়ার অধীন সর্ব্বতোভাবে হইল বোধ করা যাইবেক কিন্তু ইহাও নির্দ্দিষ্ট হইল যে চলিত আইনানুসারে অপরাধের মোকদ্দমার আসামীর সাপরাধ কি নিরপরাধ হওনের বিষয়ে যে ব্যবস্থা ও বচন ও প্রমাণ সম্পর্ক রাখে তাহা ঐ আদালতের মুক্তীর স্থানে লেখাইয়া লইবার অর্থে যে হুকুম আছে তাহা ভাগলপুরের নিকটবর্ত্তি পর্ব্বতীয় লোকদিগের মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না কিন্তু ঐ মুক্তীর পরিবর্ত্তে তিন জনের কম না হয় মাঁজীনামে খ্যাত পর্ব্বতীয় লোকেরদের কমিটি ঐ মোকদ্দমার বিচারের সময়ে সহকারিরূপে বসিবেক এবং পর্ব্বতের ব্যবস্থা ও ব্যবহারানুসারে তদ্বিষয়ে আপনারদিগের কৃত বিচারের কথা কহিবেক কিন্তু তাহা চলিত আইনানুসারে মুক্তীর দেওয়া ফতওয়া মোকদ্দমার বিচারকর্ত্তা দায়েরসায়েরসাহেবের সম্মতি ও কর্ত্তৃত্বে গ্রাহ্যাগ্রাহ্যহওনের মত গ্রাহ্যাগ্রাহ্য হইবেক আরো নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে যে উপরের লিখিত প্রকার মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে পাঠান গেলে ঐ আদালতের সাহেবের ঐ আদালতের মুক্তীদিগের নিকটে তাহা সমর্পণকরণব্যতিরেকে আপনারদিগের বিবেচনামতে তাহার নিষ্পত্তি করিবেন কি তাহার বিষয়ে অন্য কোন প্রকার হুকুম দিবেন এবং ঐ নিজামৎ আদালতের দুই জন জজসাহেব একবাক্য হইয়া এমত কোন মোকদ্দমাতে যে নিষ্পত্ত্যাদি করেন তাহা সিদ্ধ হইবেক ও তাহাতে করা হুকুম মতাচরণ করা যাইবেক ইতি।

আদালতের বৈঠকে বসিবার যোগ্য পর্ব্বতীয় মাঁজীদিগের ইসমনবীসী মাজিষ্ট্রেটসাহেব রাখিবার এবং দায়েরসায়েরসাহেবের নিকটে পর্ব্বতীয় লোকদিগের মোকদ্দমার বিচার হইতে হইলে যে কর্ত্তব্য হইবেক তাহার কথা।

কয়েদীরা প্রথম বাচনির সহকারিদিগের কোন জন কি জনেরদের বৈঠকের বিষয়ে আপত্তি করিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— ঐ জিলার মাজিষ্ট্রেটসাহেব এই ধারার ১ প্রকরণের উক্ত কর্ম্মে নিযুক্তহওনযোগ্য মাঁজীদিগের ইসমনবীসীর ফর্দ্দ রাখিবেন এবং জেলখানা খালী করিবার যে প্রত্যেক বৈঠকেতে পর্ব্বতীয় লোকদিগের অপরাধের মোকদ্দমার বিচার হয় সেই বৈঠকের সময়ে ১২ বার জনের কম না হয় এমত মাঁজী লোককে সেই বৈঠকেতে উপস্থিত হইবার কারণ তলব করিবেন এবং দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেব আপন বিবেচনাতে যেমন উচিত বুঝেন সেইমত নামকরণদ্বারা কি প্রকারান্তরে ঐ বার জন মাঁজীর মধ্যহইতে তিন কি ততোধিক জন বাচনি হইয়া ঐ মোকদ্দমার বিচারের বৈঠকেতে বসিবার যোগ্য হইবেক কিন্তু ইহাও নির্দ্দিষ্ট হইল যে মোকদ্দমার বিচারাপেক্ষায় কয়েদথাকা কোন কয়েদী ঐ বাচনিহওয়া মাঁজীদিগের মধ্যে কোন এক জন কি ঐ তিন কি ততোধিক জনসমুদয় তাহার মোকদ্দমার বিচারের বৈঠকেতে বসিবার বিষয়ে আপত্তি করিতে চাহিলে করিতে পারিবেক ও তাহা করিলে ঐ বাচনিহওয়া জন কি জনেরদের পরিবর্ত্তে অন্য জন কি জনেরদিগকে পূর্ব্বমত বাচনি করিয়া লওয়া যাইবেক ও পুনরায় তাহারদিগের বিষয়েও ঐ মত আপত্তি করিলে যদি তাহা করণের যে বিশিষ্ট হেতু ঐ

মোকদ্দমার

মোকদ্দমার বিচারকর্ত্তা জজসাহেবের প্রত্যয়যোগ্য হয় তাহা জানাইতে না পারে তবে দ্বিতীয় বাচনির মাঁজীরা বৈঠকবিষয়ে আপত্তির যোগ্য হইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

ভাগলপুরের মাজিষ্ট্রেটসাহেব এক শতের অনূর্দ্ধ নগদ কি মূল্যের যে দাওয়ার হেতু হওনাবধি এক বৎসরের অধিক কালাতীত না হইয়া থাকে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি।

১ প্রথম প্রকরণ।— এই প্রকরণক্রমে জিলা ভাগলপুরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবকে ক্ষমতার্পণ করা যাইতেছে যে ঐ জিলার পর্ব্বত ভূমিনিবাসি পর্ব্বতীয় লোকেরদের মধ্যে নগদ কি অস্থাবর বস্তুর মূল্যের যে কোন দাওয়ার সংখ্যা ১০০ এক শত টাকার অধিক না হয় ও দাওয়ার হেতু হওনাবধি এক বৎসরের অধিক কাল অতীত না হইয়া থাকে সরাসরীমতে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন ইতি।

এবং মাঁজীপদের ও কোন স্বত্বাধিকারের বিবাদের নিষ্পত্তি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ঐ মাজিষ্ট্রেটসাহেব ঐ নিয়মিত কালের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পর্ব্বতীয় মাঁজীদিগের মাঁজীপদের বিষয়ে ও পর্ব্বতের কোন স্থানের স্বত্বাধিকারের এবং অধিকৃত স্থানের সীমার বিষয়ের বিবাদের বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে এই প্রকরণের দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেন ইতি।

এবং পর্ব্বত ও সমভূমিনিবাসিরদের মধ্যে জিলা ভাগলপুরের আদালতে উপস্থিতহওয়া নগদ কি মূল্যের দাওয়ারো সরাসরীবিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—এই প্রকরণের দ্বারা ঐ মাজিষ্ট্রেটসাহেবকে এ ক্ষমতাও দেওয়া যাইতেছে যে উপরের উক্ত ঐ কাল নিয়মেতে দৃষ্টি রাখিয়া এক শতের অনূর্দ্ধ নগদ কি অস্থাবর বস্তুর মূল্যের যেং মোকদ্দমা পর্ব্বতীয় লোক ও সমভূমিনিবাসিদিগের মধ্যে উপস্থিত হয় সরাসরীরূপে তাহারো বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন ইতি।

মারিপীটইত্যাদির মোকদ্দমাতে কার্য্যকরণের যেং নিয়ম ও দাঁড়াতে মাজিষ্ট্রেটসাহেব দৃষ্টি রাখিবেন তাহার এবং ইষ্টাম্প কাগজের প্রয়োজনের কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— ঐ মাজিষ্ট্রেটসাহেব উপরের উক্ত কর্ত্তব্য কার্য্যকরণে মারিপীট ইত্যাদির মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির বিষয়ে যেং নিয়ম ও দাঁড়া চলিতেছে তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিবেন ও এই ধারার লিখনান্তর্গত সকল দাওয়ার আরজী মাজিষ্ট্রেটসাহেবের আদালতে দিবার আরজী যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যায় তত্তুল্য মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক এবং ঐং মোকদ্দমার বিচারের সময়ে সাক্ষির তলবকরণ ও জোবানবন্দী লওনের বিষয়ে এবং নিষ্পত্তির হুকুমের বিপরীতাচরণকরণের কি অবজ্ঞাকরণের কিম্বা হুকুমের কার্য্যহইতে এড়াইবার বিষয়েতে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের আদালতে উপস্থিতহওয়া অন্যং মোকদ্দমার বিষয়ে যেং হুকুম চলিত আইনেতে লেখা যায় তাহাই সম্পর্ক রাখিবেক কিন্তু ইহাও নির্দ্দিষ্ট হইল যে সংখ্যানিরূপিত কতক টাকা কোন জনকে দেওয়াইবার বিষয়ে কিম্বা পর্ব্বতীয় কোন ভূমিতে কোন জনের স্বত্বাধিকারিত্বের কি তাহাতে ভোগ কি উপভোগকারিতার নিরূপণের বিষয়ে ঐ মাজিষ্ট্রেটসাহেব যে কোন নিষ্পত্তি করেন তাহা দেওয়ানী আদালতহইতে হওয়া হুকুমের ন্যায় প্রবল হইবেক ও তদনুসারে কার্য্য করা যাইবেক এবং ঐ মোকদ্দমাতে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের চূড়ান্ত হুকুমের দ্বারা ইহার নিশ্চয় হইবেক যে ঐ মোকদ্দমার খরচা কি রূপে ও কাহার স্থানে আদায় হইবেক ইতি।

মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিষ্পত্তি প্রবল ও তাহার মতাচরণ করিতে হইবার এবং খরচা আদায়ের

৫ পঞ্চম

মোকদ্দমার কোন বিষয়ে সন্দেহ হইলে তাহা পর্ব্বতীয় প্রধানেরদের সালিসীতে সমর্পণ করা যাইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কোন মোকদ্দমার কোন বিষয়েতে কোন সন্দেহ হইলে কি তাঁহার বিবেচনাতে অন্য কোন হেতু থাকিলে ঐ সাহেব এই ধারার লিখনানুক্রমে তাঁহার নিকটে উপস্থিতহওয়া কোন দাওয়া তিন জনের কম না হয় এমত সংখ্যা নিরূপিত পর্ব্বতীয় প্রধানেরদের সালিসীতে বিচারার্থে সমর্পণ করিতে পারিবেন ইতি।

মাজিষ্ট্রেটের নিষ্পত্তির উপর উপযুক্ত ইষ্টাম্প কাগজে লিখিত আরজীর দ্বারা দায়েরসায়েরী আদালতে আপীল হইতে পারিবার কথা।

দওরার সাহেব ঐ আরজী পাইলে যাহা করিবেন তাহার কথা।

নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা ঐ নিষ্পত্তি রদ কি মতান্তর করিতে কি স্থধরিতে পারিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।— এই ধারার পূর্ব্বোক্ত হুকুমানুসারে কোন মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের করা কোন নিষ্পত্তিতে কোন জন আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করিলে সেই জন দায়েরসায়েরী আদালতে দাখিল করিবার আরজীর ইষ্টাম্পকাগজের তুল্য মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিত আপীলের আরজী ঐ জিলার জেলখানা খালী করিবার নিমিত্তে দওরার আগামি বৈঠকে দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবের নিকটে দিয়া আপীল করিতে পারিবেক ও ঐ দওরার বৈঠকের জজসাহেব আপীলের এমত আরজী পাইলে ঐ মোকদ্দমার রোয়দাদের সমস্ত কাগজ তলব করিবেন এবং তাহাতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেব যে নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন্ তাহা ন্যায়অন্যায়ের বিষয়ে অন্য যে অনুসন্ধানাদি করা উপযুক্ত বোধ করেন তাহাও করিবেন ও যদি দওরার জজসাহেব ঐ মোকদ্দমাতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কৃত নিষ্পত্তি ভ্রান্তিমূলক বোধ করেন্ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের করা রুবকারী আইনের অন্যমত কি অনুপযুক্ত বোধ হয় তবে ঐ মোকদ্দমা রিপোর্টের সহিত তাহার রোয়দাদের সমস্ত কাগজপত্র নিজামৎ আদালতে পাঠান যাইবেক ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা যেমন উপযুক্ত বোধ করেন্ সেই মত ঐ নিষ্পত্তি রদ কি মতান্তর করিতে কি স্থধরিতে কি অন্য যে হুকুম তদ্বিষয়ে দেওয়া উপযুক্ত বোধ করেন্ তাহাও দিতে পারিবেন ইতি।

উপস্থিত এবং নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমাসকলের মাসমাসের রিপোর্ট পাঠাইবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।— মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কর্ত্তব্য যে এই ধারাক্রমে যে সকল দাওয়া উপস্থিত হয় এবং যে সকল দাওয়াইত্যাদি নিষ্পত্তি পায় মাসেং তাহার রিপোর্ট সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান্ ইতি।

৪ ধারা।

উপরের হুকুম ভীলপলতা পরগনার সহিত সম্পর্ক না রাখিবার ও তত্রস্থ লোকেরা সামান্য আইনের অধীন হইবার কথা।

উপরের লিখিত ধারার হুকুম ভীলপলতা পরগনার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না এবং ঐ পরগনানিবাসি লোকেরা দেওয়ানী ও ফৌজদারী সকল বিষয়েতে সরকারের সর্ব্ব সামান্য চলিত আইনসকলের হুকুমের অধীন বোধ করা যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৭ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

এলাকা বরেলীতে ফৌজদারী কোন২ মোকদ্দমার করা নিষ্পত্তি বিধিমত করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৭ সালের তারিখ ১৭ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৪ সালের ৫ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৪ সালের ৬ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৪ সালের ৬ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৪ সালের ৭ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে হিজরী ১২৪২ সালের ২০ শওয়ালে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক এলাকা বরেলীর দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৮২৪ ও ১৮২৫ ও ১৮২৬ সালের দওরার বৈঠকের কার্য্যকরণের সময়ে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৮ আইনের লিখিত হুকুমানুসারে সরকারের কি নিজামৎ আদালতের হুকুমলওনব্যতিরেকে বুলন্দ শহর ও মুজঃফরনগর ও নগীনা ও মোকাম মিরট ও মুরাদাবাদ ও আলীগড়ের ফৌজদারী মোকদ্দমাসকলের ফিরিস্তির লিখিত কোন২ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিয়াছেন এবং যেহেতুক ঐ সকল নিষ্পত্তি রদকরণ এবং যে অনেক২ কয়েদীরা খালাসী পাইয়াছে কিম্বা যাহার২ অপরাধ প্রমাণ হইয়াছে তাহারদিগের মোকদ্দমার বিচার পুনর্ব্বার করিবার হুকুম দিলে ফরিয়াদী ও সাক্ষিদিগের ও তৎসম্পর্কীয় অন্য২ সকল লোকদিগের সমূহ ক্লেশ জন্মিবেক অতএব শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

২ ধারা।

বিধিব্যতিরেকে করা নিষ্পত্তি বিধিমত সিদ্ধ হওয়াইবার কথা।

এই আইনের হেতুবাদের লিখিত মোকদ্দমাসকলের শেষ যাহা হইয়া থাকুক অর্থাৎ তৎসম্পর্কীয় কয়েদীরা খালাসী পাইয়া থাকুক কিম্বা নিজামৎ আদালতের অনুমতি লওয়া যাওনব্যতিরেকে তাহারদিগকে শাস্তি দেওয়া গিয়া থাকুক কি ঐ২ মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে সোপর্দ্দ করা গিয়া থাকুক কিম্বা তাহা অন্য দওরার বৈঠক না হওনপর্য্যন্ত বিচারাপেক্ষায় রাখা গিয়াই বা থাকুক তাহা ঐ সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি তৎ

সম্পর্কীয় কয়েদীরা যেং স্থানে কয়েদ রাখা গিয়া থাকে সেইং স্থানে দাঁড়ামতে করা গেলে কিম্বা যেং স্থানেতে তাহা করা গিয়া থাকে সেইং স্থানে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৮ আইনানুসারে অনুমতিলওনপূর্ব্বক করা গেলে যেমত হইত সর্ব্বপ্রকারে এবং সর্ব্বতো ভাবে সেইমত উত্তম ও প্রবল হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of the Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৭ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

মৌলবী ও পণ্ডিতইত্যাদি আদালতের এ দেশীয় আমলা লোকদিগের ঘুষরূপে কি অন্যায়ক্রমে কিছু লওনের অপবাদগ্রস্তহওনের বিষয়ে যে সকল আইন চলন আছে তাহা শুধরণ ও মতান্তরকণার্থে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৭ সালের তারিখ ১ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৪ সালের ১৭ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৫ সালের ২৭ কার্ত্তিক মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৫ সালের ১৮ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৪ সালের ১৩ কার্ত্তিক মোতাবেকে হিজরী ১২৪৩ সালের ১০ রবীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতুক এই আইনের শিরনামার লিখিত হুকুম শুধরণ ও মতান্তরকরণ উপযুক্ত বোধ হইল অতএব শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ও এই আইন জারীহওনের তারিখহইতেই তাহা কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে প্রবল হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১২ দ্বাদশ আইনের ৮ ধারার ১ প্রকরণ এবং ১৭৯৩ সালের ১৩ আইনের ৯ ধারার যে ৮ প্রকরণ ১৭৯৫ সালের ১১ ও ১২ আইনের দ্বারা বারাণস দেশে চলন হইয়াছে এবং ১৮০৩ সালের ১১ ও ১২ আইনের দ্বারা দত্ত ও জয়করা দেশের নিমিত্তে পুনর্নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা এবং ১৮১৭ সালের ১৮ আইনের ৬ ধারার ২ প্রকরণ নীচের লিখনক্রমে শুধরা যাইতেছে ইতি। পুর্ব্বের আইনের কোন২ হুকুম শুধরণের কথা।

৩ধারা।

কোন দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের যে কোন আমলা কিম্বা পণ্ডিত কি মৌলবীর নামে ঘুষরূপে কি অন্যায়ক্রমে লওয়া কিছু টাকা কি বস্তু ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইয়া ঐ সমুদয় কি তাহার কতক টাকা কি বস্তু লওন প্রমাণ হইলে আদালতের সাহেবেরা সেই সমুদয় টাকা কি বস্তুর মূল্য ও টাকার মোকদ্দমা হইলে শতকরা ১২ টাকার অনধিক যে সুদ উপযুক্ত বুঝেন্ তাহা সুদ্ধা ফিরিয়া দিবার হুকুম ঐ আসামীর প্রতি দিবেন এবং ফরিয়াদীর যে খরচ হইয়া থাকে তাহা সমুদয় ফরিয়াদীকে দিবার হুকুম ঐ আসামীর উপর দিবেন কিন্তু এমতং মোকদ্দমায় আদালতের ঘুষরূপে কি অন্যায়ক্রমে কিছু লওনপ্রযুক্ত দেওয়ানী আদালতহইতে কোন জরীমানার হুকুম না হইবার কথা।

লতের সাহেবেরা আসামীর প্রতি কোন জরীমানার হুকুম দিতে ক্ষমতা রাখিবেন না ইতি।

৪ ধারা।

ফৌজদারী আদালতে নালিশ করিবার নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতে নালিশের কি তথাকার নিষ্পত্তির অপেক্ষা না থাকিবার কথা।

আদালতের কোন পণ্ডিত কি মৌলবী কি এদেশীয় অন্য আমলার নামে ঘুষরূপে কি অন্যায়ক্রমে কিছু লওনের অপবাদ হইলে যদি তাহার নামে ফৌজদারী আদালতে নালিশ করিবার কোন উপযুক্ত হেতু আছে বোধ হয় তবে এই আইনের ৩ ধারার প্রস্তাবিত দেওয়ানী নালিশ উপস্থিত হইলে বা না হইলে ও হইলে তাহার নিষ্পত্তি যাহাই হউক ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১৮ আইনের ৬ ধারার ২ প্রকরণের লিখনক্রমে তাহার নামে ফৌজদারী আদালতে নালিশ হইতে পারিবেক ইতি।

৫ ধারা।

ফৌজদারী আদালতে অপরাধ প্রমাণ হওনের রুবকারী ঘুষরূপে কি অন্যায়ক্রমে লওয়া টাকা ফিরিয়া দিতে হুকুম দিবার উপযুক্ত হেতু বোধ হইবার কথা।

এই আইনের তারিখঅবধি কোন লোকের স্থানে কোন টাকা কি বস্তু অন্যায়ক্রমে লওয়া নিয়ার উপর তাহা ফিরিয়া পাইবার কারণ দেওয়ানী আদালতে নালিশকরণের আবশ্যক নাহি কিন্তু ঐ অপরাধের মোকদ্দমাতে ফৌজদারী আদালতে ঐ অপবাদ প্রমাণ হইলে ঐ অন্যায়গ্রস্ত ব্যক্তি মুতফরকা আরজীর নিমিত্তে নিরুপিত ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজে লিখিত দরখাস্ত দেওয়ানী আদালতে দিলে দায়েরসায়েরী আদালতে কি নিজামৎ আদালতের দস্তখতী ঐ ফৌজদারী আদালতের হুকুমের নকল ঐ অন্যায়ক্রমে লওয়া টাকা সুদ সুদ্ধা উসুল করিতে হুকুম দিবার উপযুক্ত হেতু বোধ হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

হরণকরা টাকা প্রথমতঃ সরকারের খাজানাখানা হইতে ফিরিয়া দেওয়া যাইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১৮ আইনের ৭ ধারার প্রস্তাবিত মতে কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতের এদেশীয় কোন আমলা আপন পদক্রমে ঐ আদালতে ঐ আদালতের কোন হুকুমমতে উসুলহওয়া কি আমানৎ রাখা কোন টাকা কি বস্তু আপনি হরণ করণ প্রমাণ হইলে প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ হরণকরা টাকা কি বস্তুর মূল্য প্রথমতঃ সরকারের খাজানাখানাহইতে যাহার স্থানহইতে ঐ টাকা কি বস্তু আদালতে লওয়া গিয়া থাকে তাহাকে ফিরিয়া দেওয়ান্ ও পুনর্ব্বার ঐ টাকা কি বস্তুর মূল্য পাওয়া যাইবার নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ঐ সকল বিষয়ের বেওরা বিবেচনা করিয়া যেমন উপযুক্ত বুঝেন্ তাহাই করিতে ঐ শ্রীযুত কর্ত্তৃত্ব রাখেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,
W. CAREY,
Bengalee Translator of the Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৭ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

বিশেষ প্রয়োজন হইলে দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির বিষয়ে সদর আমীনদিগের ক্ষমতার আধিক্যকরণার্থে এ আইন শ্রীযুত নওয়াবগবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৭ সালের তারিখ ২৭ দিসেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৪ সালের ১৩ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৫ সালের ২৪ পৌষ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৫ সালের ১৪ পৌষ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৪ সালের ১০ পৌষ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৩ সালের ৭ জমাদীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতুক অনেক জিলা ও শহরের আদালতে দেওয়ানী মোকদ্দমার বাহুল্য অতিশয় হওনপ্রযুক্ত আবশ্যক বোধ হইল যে ন্যায়করণের নিমিত্তে সদর আমীনেরা এক্ষণে যে ক্ষমতা রাখে তাহার বৃদ্ধি করা যায় এবং যেহেতুক যে২ আইনেতে যে সকল মোকদ্দমায় ইউরোপের মধ্যগত ব্রিটনীয় প্রজা কি ইউরোপের অন্যদেশীয় প্রজা কিম্বা আমেরিকাদেশীয়লোক এক পক্ষ হন্ সে সকল মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে সদর আমীনদিগ্‌কে সমর্পণ করিতে নিষেধের হুকুম আছে সেই২ আইনের সেই২ হুকুম রদ করা আবশ্যক বোধ হইল অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং তাহা এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে চলিত হইবেক ইতি। — হেতুবাদ।

২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে কোন জিলা কি শহরের আদলতসম্পর্কীয় সদর আমিনী কার্য্যকারক জনকে ১০০০ এক হাজার টাকা মূল্য কি নগদের দাওয়ার মোকদ্দমার প্রথমতঃ বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতার্পণ করেন্ ইতি। — এক হাজার টাকার মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে সদর আমীনদিগ্‌কে ক্ষমতা দিতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৬৮ ধারার এবং ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ৭ ধারার ১ প্রকরণের এবং ১৮২১ সালের ২ আইনের ৫ ধারার ২ প্রকরণের কিম্বা আর কোন আইনের যে২ কথাক্রমে যে সকল মোকদ্দমাতে ইউরোপের মধ্যগত ব্রিটনীয় প্রজা কি ইউরোপের অন্যদেশীয় প্রজা কিম্বা আমেরিকা — মূলের লিখিত যে২ আইনের যে২ কথা রদ হইল তাহার কথা।

দেশীয়

দেশীয় লোক এক পক্ষ হন্ তাহা বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে সদর আমীনদিগকে সমর্পণ করিতে জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগকে নিষেধ আছে তাহা এই প্রকরণের দ্বারা রদ হইল ইতি।

এক হাজার টাকার অনধিকের মোকদ্দমা জজ সাহেবেরা সদর আমীনকে সমর্পণ করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৬৮ ধারা এবং ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ৭ ধারার ২ প্রকরণ এবং ১৮২১ সালের ২ আইনের ৫ ধারাক্রমে যেং ক্ষমতা সদর আমীনদিগকে অর্পণ করা গিয়াছে তাহার অতিরিক্ত এই প্রকরণের দ্বারা জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা এই ধারার ১ প্রকরণানুসারে উপযুক্তরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সদর আমীনকে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৪ ধারার এবং ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২৩ ধারার এবং ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ৫ ধারানুসারে করা হিসাবে যে মোকদ্দমার দাওয়ার বিষয়ের মূল্য কি নগদ ১০০০ এক হাজার টাকার অধিক না হয় তাহা সমর্পণ করিতে পারিবেন ইতি।

উপরের লিখিত প্রকরণক্রমে যে মোকদ্দমা সদর আমীনকে সমর্পণ করা যায় তাহার নিষ্পত্তি ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের হুকুমানুসারে হইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— উপরের প্রকরণানুসারে সদর আমীনের প্রতি সমর্পণকরা যেং মোকদ্দমার দাওয়ার বিষয়ের মূল্য কি নগদ পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের লিখনানুসারে হইবেক এবং ঐ আইনের নির্দ্ধারিত হুকুমানুসারে তাহা জিলা কি শহরের জজসাহেবের নিকটে আপীলের যোগ্য কি অযোগ্য হইবেক ইতি।

পাঁচ শত টাকার অধিকের যে মোকদ্দমাতে সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর আপীল হয় তাহা রেজিষ্টরসাহেবকে সমর্পণ না হইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— ৫০০ পাঁচ শত টাকার ঊর্দ্ধমূল্য কি নগদের দাওয়ার যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি সদর আমীনের নিকটে হয় তাহার আপীল হইলে তাহা কোন রেজিষ্টরসাহেবকে সমর্পণ করা যাইবেক না এবং ইঙ্গরেজী ১৮২৫ সালের ২ আইনের ৪ ধারার লিখিত হুকুমমতে এবং ঐ ধারার লিখিত অন্য যেং আইন ঐ প্রকার আপীলের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহারো লিখনমতে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা তাহার দ্বিতীয় কি খাস আপীল গ্রাহ্য করিবার উপযুক্ত হেতু না পাইলে তাহাতে জিলা কি শহরের জজসাহেবের করা নিষ্পত্তিই চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

ইহার পরে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সদর আমীনেরদের সংখ্যার ন্যূনাধিককরণের বাঞ্ছার কথা শ্রীযুতের হ

মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগকে আপনারদিগের বিবেচনানুসারে সদর আমীনদিগের সংখ্যার ন্যূনাধিককরণের ক্ষমতার্পণের কথাযুক্ত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৬১ ধারা এই ধারাক্রমে রদ হইল যে কোন সময়ে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা দেওয়ানী আদালতের কার্য্য এবং তত্তৎস্থানের অন্যং

অবস্থাদৃষ্টে

অবস্থাদৃষ্টে কোন জিলা কি শহরের অধিক সদর আমীন নিযুক্তকরণ কিম্বা যে সদর আমীনেরা নিযুক্ত আছে তাহার কিছু ন্যূনকরণ উচিত বোধ করেন্ সে সময়ে তাঁহারা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে তথাকার বিবেচনা ও হুকুম হওনের নিমিত্তে আপনারদিগের ঐ বিষয়ের বিবেচনার হেতু লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি।

জুরে রিপোর্ট করিবেনতাহার কথা।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৭ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

কোন২ কারণপ্রযুক্ত আদালতের হুকুমমতে ক্রোকথাকা অধিকারভূমির সরবরাহ কারীর বিষয়ে যে২ হুকুম এক্ষণে চলিতেছে তাহা শুধরণের নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৭ সালের তারিখ ২৭ দিসেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৪ সালের ১৩ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৫ সালের ২৪ পৌষ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৫ সালের ১৪ পৌষ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৪ সালের ১০ পৌষ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৩ সালের ৭ জমাদীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক আদালতের হুকুমেতে ক্রোকথাকা অধিকারভূমির সরবরাহকারী কার্য্য সর্ব্বদা ভূমির মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবের অধীনতায় রাখণ কর্ত্তব্য অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুম শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে চলিত হইবেক ইতি।

২ ধারা।

ক্রোকথাকা ভূমির বিষয়ের কোন২ আইন শুধরণের কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের ৫ ও ৬ ধারায় এবং ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ১৬ ধারার ৫ ও ৬ প্রকরণে এবং ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ও ২৭ ধারাতে আর ১৮১৩ সালের ৬ আইনের ৫ ধারার ৩ প্রকরণেতে জিলা ও শহরের আদালতের হুকুমদ্বারা অধিকারভূমির সরবরাহকারীর বিষয়ে যে২ হুকুম লিখিত আছে তাহা নীচের লিখনক্রমে শুধরা যাইতেছে ইতি।

৩ ধারা।

ভূমি ক্রোকরাখণ ও তাহাতে সরবরাহকার নিযুক্তকরণের দাঁড়ার কথা।

উপরের লিখিত আইনসকলের হুকুমানুসারে যখন জিলা কি শহরের আদালতের সাহেবেরা কোন অধিকারভূমির সরবরাহকারীর বিষয়ে হুকুম দেওয়া উপযুক্ত বোধ করেন্ তখন সেই আদালতের সাহেবেরা যে জিলাতে ঐ অধিকারভূমি থাকে সেই জিলার কালেক্টরসাহেবকে ঐ অধিকারভূমি ক্রোক করিতে ও তাহার সরবরাহকারী কর্ম্ম

করিবার

করিবার নিমিত্তে কোন উপযুক্ত জনকে ঐ অধিকারভূমির পরিমাণদৃষ্টে উপযুক্ত জামিন লইয়া নিযুক্ত করিতে চিঠী লিখিবেন কিন্তু এ হুকুম ও দেওয়া যাইতেছে যে ঐ ভূমির স্বত্বসম্পর্কীয় কোন জন যদি ঐ কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে কালেক্টরসাহেবের নিযুক্ত করা লোকের বিষয়ে অসম্মত হয় কিম্বা তাহার নিযুক্তহওয়ার পরে কোন সময়ে ঐ সরবরাহকারের কর্ম্মেতে অসম্মত হয় তবে ঐ জন বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে আপন অসম্মতির হেতুসকল লিখিয়া জানাইতে পারে এবং ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া যাহা বিহিত বুঝেন হয় ঐ সরবরাহকারকে ঐ কর্ম্মে বহাল রাখিতে কিম্বা অন্য কোন জনকে নিযুক্ত করিতে হুকুম দিবেন ইতি।

৪ ধারা।

ঐ ক্রোকের মধ্যগত ভূমি বিশেষরূপে তাহার হুকুমনামাতে লেখা যাইবার কথা।

জিলা কি শহরের আদালতের সাহেবের হুকুমনামাতে ঐ ক্রোকের মধ্যে যত ভূমি আসিতে পারিবেক তাহা বিশেষরূপে লেখা যাইবেক এবং ঐ আদালতের সাহেবের নিকটহইতে ঐ ক্রোক বরখাস্তের নিমিত্তে অন্য এক হুকুমনামা হওনব্যতিরেকে সে ক্রোক বরখাস্ত হইবেক না ইতি।

Vol. VIII. 18. সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৭ সালের আইনের খোলাসার মধ্যগত স্থূলং বিষয়।

ক্রোক্।
বরেলী।
ভাগলপুর।
এতদ্দেশীয় আমলা।
সদর আমীন।

ঐ স্থূল বিষয়ান্তর্গতি বিষয়সকল।

আমেরিকা লোক। .... সদর আমীনের বিষয়ান্তর্গত।
আপীল। .... ভাগলপুর ও সদর আমীনের বিষয়ান্তর্গত।
সালিসী। .... ভাগলপুরের বিষয়ান্তর্গতি।
বৈঠকে সহকারি। .... ঐ।
বৃটন দেশের অন্তর্গত ইউরোপীয় প্রজা। .... সদর আমীনের বিষয়ান্তর্গত।
বৈঠকে সহকারি লোকের আপত্তি। .... ভাগলপুরের বিষয়ান্তর্গত।
দেওয়ানী আদালত। .... এতদ্দেশীয় আমলার বিষয়ান্তর্গত।
ঘুষ ও অন্যায়েতে টাকাইত্যাদিলওন। .... ঐ।
খরচা। .... ভাগলপুরের বিষয়ান্তর্গত।
ফৌজদারী আদালত। .... ভাগলপুরের বিষয়ান্তরগত।
ফৌজদারী আদালতে নালিশ। .... এতদ্দেশীয় আমলার বিষয়ান্তরগত।
ইউরোপীয় ভিন্নাধিকারস্থ লোক। .... সদর আমীনের বিষয়ান্তর্গত।
ডিক্রীর মতাচরণ। .... ভাগলপুরের বিষয়ান্তর্গত।
জরীমানা। .... সদর আমীনের বিষয়ান্তর্গত।
পর্ব্বতীয় মাজী। .... ভাগলপুরের বিষয়ান্তর্গত।
আইনের বিরুদ্ধকরা মোকদ্দমা। .... বরেলীর বিষয়ান্তর্গত।
হুকুমনামা জারীকরণ। .... ক্রোকের বিষয়ান্তর্গত।
দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেব। .... ভাগলপুরের বিষয়ান্তর্গত।
মাজিষ্ট্রেট্সাহেব। .... ঐ।
জমীদারীর সরবরাহকার। .... ক্রোকের বিষয়ান্তর্গত।

 কাজী

কাজী ও মৌলবীইত্যাদি। .... ভাগলপুরের বিষয়ান্তর্গত।
নিজামৎ আদালত। .... ঐ।
ভীল পল্‌তা পরগনা। .... ঐ।
পোলীস। .... ঐ।
প্রবিন্স্যল কোর্ট। .... সদর আমীনের বিষয়ান্তর্গত।
সরকারী খাজানাখানা। .... এতদ্দেশীয় আমলার বিষয়ান্তর্গত।
রেজিষ্টরসাহেব। .... সদর আমীনের বিষয়ান্তর্গত।
ইষ্টাম্পকাগজ। .... ভাগলপুরের বিষয়ান্তর্গত।
সদর দেওয়ানী আদালত। .... ভাগলপুর ও সদর আমীনের বিষয়ান্তর্গত।
সরাসরী মোকদ্দমা। .... ভাগলপুরের বিষয়ান্তর্গত।

ইঙ্গরেজী ১৮২৭ সালের আইনের খোলাসা।

মতান্তরকরণ ও শুধরণ ও বৃদ্ধিকরণ ও রদকরণইত্যাদি।

যে২ আইন মতান্তরইত্যাদি করা গেল।					যে২ আইনের দ্বারা।		
সন।	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।		আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
১৭৯৩	১২	৮	১	শুধরণ। …………………	৩	০	০
	১৩	৯	৮				
১৭৯৬	১	০	০	রদকরণ। ………………	১	২	১
১৭৯৯	৫	৫	০	শুধরণ। …………………	৫	৩	০
		৬	০			৪	
১৮০৩	৩	১৬	৫	ঐ। …………………………	৫	৩	০
			৬			৪	
১৮১২	৫	২৬	০	ঐ। …………………………	৫	৩	০
		২৭	০			৪	
১৮১৪	২৪	৭	১	কতক২ রদকরণ। …………	৪	২	২
১৮১৭	১৮	৬	২	শুধরণ। …………………	৩	০	০
১৮২১	২	৫	২	কতক২ রদকরণ …………	৪	২	২

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
ক্রোকের বিষয়।			
ভূমি ক্রোক্‌রাখণ ও তাহাতে সরবরাহকার নিযুক্তকরণের দাঁড়ার কথা।	৫	৩	০
বরেলীর বিষয়।			
বিধিব্যতিরেকে করা নিষ্পত্তি বিধিমত সিদ্ধহওয়াইবার কথা। ..	২	২	০
ভাগলপুরের বিষয়।			
জিলা ভাগলপুরের পর্ব্বতীয় লোকেরা অন্য জিলানিবাসি লোকদিগের মত সরকারের ফৌজদারী আদালত ও পোলীসের দাঁড়ার অধীন হইবার ও আদালতের মুফ্তীর পরিবর্ত্তে পর্ব্বতীয় মাজীদিগের কমিটি ভাগলপুরের পর্ব্বতীয় লোকদিগের মোকদ্দমার বিচারের সময়ে সহকারিরূপে বৈঠকেতে বসিবার কথা।	১	২	১
নিজামৎ আদালতে সমর্পণহওয়া মোকদ্দমাতে ঐ আদালতের সাহেবেরা যেরূপে কর্ম্ম করিবেন তাহার কথা।	ঐ	ঐ	০
আদালতের বৈঠকে বসিবার যোগ্য পর্ব্বতীয় মাজীদিগের ইসমনবীসী মাজিষ্ট্রেটসাহেব রাখিবার এবং দায়েরসায়ের সাহেবের নিকটে পর্ব্বতীয় লোকদিগের মোকদ্দমার বিচার হইতে হইলে যে কর্ত্তব্য হইবেক তাহার কথা।	ঐ	ঐ	২
কয়েদী প্রথম বাচনীর সহকারিদিগের কোন জন কি জনেরদিগের বৈঠকের বিষয়ে আপত্তি করিতে পারিবার কথা।	ঐ	ঐ	ঐ
ভাগলপুরের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব এক শতের অনূর্দ্ধ নগদ কি মূল্যের যে দাওয়ার হেতুহওনাবধি এক বৎসরের অধিক কালাতীত না হইয়া থাকে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি।	ঐ	৩	১
এবং মাজীরদের ও কোন স্বত্বাধিকারের বিবাদের নিষ্পত্তি। ..	ঐ	ঐ	২
এবং পর্ব্বত ও সমভূমি নিবাসিরদের মধ্যে জিলা ভাগলপুরের আদালতে উপস্থিতহওয়া নগদ কি মূল্যের দাওয়ারো সরাসরী বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবার কথা।	ঐ	ঐ	৩
মারিপীটইত্যাদির মোকদ্দমাতে কার্য্যকরণের যে২ নিয়ম ও দাঁড়াতে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব দৃষ্টি রাখিবেন তাহার এবং ইষ্টাম্পকাগজের প্রয়োজনের কথা।	ঐ	ঐ	৪

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
মাজিস্ট্রেট্সাহেবের নিষ্পত্তি প্রবল ও তাহার মতাচরণ করিতে হইবার এবং খরচা আদায়ের কথা।	১	৩	৪
মোকদ্দমার কোন বিষয়ে সন্দেহ হইলে তাহা পর্ব্বতীয় প্রধানের দের সালিসীতে সমর্পণ করা যাইবার কথা।	ঐ	ঐ	৫
মাজিস্ট্রেটের নিষ্পত্তির উপর উপযুক্ত ইষ্টাম্পকাগজে লিখিত আরজীর দ্বারা দায়েরসায়েরী আদালতে আপীল হইতে পারিবার কথা।	ঐ	ঐ	৬
দওরার সাহেব ঐ আরজী পাইলে যাহা করিবেন তাহার কথা।	ঐ	ঐ	ঐ
নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা ঐ নিষ্পত্তি রদ কি মতান্তর কি শুধরিতে পারিবার কথা।	ঐ	ঐ	ঐ
উপস্থিত ও নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমাসকলের মাসমাসের রিপোর্ট পাঠাইবার কথা।	ঐ	ঐ	৭
উপরের হুকুম ভীলপল্‌তা পরগনার সহিত সম্পর্ক না রাখিবার ও তত্রস্থ লোকেরা সামান্য আইনের অধীন হইবার কথা।	ঐ	৪	০
এতদ্দেশীয় আমলার বিষয়।			
ঘুষরূপে কি অন্যায়ক্রমে কিছু লওনপ্রযুক্ত দেওয়ানী আদালতহইতে কোন জরীমানার হুকুম না হইবার কথা।	৩	৩	০
ফৌজদারী আদালতে নালিশ করিবার নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতে নালিশের কি তথাকার নিষ্পত্তির অপেক্ষা না থাকিবার কথা।	ঐ	৪	০
ফৌজদারী আদালতে অপরাধ প্রমাণহওনের রুবকারী ঘুষরূপে কি অন্যায়ক্রমে লওয়া টাকা ফিরিয়া দিতে হুকুম দিবার উপযুক্ত হেতু বোধ হইবার কথা।	ঐ	৫	০
হরণকরা টাকা প্রথমতঃ সরকারের খাজানা খানাহইতে ফিরিয়া দেওয়া যাইবার কথা।	ঐ	৬	০
সদর আমীনের বিষয়।			
এক হাজার টাকার মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে সদর আমীনদিগকে ক্ষমতা দিতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবার কথা।	৪	২	১
যে সকল মোকদ্দমাতে ইউরোপের মধ্যগত ব্রিটনীয় প্রজা কি			

ইঙ্গরেজী ১৮২৭ সালের আইনের খোলাসা।

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
ইউরোপের অন্য দেশীয় প্রজা কিম্বা আমেরিকার লোক এক পক্ষ হন তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি সদর আমীন করিতে পারিবার কথা।	৪	২	২
এক হাজার টাকার অনধিকের মোকদ্দমা জজসাহেবেরা সদর আমীনকে সমর্পণ করিতে পারিবার কথা।	ঐ	ঐ	৩
উপরের লিখিত প্রকরণক্রমে যে মোকদ্দমা সদর আমীনকে সমর্পণ করা যায় তাহার নিষ্পত্তি ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের হুকুমানুসারে হইবার কথা।	ঐ	ঐ	৪
পাঁচ শত টাকার অধিকের যে মোকদ্দমাতে সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর আপীল হয় তাহা রেজিষ্টরসাহেবকে সমর্পণ না হইবার কথা।	ঐ	ঐ	৫
ইহার পর মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সদর আমীনেরদের সংখ্যার ন্যূনাধিককরণের বাঞ্ছার কথা শ্রীযুতের হজুরে রিপোর্ট করিবেন তাহার কথা।	ঐ	৩	০

Index, &c. 1827—6. সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,

W. CAREY,

Bengalee Translator of the Regulations.

IMPERIAL

শ্রীযত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেল
হইতে ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের যে ২ তারিখে
যে২ বিষয়ের যে২ আইন জারী
হয় তাহার ফিরিস্তি।

ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের আইনের ফিরিস্তি।

---

১ প্রথম আইন। ১০ আপ্রিল।

যাবজ্জীবন আলীপুরের জেলখানাতে কয়েদথাকা লোকদিগের ঐ কয়েদথাকনরূপ দণ্ডের পরিবর্ত্তে কোন২ কারণপ্রযুক্ত আসিয়ার মধ্যগত বৃটনের অধীন কোন দেশে পাঠাইয়া তথায় যাবজ্জীবন রাখিবার হুকুম দিবার কর্তৃত্ব শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দিবার।

২ দ্বিতীয় আইন। ১০ আপ্রিল।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ১ আইনের কোন২ কথা রদ করণের।

৩ তৃতীয় আইন। ১২ জুন।

চলিত আইনানুসারে সরকারে তলবহওনের যোগ্য রাজস্ব দেওনবিনা যে২ লোকেরা যে২ ভূমি ভোগদখল করে কি যে২ খাজানা লয় তদ্বিষয়ে রাজস্বের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের কৃত নিষ্পত্তির উপর যে২ আপীল হয় তাহা শীঘ্র২ শুনা যাওন ও নিষ্পত্তি পাওনের নিমিত্তে বিশেষ কমিস্যনরসাহেবদিগকে নিযুক্তকরণার্থে এবং সরকারের প্রাপ্তব্য উত্তমরূপে পাওয়া যাইবার।

৪ চতুর্থ আইন। ৭ আগস্ত।

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের লিখনানুসারে ভূম্যাদির বন্দোবস্তকরণ কি তাহা পুনর্দৃষ্টিকরণের সময়ে কালেক্টরসাহেবেরা যে২ ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করেন তাহা স্পষ্ট করিয়া জানাইবার ও বিস্তার করিবার।

৫ পঞ্চম আইন। ২৮ আগস্ত।

বিষয়বিশেষে সৈন্যসম্বন্ধীয় আদালতের হুকুম জারী করিবার ক্ষমতা জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবদিগকে অর্পণের।

৬ ষষ্ঠ আইন। ৪ সেপ্তেম্বর।

ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের ২ আইনের কোন২ স্থানের অভিপ্রায় ও অর্থ স্পষ্ট করিবার।

ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের আইনের ফিরিস্তি।

---

৭ সপ্তম আইন। ১২ সেপ্তেম্বর।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১৫ আইন শুধরণের এবং ঐ আইনের লিখিত মহালেতে বারাণসের রাজার কর্তৃত্ব থাকন স্পষ্টরূপে জানাইবার।

৮ অষ্টম আইন। ১৬ অক্তোবর।

দাঙ্গাহঙ্গামাকরণাপরাধের বিষয়ে মাজেষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের ক্ষমতার আধিক্যকরণের।

৯ নবম আইন। ২৭ নবেম্বর।

পাপর অর্থাৎ যোত্রহীনরূপে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীলের বিষয়ে যেং হুকুম চলিত আছে তাহা শুধরণের।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সাল ১ প্রথম আইন।

যাবজ্জীবন আলীপুরের জেলখানাতে কয়েদথাকা লোকদিগের ঐ কয়েদথাকনরূপ দণ্ডের পরিবর্ত্তে কোন২ কারণপ্রযুক্ত আসিয়ার মধ্যগত ব্রিটনের অধীন কোন দেশে পাঠাইয়া তথায় যাবজ্জীবন রাখিবার হুকুম দিবার কর্তৃত্ব শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দিবার অর্থে এ আইন ঐ শ্রীযুত হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের তারিখ ১০ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৪ সালের ৩০ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৫ সালের ১০ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৫ সালের ৩১ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৫ সালের ১১ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৩ সালের ২৪ রমজানে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক আলীপুরের জেলখানাতে যাবজ্জীবন কয়েদ রাখণের হুকুমেতে কয়েদথাকা কোন২ অপরাধিরা ঐ কয়েদের পরিবর্ত্তে অন্য কোন দেশে তাহারদিগকে পাঠাইয়া তথাতেই যাবজ্জীবন রাখিবার বাঞ্ছা জানাইয়াছে এবং যেহেতুক কখন২ ঐ আলীপুরের জেলখানাতে যাবজ্জীবন কয়েদথাকনরূপ দণ্ডের পরিবর্ত্তে সমুদ্রের তীরস্থ তেনাসরিম্ দেশে কিম্বা ব্রিটনের অধীন যে অন্য২ দেশে অপরাধিদিগেরে সামান্যতঃ পাঠান যায় ঐ দেশেইবা অপরাধিদিগকে পাঠান ফলদায়ক বটে অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুম শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নির্দ্দিষ্ট হইল ও তাহা এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি প্রবল হইবেক ইতি।

২ ধারা।

আলীপুরের জেলখানাতে কয়েদথাকনের হুকুমে যাবজ্জীবন কয়েদথাকা অপরাধিরা ঐ কয়েদের পরিবর্ত্তে অন্য কোন দেশে পাঠান গিয়া থাকিবার বাঞ্ছা করিলে তাহার

১ প্রথম প্রকরণ।— যখন আলীপুরের জেলখানাতে যাবজ্জীবন কয়েদ রাখণের হুকুমমতে কয়েদথাকা কোন অপরাধী তাহাকে ঐ কয়েদরূপ দণ্ডের পরিবর্ত্তে অন্য দেশে পাঠাইয়া যাবজ্জীবন তথাতে রাখিবার বাঞ্ছা করে তখন বাক্য কিম্বা লিখন দ্বারা ঐ বাঞ্ছা জেলখানার সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবকে কি ঐ জেলখানার কর্ম্মাধ্যক্ষতায় নিযুক্ত অন্য ব্যক্তিকে জানাইবেক এবং ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট কি অন্য ব্যক্তি ঐ অপরাধিকে আপন সমক্ষে ডাকাইয়া তাহার সেই দরখাস্ত লেখাইবেন এবং ঐ দরখাস্তে ঐ অপরাধির দস্তখৎ

হইবেক

দরখাস্ত যেরূপে করিবেক তাহার কথা।

হইবেক এবং তাঁহাতে দুই কি ততোধিক সাক্ষী হইবেক পরে তাহা সরকারের হুকুমের নিমিত্তে তথায় পাঠাইবেন এবং ঐ সময়ে তাহার সঙ্গে ঐ অপরাধির দৌর্জ্জন্য কি অন্য কোন২ কারণপ্রযুক্ত ঐ দণ্ডের পরিবর্ত্তহওয়া তাঁহার বিবেচনাসিদ্ধ না হইলে তাহার আপত্তির কথাও লিখিয়া পাঠইবেন ইতি।

ঐ দণ্ডের পরিবর্ত্ত করিতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কর্ত্তৃত্ব রাখিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— ঐ উপরের লিখিত রিপোর্ট দৃষ্টি ও বিবেচনা করিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে কর্ত্তৃত্ব থাকিবেক যে ঐ অপরাধিদিগকে যাবজ্জীবন আলীপুরের জেলখানাতে কয়েদ থাকনরূপ দণ্ডের পরিবর্ত্তে আসিয়ার মধ্যগত বৃটনের অধীন কোন দেশেতে পাঠাইয়া তথায় যাবজ্জীবন রাখিবার হুকুম দেন এবং ঐ রূপ পরিবর্ত্তের হুকুমের মতাচরণ যে রূপে অপরাধিদিগকে সমুদ্রের পারে পাঠাইয়া তথায় যাবজ্জীবন রাখিবার হুকুম এখন জারী করা যাইতেছে সেইরূপে করা যাইবেক ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ১২ আইনের ৫ ধারার লিখিত হুকুম অন্য দেশে পাঠাইয়া রাখা যে অপরাধী পলাইয়া আইসে তাহার প্রতি খাটিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ১২ আইনের ৫ ধারার লিখিত হুকুম উপরের প্রকরণের লিখনক্রমে যে২ অপরাধির দণ্ডের পরিবর্ত্ত হইয়া তাহারদিগকে যে দেশেতে পাঠান যায় তথাহইতে তাহারা পলাইয়া অনুমতিব্যতিরেকে কোম্পানি বাহাদুরের অধিকৃত কোন দেশে ফিরিয়া আইলে এই প্রকরণদ্বারা তাহারদিগের প্রতি খাটিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,
W. CAREY,
Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ১ আইনের কোন২ কথা রদকরণের নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের তারিখ ১০ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৪ সালের ৩০ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৫ সালের ১০ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৫ সালের ৩১ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৫ সালের ১১ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৩ সালের ২৪ রমজানে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ১আইনের ৩ ধারার যেং কথাক্রমে এমত নিষেধ আছে যে কোম্পানি বাহাদুরের অধিকৃত দেশনিবাসি কোন লোক সুরমা নদীর উত্তর পশ্চিমদেশীয় লোকদিগের সহিত কোন বাণিজ্য কিম্বা অন্য ব্যাপার না করে ঐ উপরের উক্ত আইনের তাৎপর্য্য ঐ বাণিজ্যের বৃদ্ধিহওনেতে থাকিয়াও ঐ নিষেধ শ্রীহট্টের নিকটস্থ বঙ্গদেশের সীমান্তর্গত স্থানসকলে চূণইত্যাদি অন্য দ্রব্যের অবাধিত বাণিজ্যব্যাপারের প্রতিবন্ধক বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুম শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নির্দ্দিষ্ট হইল ও তাহা এই আইন জারীকরণের তারিখঅবধি প্রবল হইবেক ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ২ আইনের ৩ ধারার কোন২ কথা রদ হওনের কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ১ আইনের ৩ ধারার যেং কথাক্রমে কোম্পানি বাহাদুরের অধিকৃত দেশনিবাসি লোকদিগ্কে সুরমা নদীর উত্তর পশ্চিমদেশীয় লোকদিগের সহিত কোন বাণিজ্যব্যাপার করিতে নিষেধ আছে তাহা এবং সামান্যতঃ ঐ আইনের অন্য যে কোন কথা ঐ নিষেধবোধক আছে তাহাও এই ধারার দ্বারা রদ্ হইল ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of the Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

চলিত আইনানুসারে সরকারে তলবহওনের যোগ্য রাজস্ব দেওনবিনা যেং লোকেরা যেং ভূমি ভোগদখল করে কি যেং খাজানা লয় তদ্বিষয়ে রাজস্বের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের কৃত নিষ্পত্তির উপর যেং আপীল হয় তাহা শীঘ্রং শুনা যাওন ও নিষ্পত্তি পাওনের নিমিত্তে বিশেষ কমিস্যনরসাহেবদিগ্কে নিযুক্তকরণার্থে এবং সরকারের প্রাপ্তব্য উক্ত মরূপে পাওয়া যাইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের তারিখ ১২ জুন মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৫ সালের ৩১ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৫ সালের ১৪ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৫ সালের ১ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৫ সালের ১৫ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২৪৩ সালের ২৮ জীকাদে জারী করিলেন ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের এবং তদনন্তর নির্দ্দিষ্টহওয়া অন্যং আইনের হুকুমের দ্বারা এই রাজধানীর অধীন সমস্ত দেশে কালেক্টর এবং রাজস্ব তহসীলের সংক্রান্ত অন্যং সাহেবদিগ্কে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুম পাইলে তাঁহারা নিষ্করৰূপে অথবা অনুপযুক্ত করেতে দখলহওয়া এবং অযোগ্য সনদের দ্বারা দখলকরা সকল ভূমি বাজেয়াফ্তকরণের এবং তাহার উপর জমা মোকররকরণের বিষয়ে অনুসন্ধান করেন্ এবং ইস্তমরারী বন্দোবস্তকরণের সময়ে অতিবিস্তৃত যে সকল ভূমি কাহারু অধিকারভুক্ত কি দখলে ছিল না ও এক্ষণে রাজস্ব ধার্য্যের যোগ্য অথবা এক্ষণেও যে সকল ভূমি জঙ্গলা ও সরকারের অধিকারভুক্ত আছে সেই সকল ভূমিতে সরকারের স্বত্ব বলবৎ করিবার নিমিত্তে ঐ সকল ভূমি যেং দেশে আছে সেইং দেশে সরকারের হুকুমানুসারে সময়েং কমিস্যনরসাহেবেরা নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং ঐ সময়ে উপরের উক্ত আইনেতে হুকুম হইয়াছে যে রাজস্বের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবেরা কোন জনের ভূমি রাজস্ব ধার্য্যের যোগ্য হওনৰূপ নিষ্পত্তি করিলে ঐ ভূমির দখীলকার ঐ নিষ্পত্তির উপর কোন আদালতে আপীল করিতে পারিবেক ও ঐ হুকুমকরণের তাৎপর্য্য এই যে কালেক্টরসাহেবদিগের ও বোর্ডের সাহেবেরদের নিকটে হওয়া নিষ্পত্তি আদালতের নিষ্পত্তির ন্যায় জ্ঞান করা গিয়া তাহার উপর যেং নালিশ সামান্য কোন আদালতে হয় তাহা আপীলস্বৰূপ হইয়া অতিশীঘ্র নিষ্পত্তি পায় কিন্তু জানা গেল হেতুবাদ।

যে

যে ঐ নালিশের বাহুল্যহওন এবং আদালতের রীতিক্রমে ঐ আপীল প্রথম নালিশের ন্যায় জ্ঞান করা যাওন ও অন্য২ কারণপ্রযুক্ত ঐ বিষয়ের নির্ব্বাহ প্রায়ই হয় না এবং ঐ বিষয়ে রাজস্বের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের যে২ কর্ত্তব্য তাহার উপদেশকরণেতে এক্ষণে যে সকল আইন ঐ বিষয়ে চলিত আছে তাহা অসমর্থ এবং সুতরাং এক পক্ষে সরকারের বহুতর রাজস্ব অন্যান্যেতে কোন বলবৎ কারণব্যতিরেকে উপভুক্ত হইলে এবং নিরর্থক ও ক্লেশদায়ক দাওয়া উপস্থিতহওনেতে দেশের মঙ্গলবৃদ্ধি বাধিত হইলে পক্ষান্তরে বলবৎ সনদ রাখণিয়া লোকেরা ক্লেশ ও ব্যামোহ পায় অতএব পূর্ব্বোক্ত অন্যায়সকলের প্রতিকারার্থে যে২ সীমার মধ্যে সময়ে২ ঐ সকল মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকরণ আবশ্যক ঐ২ সীমার মধ্যে ঐ প্রকার মোকদ্দমাসকলের চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকরণের অর্থে এবং সামান্য আদালতে উপস্থিতহওয়া ঐ২ প্রকার মোকদ্দমাসকলের বিষয়ে যে সকল আইন চলিত আছে তাহার অর্থ ও তাৎপর্য্য সুস্পষ্ট করিয়া জানাইবার নিমিত্তে এবং ক্রয়েতে কি দানেতে কিম্বা উত্তরাধিকারিতাক্রমে নিষ্কর ভূমিতে লোকদিগের ভোগদখলহওনের সম্বাদ রাজস্বের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগেরে দিবার নিমিত্তে তত্তৎ কার্য্যের ক্ষমতাপন্ন বিশেষ কমিস্যনরসাহেবদিগকে নিযুক্ত করা উপযুক্ত বোধ হইল এবং ইহাও উপযুক্ত বোধ হইল যে সুন্দরবনের সীমানিরূপণের নিমিত্তে বিশেষ রূপে নিয়োজিত কমিস্যনরসাহেব ও তাঁহার তাবে সর্বেয়র সাহেবেরা তৎস্থানেতে থাকিয়া যত্নপূর্ব্বক ঐ সুন্দরবনের সীমানিরূপণ অবিলম্বে করেন্ এবং চলিত আইনের যে কোন২ কথার বিষয়েতে সন্দেহ জন্মিয়াছে তাহার অর্থ ও তাৎপর্য্য ব্যক্ত করা যায় অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নির্দ্দিষ্ট হইল ও ঐ সকল হুকুম এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে প্রবল হইবেক ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইন এবং ঐমত অন্য২ আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবেরদের বিচারিত মোকদ্দমাসকলের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্তে বিশেষ কমিস্যনর সাহেবদিগের নিযুক্ত হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে কর্তৃত্ব আছে যে কৌন্সেলের হুকুমের দ্বারা ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৫ পঞ্চমঅবধি ২০ বিংশতি ধারাক্রমে এবং ১৮২৫ সালের ৯ আইনের ৫ ধারাক্রমে কালেক্টর কি ডেপুটি কালেক্টর কি কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য কোন কর্ম্মকারি সাহেবের দ্বারা বিচারিত মোকদ্দমাসকলের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি নীচের লিখিতব্য দাঁড়াদৃষ্টি করণের নিমিত্তে এক কি ততোধিক বিশেষ কমিস্যনরসাহেব কি সাহেবদিগকে নিযুক্ত করেন্ এবং ঐ নিযুক্ত কমিস্যনরসাহেব কি সাহেবেরা সরকারের রাজস্বের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের খাজানা তলবের উপর যে সকল নালিশ সালিয়ানা খাজানা কি জমা ওয়াজিবীর অধিক তলবকরণের কথা বলিয়া হয় আর সুতরাং তাহাতে সরকারের রাজস্বের কমী বেশী নিত্য হইতে পারিবার সম্ভাবনা থাকে সে সকল নালিশের নিষ্পত্তি ঐ দাঁড়াদৃষ্টে করিবেন ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— উপরের লিখিত মতে নিযুক্ত কমিস্যনরসাহেব কি সাহেবদিগের কার্য্যকারিত্ব যেং জিলাতে কি যেং জিলার যেং অংশে যেং সময়পর্য্যন্ত থাকিবার হুকুম শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের হুকুম হয় সেইং জিলাতে কি জিলার অংশেতে সেইং সময়পর্য্যন্ত তাঁহারদিগের কার্য্যকারিত্ব থাকিবেক এবং ঐ শ্রীযুতের হুজুর কৌন্সেলেতে এমত কর্তৃত্ব আছে যে ঐ কমিস্যনরসাহেব কি সাহেবদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মস্থির ও নিরূপণ করেন্ এবং সময়েং যেমন উপযুক্ত বুঝেন্ সেইমত নিরূপিত স্থানেতে তাঁহার কি তাঁহারদিগের কর্তৃত্ব করিবার নিরূপণ করেন্ ইতি।

সরকারের নিরূপিত জিলা কি তাহার অংশেতে কমিস্যনরসাহেবেরদের কর্তৃত্ব চলিবার কথা।

বিহিত বিবেচনামতে কমিস্যনরসাহেবদিগের কর্ম্মের ও কর্ম্মস্থানের নিরূপণ করিতে সরকারের কর্তৃত্ব থাকিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— যে সময়ে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের হুকুমের দ্বারা কোন কমিস্যনরসাহেব কি সাহেবদিগকে কোন জিলা কি এলাকার কর্তৃত্বভার অর্পণ করা যায় সেই সময়ে ঐ জিলার জজ এবং কালেক্টরসাহেবের কাছারীতে তাহার সমাচার ঘোষণা দিয়া প্রচার করা যাইবেক এবং সদর দেওয়ানী আদালতের দ্বারা তাহার ব্যাপ্য সকল মফঃসল কোর্ট আপীল আদালতে এবং জিলার আদালতেও সম্বাদ দেওয়া যাইবেক ইতি।

কমিস্যনরসাহেবদিগেরে কর্তৃত্বভারার্পণের সম্বাদ যেরূপে প্রচার করা যাইবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— কোন জিলা কি অন্য এলাকার মধ্যে এই আইনের বিশেষরূপে লিখিত ক্ষমতাচরণ করিবার নিমিত্তে কোন কমিস্যনরসাহেব কি সাহেবদিগের নিযুক্ত হওনের সম্বাদ উপরের উক্ত মতে কোন আদালতে পঁহুছিলে ঐ বিশেষ কমিস্যনরসাহেব কি সাহেবেরদের বিচার্য্য ঐ জিলাআদির সম্পর্কীয় সকল মোকদ্দমার বিষয়ে পূর্ব্বে ঐ আদালতে যে ক্ষমতার্পণ হইয়া তাহার মতাচরণ হইতেছে সেই ক্ষমতা স্থগিত হইবেক এবং ঐ আদালতের সাহেবেরা যেপর্য্যন্ত ঐ কমিস্যনরসাহেব কি সাহেবদিগের ঐ ক্ষমতা রহিত হইবার সম্বাদ না পান্ তাবৎ ঐ প্রকার মোকদ্দমাসকলের সকল কার্য্যকরণ হইতে হাত উঠাইবেন এবং ঐ আদালতের সাহেবেরা তৎক্ষণে আপন আদালতে উপস্থিতহওয়া ঐং প্রকার মোকদ্দমাসকলের রোয়দাদ ঐ কমিস্যনরসাহেব কি সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইয়া দিবেন কিন্তু যে কোন নিষ্পত্তি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা কোন কালেক্টরসাহেবের দ্বারা ঐ বিশেষ কমিস্যনর নিযুক্তহওনের পূর্ব্বে কিম্বা নিযুক্তহওনের সময়ে ঐ কোন স্থানের ভূমির খাজানার বিষয়ি মোকদ্দমায় হইয়া থাকে তাহার উপর কোন আদালতে আপীল হইবেক না ইতি।

বিশেষ কমিস্যনরসাহেব নিযুক্তহওনের সম্বাদ কোন আদালতে পঁহুছিলেই ঐ আদালতের সাহেবেতে ঐ কমিস্যনরের বিচার্য্য মোকদ্দমার বিষয়ে অর্পিত ক্ষমতার নিবৃত্তি হইবার কথা।

এবং ঐ কমিস্যনরসাহেবেরদের তৎস্থানীয় কর্তৃত্ব নিবৃত্তহওনের সমাচার না পাওনপর্য্যন্ত ঐ আদালতের সাহেব ঐ মত মোকদ্দমার সকল কার্য্য হইতে হাত উঠাইবার কথা।

ঐ আদালতে উপস্থিত হওয়া ঐ প্রকার মোকদ্দমাসকলের রোয়দাদ তৎক্ষণে তথাকার সাহেব ঐ কমিস্যনর সাহেবেরদের নিকটে পাঠাইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— যে কোন জিলাতে কোন মোকদ্দমার হেতু জন্মিয়াছে সেই জিলাতে কোন কমিস্যনরসাহেবের কর্তৃত্ব হওন প্রচারহওনের পূর্ব্বে যে সকল মোকদ্দমা বোর্ড রেবিনিউতে নিষ্পত্তি পাইয়াছে এবং ঐ কর্তৃত্ব না থাকিলে ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের ২২ ও ২৪ ধারা এবং ১৮২৫ সালের ৯ আইনের ৫ ধারানুসারে তাহার

কমিস্যনর নিযুক্তহওনের পূর্ব্বে কি সময়ে তৎ

তাহার আপীল আদালতে হইতে পারিত এমত সমস্ত মোকদ্দমার আপীল ঐ বিশেষ কমিস্যনরসাহেব কি সাহেবদিগের নিকটে হইতে পারিবেক এবং এই আইনের অনুসারে কালেক্টরসাহেবদিগের নিষ্পত্তির উপর ঐ কর্তৃত্বেতে হওয়া আপীলের মোকদ্দমাসকল শুনা ও নিষ্পত্তি করা যাওনের মত শুনা ও নিষ্পত্তি করা যাইবেক ইতি।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।— এই আইনের বিশেষরূপে লিখিত ক্ষমতা মত্তাচরণ করণার্থে কোন কমিস্যনরসাহেবের নিযুক্তহওনের সম্বাদ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগ্‌কে কিম্বা ঐ জিলা কি এলাকার রাজস্বের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের উপর কর্তৃত্বকারি অন্য বোর্ডের সাহেবদিগ্‌কে দেওয়া যাইবেক এবং ঐ সম্বাদ পাইলে ঐ ২ বোর্ডের সাহেবদিগ্‌কে ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের এবং ১৮২৫ সালের ৯ আইনের অনুসারে যে২ ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে তাহা ঐ ১৮২৫ সালের ৯ আইনের ৪ ধারার লিখিত ক্ষমতাব্যতিরেকে ঐ জিলা কি এলাকার সম্বন্ধে স্থগিত হইবেক এবং ঐ উপরের লিখিত আইনানুসারে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাসকল এবং এই আইনের হেতুবাদেতে বিশেষরূপে লিখিত প্রকার ঐ জিলা কি এলাকার সম্পর্কীয় মোকদ্দমাসকলের সমস্ত কার্য্যকরণ ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তৎক্ষণে নিবৃত্ত করিবেন এবং অবিলম্বে ঐ সকল মোকদ্দমার রোয়দাদ ঐ কমিস্যনরসাহেবের নিকটে পাঠাইবেন ইতি।

৭ সপ্তম প্রকরণ।— এই আইনের হুকুমানুসারে কোন আদালত কি বোর্ড রেবিনিউহইতে কোন মোকদ্দমা কোন বিশেষ কমিস্যনরসাহেব কি সাহেবেরদের নিকটে সমর্পণ হইলে যে কমিস্যনরসাহেব কি সাহেবেরদের দ্বারা ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি পাইবেক তিনি কি তাঁহারা যে আদালত কি বোর্ডহইতে ঐ মোকদ্দমা সমর্পণ হইয়া থাকে সেই আদালত কি বোর্ডে ঐ মোকদ্দমাতে পূর্ব্বে করা সওয়াল জওয়াবের বিষয়ে উকীলেরা যে মেহনতানা পাইতে পারিবেক তাহার সংখ্যা এবং ঐ মোকদ্দমাতে ঐ আদালত কি বোর্ডে সামান্যতঃ অন্য যে২ খরচা হইয়া থাকে তাহা আদায়ের প্রকারের নিরূপণ করিবেন ও ঐ আদালত কি বোর্ডে উকীলের মেহনতানার নিমিত্তে যত টাকা আমানৎ রাখা গিয়া থাকে তাহা ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না পাওনপর্য্যন্ত অমনি আমানৎ থাকিবেক ও ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে পর কমিস্যনর সাহেব কি সাহেবেরা উকীলেরদের যত মেহনতানা পাওনের হুকুম দেন্ তাহারদিগ্‌কে তত দেওয়া যাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

কোন কমিস্যনরসাহেবের কর্তৃত্ব কোন জিলা কি এলাকার সম্বন্ধে হওনের সম্বাদ সরকারের হুকুমের দ্বারা জানান গেলে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে

সম্পর্কীয় স্থানের ভূমির খাজানার বিষয়ের মোকদ্দমায় বোর্ডের কি কালেক্টরের করা নিষ্পত্তির উপর কোন আদালতে আপীল না হইবার কথা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের নিষ্পত্তিকরা যে সকল মোকদ্দমার আপীল আদালতে হইত তাহা বিশেষ কমিস্যনরসাহেবেরদের নিকটে হইবার এবং এই আইনানুসারে কালেক্টরসাহেবের নিষ্পত্তির উপর আপীল শুনা ও নিষ্পত্তি করা যাওনের মত শুনা ও নিষ্পত্তি করা যাইবার কথা।

বিশেষ কমিস্যনর নিযুক্তের সম্বাদ বোর্ড রেবিনিউতে কি রাজস্বের কর্ম্মকারি অন্য বোর্ডে পঁহুছাইতে হইবার ও পঁহুছিলে বর্জ্জনীয়ব্যতিরেকে ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইন ও ১৮২৫ সালের ৯ আইন অনুসারে আপনারদিগ্‌কে অর্পণহওয়া ক্ষমতা স্থগিত রাখিবার কথা।

এবং ঐ ক্ষমতার কার্য্যকরণহইতে হাত উঠাইয়া তৎসম্পর্কীয় মোকদ্দমাসকলের রোয়দাদ অবিলম্বে ঐ কমিস্যনরসাহেবেরদের নিকটে পাঠাইবার কথা।

কমিস্যনরসাহেবেরদের নিকটে আদালত কি বোর্ডহইতে কোন মোকদ্দমা সমর্পণ হইলে আদালতে কি বোর্ডে উকীলের মেহনতানার নিমিত্তে আমানৎথাকা টাকা তাহার নিষ্পত্তি নাহওনপর্য্যন্ত আমানৎ থাকিবার ও মোক

কৌন্সেলেতে ক্ষমতা আছে যে চলিত আইনানুসারে বোর্ড রেবিনিউতে যে২ ক্ষমতা অর্পিত আছে সেই সকল কি তাহার কোন২ ক্ষমতা ঐ কমিস্যনরসাহেবকে অর্পণ করেন ইতি।

৪ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— কোন কমিস্যনরসাহেবের কর্তৃত্ব কোন জিলাতে হইলে ঐ জিলার কালেক্টর কিম্বা রাজস্বের কার্য্যভারাক্রান্ত অন্য সাহেবের ক্ষমতা আছে যে যে২ ভূমি নিষ্করূপে কি অগ্রাহ্য সনদের দ্বারা অনুপযুক্ত জমাতে ভোগদখল হইতেছে অথবা কোন গরআবাদী ভূমি কেহ সরকারের স্বত্বসম্বন্ধীয় বোধ করিয়া তাহা দখলে আনিয়াছে বুঝেন বোর্ড রেবিনিউর হুকুমের প্রার্থনাকরণবিনা ঐ ভূমির বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের এবং ১৮২৫ সালের ৯ আইনের লিখিত অনুসন্ধান করিতে পারেন কিন্তু আর সকল বিষয়ে ঐ সাহেব বিষয় বুঝিয়া ঐ ১৮১৯ সালের ২ আইনের কি ১৮২৫ সালের ৯ আইনের লিখিতমতে কার্য্য করিবেন এবং ঐ কর্ম্ম করা সমাপ্তি পাইলে ঐ ১৮১৯ সালের ২ আইনের ২০ ধারার হুকুম মতে ঐ ভূমি জমা মোকররকরণের যোগ্য বটে কি না এ বিষয়ে আপন বিবেচিত নিষ্পত্তির কথা পারসী ভাষার রুবকারীতে লিখিবেন ও ঐ নিষ্পত্তি ডিক্রীর মত প্রবল হইবেক এবং যত শীঘ্র হইতে পারে তাহার এক নকল সাদা কাগজে প্রস্তুত করাইয়া ঐ বিষয়সম্পর্কীয় ব্যক্তিকে দিতে হইবেক ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— কালেক্টরসাহেবের নিষ্পত্তির দ্বারা যদি জানা যায় যে ঐ ভূমি জমা মোকররকরণের যোগ্য কি সরকারের স্বত্বসম্বন্ধীয় তবে তাহার রুবকারী বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি বিশেষ কমিস্যনরসাহেবের নিকটে পাঠাইবার আবশ্যক নাহি কিন্তু যে তারিখে কালেক্টরসাহেব আপন ঐ নিষ্পত্তিপত্রের নকল যাহার প্রতিকূলে ঐ নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহাকে দিয়া থাকেন সেই তারিখঅবধি ২ দু মাসের মধ্যে ঐ জন বিশেষ কমিস্যনরসাহেবের নিকটে ঐ নিষ্পত্তির উপর আপীল করিতে পারে পরন্তু কমিস্যনরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে ঐ মিয়াদ গত হইলে যদি কেহ এমত আপীলের দরখাস্ত দেয় ও ঐ মিয়াদের মধ্যে তাহা দাখিল করিতে না পারণের বিশিষ্ট হেতু দর্শায় তবে তাহা গ্রাহ্য করেন আরো হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে ঐ আপীলকরণিয়া জন ঐ আপীলের দরখাস্ত আপন ইচ্ছামতে ঐ বিশেষ কমিস্যনরসাহেবের নিকটে কি তাঁহার নিকটে পাঠাইবার নিমিত্তে কালেক্টরসাহেবের নিকটে দিতে পারিবেক ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— আপীলের দরখাস্ত মিসিলে দাখিল হউক বা না হউক কালেক্টরসাহেব বোর্ডের সাহেবদিগের কিম্বা ঐ কমিস্যনরসাহেব ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার বিজ্ঞাপন ও হুকুম পাওনের নিমিত্তে আপন রুবকারী পাঠাইবেন

সম্পা নিষ্পত্তি পাইলে পর ঐ কমিস্যনরসাহেবের হুকুমমত উকীলের রসুম ও অন্য২ খরচা তাহাহইতে দেওয়া যাইবার কথা।

কোন কমিস্যনরসাহেবের কর্তৃত্ব কোন জিলা আদিতে হইবার সম্বাদ প্রচার হইলে তথায় ঐ সাহেবকে বোর্ড রেবিনিউতে অর্পণহওয়া সকল কি তাহার কতক ক্ষমতা র্পণ করিতে সরকারের কর্তৃত্ব থাকিবার কথা।

কোন জিলাতে কোন কমিস্যনরসাহেবের কর্তৃত্ব স্থির হইলে ঐ জিলার কালেক্টর কি অন্য কর্ম্মকারি সাহেব পূর্ব্বে বোর্ডের হুকুম লওনবিনা ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের ও ১৮২৫ সালের ৯ আইনের লিখিত অনুসন্ধান করিতে পারিবার কথা।

আর সকল বিষয়েতে ঐ২ আইনের লিখিত মতে কার্য্য করিবার কথা।

ও তাহা করা সারা হইলে ভূমি জমা ধার্য্যের যোগ্যহওয়া না হওয়ার বিষয়ে আপনার কৃত নিষ্পত্তি রুবকারীতে লিখিবার কথা।

ঐ নিষ্পত্তিডিক্রীর ন্যায় প্রবল হইবার এবং তাহার নকল তৎসম্পর্কীয় লোককে দেওয়া যাইবার কথা।

ভূমি জমা ধার্য্যের যোগ্যহওনের নিষ্পত্তি হইলে তাহা যাহার প্রতিকূলে হইয়া থাকে সে তাহা পাইবার তারিখহইতে ২

মাসের মধ্যে কমিস্যনরসাহেবের নিকটে আপীল করিতে পারিবার কথা।

বিলম্বের উপযুক্ত হেতু দর্শাইলে মিয়াদের পরেও ঐ আপীলের দরখাস্ত কমিস্যনরসাহেবের নিকটে গ্রাহ্য হইতে পারিবার কথা।

আপীলের দরখাস্ত কমিস্যনরসাহেবের নিকটে কি তাঁহার নিকটে পাঠাইবার নিমিত্তে কালেক্টরসাহেবের স্থানে দেওয়া যাইতে পারিবার কথা।

আপীলের দরখাস্ত দাখিল হউক বা না হউক কালেক্টরসাহেব আপন কৃত কার্য্যের রিপোর্ট বোর্ডে পাঠাইয়া আপন নিষ্পত্তি জারী করিতে পারিবার কথা।

মোকদ্দমার আপীল হইলে কমিস্যনরসাহেব কালেক্টরের নিষ্পত্তি মতাচরণহওয়া স্থগিত করিতে পারিবার এবং আপেলাণ্ট জামিন দিলে ক্রোক্ বরখাস্ত করাইবার কথা।

কালেক্টরসাহেব ভূমি জমা ধার্য্যের অযোগ্যহওনের নিষ্পত্তি করিলে আপন কৃত কার্য্যের সম্বাদ বোর্ডে পাঠাইবার কথা।

ঐ বোর্ডের সাহেবেরা কালেক্টরের নিষ্পত্তির হেতু গ্রাহ্য না হইলে এক বৎসরের মধ্যে পুনর্ব্বিচার ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা যাওনের নিমিত্তে মোকদ্দমা বিশেষ কমিস্যনর সাহেবের নিকটে পাঠাইবার কথা।

কমিস্যনরসাহেব ভূমি

ইবেন ও হুকুম পাইলে তৎক্ষণাৎ ঐ ভূমি ক্রোক্ ও তাহার জমা ধার্য্যকরণদ্বারা আপন নিষ্পত্তি সফল করিবেন কিন্তু ইহাও হুকুম করা যাইতেছে যে কমিস্যনরসাহেবের নিকটে আপীলহওয়া সকল মোকদ্দমায় তাঁহার ক্ষমতা আছে যে কালেক্টরসাহেবের নিষ্পত্তিমতাচরণ হওয়া স্থগিত করেন এবং ঐ ভূমিতে যে জমা পরে মোকরর হইবেক তাহা কালেক্টরসাহেবের নিষ্পত্তির তারিখহইতে দিবার অর্থে জামিনী দাখিল ঐ আপেলাণ্ট করিলে ঐ ক্রোক্ বরাখাস্ত করেন ইতি।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— ঐ কালেক্টরসাহেব ঐ জমা মোকরর না হইতে পারিবার নিষ্পত্তি করিলে আপন কৃত কার্য্যের সম্বাদ এবং ঐ মোকদ্দমার সকল রোয়দাদ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন এবং ঐ সাহেবেরা ঐ মোকদ্দমার বিষয়ে বিবেচনা করিবেন ও যদি তাঁহারদিগের বিবেচনায় ঐ ভূমি জমা মোকররের অযোগ্যহওনের বিষয়ে কালেক্টরসাহেব যেং হেতু লিখিয়া থাকেন তাহা অগ্রাহ্য ও অপ্রবল ঠাহরে তবে ঐ বোর্ডের ক্ষমতা আছে যে কালেক্টরসাহেবের রুবকারী পাওনের তারিখহইতে এক বৎসরের মধ্যে ঐ মোকদ্দমা পুনর্ব্বিচার ও তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্তে বিশেষ কমিস্যনরসাহেবের নিকটে পাঠান্ এবং কালেক্টরসাহেব যে জনের অনুকূলে নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন সে জন হাজির হইবার নিমিত্তে ঐ কমিস্যনরসাহেব তলবচিঠী পাঠাইবেন ঐ তলবচিঠী পাইলে পর যদি ঐ জন কমিস্যনরসাহেবের নিকটে হাজির হইতে ও ঐ সাহেবের সাক্ষাৎ ঐ মোকদ্দমার সওয়ালজওয়াব করিতে ত্রুটি করে তবে ঐ কমিস্যরনসাহেব একতরফাতে সে মোকদ্দমা শুনিতে ও তাহার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন ইতি।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—কালেক্টরসাহেবের নিষ্পত্তির উপর বিশেষ ব্যক্তির দ্বারা আপীল হইয়া কিম্বা উপরের লিখিত হুকুমানুসারে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকট হইতে পাঠান গিয়া অথবা সামান্য কোন আদালতহইতে পাঠান যাইয়া যে সকল মোকদ্দমা বিশেষ কমিস্যনরসাহেব কি সাহেবদিগের দ্বারা নিষ্পত্তি পায় শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের পরওয়ানার দ্বারা নিযুক্ত এবং এই আইনের অনুসারে তাহা করিতে ক্ষমতাপন্ন ঐ বিশেষ কমিস্যনরসাহেব কি সাহেবদিগের করা ঐ নিষ্পত্তি যেং মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি পাইলে পর প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীল শ্রীবিলায়তের বাদশাহের হজুরে আপীলহওনের যোগ্য হয় সে সকল মোকদ্দমাব্যতিরেকে চূড়ান্ত হইবেক কেননা ঐ সদর দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীলহওনের বিষয়ে যে সকল নিষেধবিধি সম্পর্ক রাখে তদনুসারে বিশেষ কমিস্যনরসাহেব কি সাহেবদিগের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইতে পারিবেক কিন্তু এ হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে ঐ আপীল হইলেও কমিস্যনরসাহেব কি সাহেবদিগের নিষ্পত্তির মতাচরণ তৎক্ষণে করিতে হইবেক আরো হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে ঐ কমিস্যনরসাহেব কি সাহেবেরা আপনারদিগের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমার পুনর্বিচার করিবার

বিশিষ্ট

বিশিষ্ট হেতু দর্শান গেলে তাহা করিতে পারিবেন যেহেতুক পুনর্বিচারের বিষয়ে চলিত আইনে যে সকল হুকুম আছে তাহা ঐ সকল মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক রাখে ইতি।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।— যে সকল মোকদ্দমায় বিশেষ এক কমিস্যনরসাহেবের করা নিষ্পত্তি কোন কালেক্টরসাহেবের কি বোর্ডের সাহেবদিগের নিষ্পত্তির সহিত কিম্বা পূর্ব্বে নীচের কোন আদালতের নিষ্পত্তির উপর উচ্চতর আদালতে আপীল হইয়া তথায় নিষ্পত্তিহওনের পর ঐ আইনের লিখনক্রমে মোকদ্দমা ঐ বিশেষ কমিস্যনরসাহেবের নিকটে পাঠান যায় সে নিষ্পত্তির সহিত মিলে সে সকল মোকদ্দমায় এবং যে সকল মোকদ্দমায় ঐ এক কমিস্যনরসাহেব নিষ্পত্তি করেন তাহাতেও ঐ এক সাহেবের নিষ্পত্তি উপরের প্রকরণের লিখিত কথার অধীনতায় চূড়ান্ত হইবেক কিন্তু উপরের লিখিত মত কোন মোকদ্দমা শুনিয়া যদি এক কমিস্যনরসাহেবের বিবেচনায় পূর্ব্ব নিষ্পত্তির বিপরীত কি মতান্তর করা উচিত বোধ হয় তবে তিনি তদ্বিষয়ে আপন বিবেচনার কথা রুবকারীতে লিখিবেন এবং সে মোকদ্দমার সমস্ত কাগজ এই আইনানুসারে নিযুক্তহওয়া অন্য কমিস্যনরসাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক ও যদি ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তির বিষয়ে ঐ দ্বিতীয় সাহেবের বিবেচনান্তর স্থির হয় তবে তৃতীয় কমিস্যনরসাহেবের নিকটে ঐ কাগজ পাঠান যাইবেক অথবা দুই বিশেষ কমিস্যনরসাহেবের বিবেচনার ঐক্য হইলে তদনুসারে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবেক কিন্তু নিরূপিত কোন সীমাতে এই আইনের লিখিত বিশেষ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্তে বিশেষ কমিস্যনর নিয়োজনের কালে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ক্ষমতা আছে যে কোন মোকদ্দমাতে বিবেচনার বিভিন্নতা হইলে যে কমিস্যনরের নিকটে সে মোকদ্দমার কাগজপত্র পাঠাইতে হইবেক তাহার নিরূপণ করেন ইতি।

৫ ধারা।

এই ধারার দ্বারা জানান ও নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে যে এই আইনের হুকুমের অর্থ এবং তাৎপর্য্য কখন এমত নহে যে ভূমিসম্পর্কীয় যে সকল মোকদ্দমাতে ঐ ভূমি সমুদয়ের কি তাহার কোন অংশের জমা ধার্য্যকরণে সরকারের অধিকার থাকা না থাকার বিচার করিতে হয় এমত২ মোকদ্দমাব্যতিরেকে ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার প্রকরণসকলের বিবরিয়া লেখা মোকদ্দমাসকলের সহিত সম্পর্ক রাখে ও উপরের লিখিত মত যে২ মোকদ্দমাতে সরকার এক পক্ষ হন্ ঐ২ মোকদ্দমা প্রথমতঃ কালেক্টরসাহেবের নিকটে উপস্থিত হইলে কিম্বা আদালতহইতে তাঁহার নিকটে সমর্পণ হইলে ঐ কালেক্টরসাহেব এই আইনের উপরকার ধারার লিখনমতে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন ও ঐ ধারার সকল প্রকরণ ঐ২ প্রকার মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক এবং ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারানুসারে যে সকল মোকদ্দমায় সরকার এক পক্ষ না হন্ সে সকল মোকদ্দমা ঐ আইনের নির্দ্দিষ্ট হুকুমানুসারে এবং

সম্পর্কীয় জনের হাজিরহওনার্থে তলব চিঠী পাঠাইবার ও সে হাজির না হইলে একতরফাতে মোকদ্দমা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবার কথা।

বিশেষ কমিস্যনরসাহেবদিগের করা নিষ্পত্তি সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তিপাওয়া যে২ মোকদ্দমা বিলায়তের বাদশাহের নিকটে আপীল হইবার যোগ্য তাহা ব্যতিরেকে চূড়ান্ত হইবার কথা।

সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তিপাওয়া মোকদ্দমার আপীলের বিষয়ে যে সকল হুকুম সম্পর্ক রাখে তদনুসারে কমিস্যনরসাহেবের নিষ্পত্তি করা ঐ মোকদ্দমার আপীল হইতে পারিবার কথা।

আপীল হইলেও কমিস্যনরসাহেবের নিষ্পত্তি মতাচরণ করা যাইবার কথা।

দরখাস্ত দিতে বিলম্ব হওনের উপযুক্ত হেতু দর্শান গেলে কমিস্যনরসাহেব আপন কৃত নিষ্পত্তির বিচার পুনর্ব্বার করিতে পারিবার কথা।

বোর্ডের কি অন্য কোন ক্ষুদ্র আদালতের নিষ্পত্তির সহিত এক কমিস্যনর সাহেবের করা নিষ্পত্তি মিলিলে তাহা পূর্ব্বের প্রকরণের হুকুমদৃষ্টে চূড়ান্ত হইবার কথা।

মত ভিন্ন হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

ভূমির জমা নির্দ্ধার্য্যকরণেতে সরকারের অধিকার থাকনের বিষয়ে বিবে

চনা যে মোকদ্দমাতে করিতে হয় তাহা ছাড়া ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার প্রকরণ সকলের প্রস্তাবিত মোকদ্দমার সহিত এ আইনের হুকুম সম্পর্ক না রাখিবার কথা।

উপরের লিখিত মত যে মোকদ্দমাতে সরকার এক পক্ষ হন্ তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি কালেক্টরসাহেব পূর্ব্ববর্ত্তি দাঁড়ানুসারে করিবার কথা।

১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারানুসারে যেং মোকদ্দমাতে সরকার এক পক্ষ না হন্ তাহা ১৮২৫ সালের ৯ আইনের ৫ ধারাক্রমে শুধরা যাওয়া ঐ আইনানুসারে শুনা ও নিষ্পত্তি করা যাইবার কথা।

কমিস্যনরের কার্য্যকরণের প্রকার যে রূপে হইবেক তাহার কথা।

কমিস্যনরসাহেবেরা কালেক্টর সাহেবদিগের কার্য্যোপদেশের হুকুম দিতে ও আবশ্যক হইলে পুনর্ব্বিচারের নিমিত্তে তাঁহারদিগের নিকটে মোকদ্দমা পাঠাইতে পারিবার কথা।

কমিস্যনরসাহেবের হুকুমনামা জারী করা যাওনের মতের কথা।

কমিস্যনরসাহেবদিগের নিষ্পত্তির মতাচরণের প্রকারের কথা।

কমিস্যনরসাহেবদিগের

১৮২৫ সালের ৯ আইনের ৫ ধারাক্রমে শুধরা যাওয়া ঐ আইনানুসারে শুনা ও তাহার নিষ্পত্তি করা যাইবেক ইতি।

৬ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এই আইনানুসারে নিযুক্ত হওয়া বিশেষ কমিস্যনরসাহেবেরা মোকদ্দমাসকলের বিষয়ে কার্য্যকরণের প্রকারের এবং সওয়াল ও জওয়াবের সংখ্যার এবং ঐ সওয়ালজওয়াব যে রূপে করা যাইবেক তাহার ও তাহার লেখাপড়া যে কাগজে করা যাইবেক তাহার ও যে রসুম লওয়া যাইবেক তাহার এবং সামান্যতঃ যেং দাঁড়ানুসারে ঐ কার্য্য করা যাইবেক তাহার বিষয়ে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে যেমতং হুকুম দেন্ সেইং মতে আচরণ করিবেন ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—বিশেষ কমিস্যনরসাহেবদিগের এলাকা যেং জিলার মধ্যে হয় ঐং জিলার কালেক্টরসাহেবেরদের প্রতি ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইন এবং ১৮২৫ সালের ৯ আইনের হুকুমানুসারে তাঁহারদিগের বিচার্য্য মোকদ্দমার কার্য্যের বিষয়ে তাঁহারদিগের কার্য্যোপদেশের ও ন্যায়সিদ্ধকরণের নিমিত্তে যেং উপদেশ ও হুকুম উপযুক্ত বোধ হয় তাহা দিতে ঐ কমিস্যনরসাহেবেরা ক্ষমতা রাখিবেন এবং আবশ্যক কি উপযুক্ত বোধ হইলে ঐ কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটে পুনর্ব্বিচারের নিমিত্তে মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠাইতে পারিবেন ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—কমিস্যনরসাহেবের হুকুমনামা সামান্য আদালতের হুকুমনামা জারীকরণের মতে করা যাইবেক এবং তাহা না মানিলে কি তাহার প্রতিকূলাচরণ করিলে আদালতের হুকুম না মাননেতে ও তাহার প্রতিকূলাচরণকরণেতে যে দণ্ড হয় তাহাই হইবেক এবং অবজ্ঞার ও সাক্ষিদিগের তলব ও জোবানবন্দীকরণের এবং দিব্যকরণের বিষয়ে যেং ক্ষমতা আদালতেতে সমর্পিত আছে তাহা ঐ কমিস্যনরসাহেবের প্রতি সমর্পিত হইল এবং ঐং সকল বিষয়েতে তাঁহারদের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—বিশেষ কমিস্যনরসাহেবেরা যেং নিষ্পত্তি করেন্ তাহার মতাচরণের বিষয়ে জিলার আদালতের সহায়তার প্রয়োজন হইলে ঐ সাহেবেরা তাহা তলব করিতে পারেন এবং জিলার আদালতের সাহেবেরা মফঃসল কোর্ট আপীলের ও সদর দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির মতাচরণকরণের মত ঐ কমিস্যনরসাহেবেরদের নিষ্পত্তির মতাচরণ করিবেন ইতি।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— চলিত আইনের মধ্যে জিলার আদালতের এদেশীয় আমলার

বিষয়ে

বিষয়ে যে২ হুকুম ও নিয়ম আছে তাহা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমমতে প্রকারান্তর না হইলে ঐ কমিস্যনরসাহেবের তাবে এদেশীয় আমলার প্রতি বর্ত্তিবেক ইতি।

অধীন আমলারা যে২ হুকুমের তাবে থাকিবেক তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।— কোন জন দিব্যকরণ কি সুকৃতিপত্র দেওনদ্বারা কোন কমিস্যনর সাহেবের নিকটে উপস্থিত কোন মোকদ্দমাইত্যাদির বিষয়ে কিম্বা ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তিসম্পর্কীয় কোন ভারি বিষয়ে জ্ঞানপূর্ব্বক মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে সে জন মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনাপরাধের অপরাধী জ্ঞান হইবেক ও তাহা প্রমাণ হইলে আইনে ঐ অপরাধের বিষয়ে যে দণ্ডনিরূপণ হইয়াছে সেই দণ্ডের যোগ্য হইবেক এবং উপরের উক্তমতে যে জন অন্যের দ্বারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ায় সে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াইবার অপরাধের অপরাধী জানা যাইবেক ও তাহা প্রমাণ হইলে আইনের হুকুমমতে দণ্ডনীয় হইবেক ইতি।

মিথ্যা সাক্ষ্যদেওন কি দেওয়ানের অপরাধিদিগের শাস্তি আইনানুসারে হইবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।— কমিস্যনরসাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে উপরের উক্ত অপরাধিদিগ্‌কে দায়েরসায়েরী আদালতের বিচারার্থে কয়েদরাখণের হুকুম দিতে পারেন্ এবং কোন মাজিষ্ট্রেটসাহেব কোন কমিস্যনরসাহেবের নিকটহইতে কোন অপরাধিকে কয়েদরাখণের হুকুমী রুবকারী পাইলে আপনি কোন অপরাধির কয়েদের হুকুম করিলে যেমন করিতেন সেই মতে সেই অপরাধিকে কয়েদ করাইবেন ইতি।

কমিস্যনরসাহেব অপরাধিদিগকে তাহারদিগের মোকদ্দমার বিচার দায়েরসায়েরী আদালতে হইবার কারণ কয়েদরাখণের হুকুম দিতে পারিবার কথা।

৭ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— আদালতের সাহেবদিগের ও রাজস্বের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবেরদের কর্ত্তব্য যে কমিস্যনরসাহেবেরা যে২ সহায়তা ও বিষয় জ্ঞাত হইতে চাহেন্ তাহা করেন্ ও জানান্ এবং কমিস্যনরসাহেবদিগের যে হুকুমনামা জারীকরণ আবশ্যক হয় তাহা আপন হুকুমনামা জারীকরণের মতে জারী করেন্ এবং তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের নিকটে নিষ্পত্তিপাওয়া ও উপস্থিতহওয়া যে২ মোকদ্দমা কমিস্যনরসাহেব তলবকরণ উপযুক্ত বুঝিয়া তাহা করেন্ তাহার ফিরিস্তি তৈয়ার করিয়া পাঠান্ এবং কমিস্যনরসাহেবেরা যে সকল কাগজ দেখিয়া বিবেচনা করিতে চাহেন্ তাহা ঐ সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

আদালতের ও রাজস্বের কর্ম্মকারি সাহেবেরা কমিস্যনরসাহেবদিগের সহায়তা করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— কমিস্যনরসাহেবেরদের এ ক্ষমতাও আছে যে লিখিত সওয়ালের দ্বারা কি অন্য কোন প্রকারে যে২ বিষয়ের অনুসন্ধান করা উপযুক্ত বোধ হয় সেই২ বিষয়ে এইমতে সাক্ষিদিগের জোবানবন্দীলওনার্থে আদালতের সাহেবদিগ্‌কে কিম্বা কালেক্টরসাহেবদিগ্‌কে হুকুম দেন্ এবং ঐ সাহেবেরা যে কোন বিষয়েতে অতিরিক্ত কিছু জ্ঞাত হইতে চাহেন্ তাহাতেঐ আদালতের সাহেবেরা মফঃসল আপীল আদালতের

কমিস্যনরসাহেব জিলার আদালতের সাহেব ও কালেক্টরসাহেবকে সাক্ষির জোবানবন্দী করিতে এবং অন্য সম্বাদ পাঠাইতে হুকুম দিতে পারিবার কথা।

কিম্বা

কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুমনামা এমত বিষয়েতে পাইলে যেমত অনুসন্ধান করিতেন ও সম্বাদ লিখিয়া পাঠাইতেন সেইমত অনুসন্ধান ঐ বিষয়েতেও করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি।

৮ ধারা।

কমিস্যনরসাহেবেরা নিরূপিত সময়ে বিবরণ ও সম্বাদপত্র পাঠাইবার কথা।

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে বিশেষ কমিস্যনরসাহেবদিগকে যে২ বিবরণপত্র ও সম্বাদপত্র পাঠাইতে হুকুম দেন্ ঐ সাহেবেরা সময়ানুক্রমে তাহা নিরূপিত সময়ে লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি।

৯ ধারা।

বিশেষ কমিস্যনরসাহেবেরা যে দিব্য করিবেন তাহার কথা।

এ আইনানুসারে নিযুক্তহওয়া কমিস্যনরসাহেবের আপন২ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবারপূর্ব্বে নীচের লিখিতব্য পাঠে হলফ্ করিয়া হলফনামাতে দস্তখৎ করিবেন এবং শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর যে সাহেব কি সাহেবদিগকে হুকুম দেন্ সেই সাহেব কি সাহেবেরা ঐ হলফ করাইবেন।

হলফের পাঠ।

ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের ৩ আইনের হুকুমানুসারে বিশেষ কমিস্যনরী পদে নিযুক্ত আমি অমুক হলফ করিতেছি যে ঐ আইন কি চলিত অন্য কোন আইনমতে যে সকল মোকদ্দমা ও বিষয় আমার নিকটে উপস্থিত হয় তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি আমি আপন শক্তি ও বুদ্ধি ও বিবেক যেপর্য্যন্ত আছে তদ্দ্বারা ভয় ও অনুগ্রহ করণেচ্ছা এবং প্রতিজ্ঞা ও লাভাকাঙ্খারহিত হইয়া ন্যায়েতে ও যথার্থরূপে করিব এবং যে কোন মোকদ্দমা কি বিষয় আমার গ্রাহ্য কি বিচার্য্য কি নিষ্পত্তিকরণীয় তাহাতে আমি নিজে কি অন্যের দ্বারা কোন কাহারু স্থানে নজর কি ভেটরূপে নগদ টাকা কি অন্য কোন দ্রব্য লইব না এবং আমার তাবে কোন জন কি জনেরদিগকে পূর্ব্বোক্ত কোন বিষয়হেতুক কাহারু স্থানে নজর কি ভেটরূপে নিজে কি অন্যের দ্বারা আপন জ্ঞাতসারে লইতে দিব না এবং শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমে আমার যে লাভপ্রসক্তি এই কর্ম্মেতে হয় তদতিরিক্ত কুলাভ এই কর্ম্মের দ্বারা নিজে কি অন্যের দ্বারা করিব না অতএব ৺ আমার সহায়তা করুন ইতি।

১০ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সা

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের ২২ ও ২৩ ও ২৪ ধারার লিখিত

লিখিত হুকুম শুধরণ ও বিস্তারকরণের নিমিত্তে নীচের লিখিতব্য হুকুম এই প্রকরণদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

লের ২ আইনের ২২ ২৩। ২৪ ধারা শুধরণ ও বিস্তারকরণের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের ২১ ধারানুসারে ভূমি জমাধার্য্যের যোগ্যহওনজ্ঞাপক যে সকল নিষ্পত্তি কোন বোর্ড রেবিনিউহইতে হয় তাহা যে কোন জিলাতে বিশেষ কমিস্যনরসাহেবের কর্তৃত্ব নিরূপিত আছে ঐ ভূমি সেই জিলাতে কি অন্য কোন জিলাতে থাকুক যাহার প্রতিকূলে ঐ নিষ্পত্তি হইয়া থাকে সে জন কোন আদালতে কি বিশেষ কমিস্যনরসাহেবের নিকটে ঐ নিষ্পত্তির বিপরীতে নালিশ করিলে কি করিতে উদ্যত হইলেও তৎস্থানীয় কালেক্টর কি রাজস্বের কার্য্যভারাক্রান্ত অন্য সাহেবের দ্বারা তৎক্ষণে জারী করা যাইবেক এবং ঐ জন কি জনেরা নিরূপণীয় জমা দিবার নিমিত্তে কবুলিয়ৎ না দিলে ঐ ভূমি দখলে রাখিতে পারিবেক না এবং ইজারদারদিগের নিকটহইতে সরকারের রাজস্ব আদায়করণের নিমিত্তে সামান্য যে সকল হুকুম আছে তদনুসারে ঐ জমা আদায় করা যাইবেক এবং বোর্ডের সাহেবেরা যে জনের প্রতিকূলে নিষ্পত্তি করেন্ সে জন ঐ ভূমির উপর নির্দ্ধার্য্যকরা জমা দিতে অসম্মত হইলে সে তৎক্ষণে তাহাহইতে বেদখল হইবেক ও ঐ সরকারী রাজস্ব আদায়করণের নিমিত্তে কালেক্টরসাহেব যে দাঁড়া উপযুক্ত বুঝেন্ এমত দাঁড়া বোর্ডের হুকুমানুসারে তদর্থে নির্দ্দিষ্ট করিবেন কিন্তু কোন লোকের ভোগদখলকরা ভূমি নিষ্করব্ধপে থাকনের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইলে ঐ ভূমিহইতে সরকারে যত টাকা আদায় করা গিয়া থাকে তাহা বৎসরে শতকরা ৬ ছয় টাকা হিসাবে সুদসমেত ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের ২১ ধারানুসারে বোর্ডের করা নিষ্পত্তি তাহার উপর আপীল হইলেও জারী হইবার কথা।

জমা দিতে অসম্মত লোকেরা বেদখল হইবার এবং ঐ রাজস্ব আদায়ের দাঁড়া কালেক্টরসাহেব নির্দ্দিষ্ট করিবার কথা।

ভূমি চূড়ান্তরূপে নিষ্কর হইলে উসুলকরা জমা সুদ সুদ্ধা ফিরিয়া দিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের ২২ ও ২৪ ধারা এবং ১৮২৫ সালের ৯ আইনের ৫ ধারানুসারে বোর্ড রেবিনিউর নিষ্পত্তির উপর যে সকল নালিশ নিরূপিত আদালতে উপস্থিত হয় তাহা এই আইনের দ্বারা ঐ আদালতের কর্তৃত্ব বাধিত না হইলে জাবেতামতে হওয়া আপীলের মত শুনা ও নিষ্পত্তি করা যাইবেক ও ঐ বোর্ডের নিষ্পত্তির উপর আপেলাণ্টের যে আপত্তি থাকে তাহার ও রাজস্বের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের পক্ষহইতে তাহার যে উত্তর দেওয়া যায় তাহার অতিরিক্ত আর কোন সওয়াল ও জওয়াব তলব ও গ্রাহ্য হইবেক না এবং ঐ আদালতের সাহেবেরা এমত কোন মোকদ্দমার আপীল গ্রহণের সময়ে তাহার প্রত্যেক বিষয়ে ঐ বোর্ডে হওয়া আসল রুবকারী সর্ব্বদা তলব করিবেন এবং তাহার পর উপরের লিখিতমত উভয় পক্ষকে সওয়াল ও জওয়াব দাখিল করিবার হুকুম দিবেন কিন্তু বাচনিক ও লিখিত অতিরিক্ত প্রমাণ তাহা ঐ বিষয়সম্পর্কীয় কোন পক্ষ কালেক্টরসাহেবের কি বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটে উপস্থিত করিয়া থাকন ও অনুপযুক্ত বোধ হওয়াতে তাহা অগ্রাহ্য হইয়া থাকনবোধহওনব্যতিরেকে অথবা ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তির নিমিত্তে অবশ্যজ্ঞা-

যেং মোকদ্দমায় এই আইনের দ্বারা আদালতের ক্ষমতা বাধিত না হয় তাহাতে বোর্ডের নিষ্পত্তির উপর আদালতে আপীল হইলে তাহার নিষ্পত্তি করা যাওনের মতের কথা।

তব্য

তব্য যে কোন বিষয়ের বিবেচনা মোকদ্দমার বিচারের সময়ে পূর্ণরূপে হয় নাহি ঐ বিষয়ের নিশ্চয়করণার্থে তাহা লওন আবশ্যক বোধহওনব্যতিরেকে ঐ আদালতে লইবার ক্ষমতা নাহি ইতি।

পূর্ব্বমতে নীচের আদালতের নিষ্পত্তির উপর উপরকার আদালতে আপীল গ্রাহ্য হইবার বিশেষ হুকুমের কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— আরো হুকুম করা যাইতেছে এবং এই প্রকরণদ্বারা নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে যে পূর্ব্বের প্রকরণের লিখিত কোন কথার তাৎপর্য্য এমত নহে যে ইঙ্গরেজী ১৮২৫ সালের ১৪ আইনের ৬ ধারাতে বিশেষ করিয়া ও বিবরিয়া লেখা যেং মোকদ্দমার নিষ্পত্তি জিলার আদালতে কি মফঃসল আপীল আদালতে করা গিয়া থাকে সেইং নিষ্পত্তির উপর মফঃসল আপীল আদালতে কি সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করা যাইতে পারিবেক না এবং ১৮১৯ সালের ২ আইনের ২৬ ধারানুসারে সরকারের প্রতিকূল পক্ষের দরখাস্তমতে ঐং আদালতে খাস আপীলহওনের বাধা হইবেক ইতি।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইবার দরখাস্ত ভিন্ন সীকে গাঁথা ও রেজিষ্টরী বহীতে লেখা যাইবার এবং প্রতিসপ্তাহের প্রথম বৈঠকে ঐ আপীলের নিষ্পত্তির কার্য্য করিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কৃত নিষ্পত্তির উপর নালিশ করিবার নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতে আপীলের যে দরখাস্ত দাখিল হয় তাহা ঐ আদালতে দাখিলহওয়া অন্যং দরখাস্ত যে সীকেতে গাঁথা কি রেজষ্টরী বহীতে লেখা যায় তদ্ভিন্ন অন্য সীকে গাঁথা কি বহীতে লেখা যাইবেক এবং সকল দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের প্রতি এই প্রকরণের দ্বারা হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে প্রতিসপ্তাহে প্রথম বৈঠকে ঐং আপীলের নিষ্পত্তির কার্য্যই করেন এবং ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১২ ধারার হুকুমমতাচরণকরণদ্বারা আপেলাণ্টের আপীলের কার্য্যনির্ব্বাহের অনাবশ্যক বিলম্বের নিবারণ করেন ইতি।

১১ ধারা।

নিষ্কর ভূমি হস্তান্তরকরণের সম্বাদ রাজস্বের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবের দের নিকটে পাঠাইবার অর্থে পূর্ব্বাপেক্ষা অতিরিক্ত হুকুমের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের যে ৫৮ আইনের ৩ ধারার এবং ১৮০৩ সালের ৩১ আইনের ৪০ ধারার দ্বারা জিলা এবং শহরের আদালতের জজসাহেবেরদের উপর হুকুম হইয়াছে যে তাঁহারা নিষ্কর ভূমির স্বত্বের কি ভোগদখলের বিষয়ে ব্যক্তিদিগের যেং মোকদ্দমা প্রথমে হয় সেইং মোকদ্দমার নিষ্পত্তিপত্রের অথবা উপরকার আদালতহইতে জারী করিবার নিমিত্তে পাঠান ঐ প্রকার নিষ্পত্তিপত্রের নকল যেং জিলাতে ঐ ভূমি থাকে ঐং জিলার কালেক্‌টরসাহেবদিগের এবং বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ সর্ব্ব প্রকারে তাহার মতাচরণ ঐং আদালতে হয় নাহি এবং ১৮১১ সালের ৮ আইনের ৯ ধারা এবং ১৮১৩ সালের ৫ আইনের ৯ ধারা লাখেরাজ ভূমিতে উত্তরাধিকারির দখলকরণের সম্বাদ উপযুক্তরূপে রাজস্বের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের নিকটে দিতে হইবার হুকুমব্যতিরেকে ১৮১৯ সালের

সালের ২ আইনের দ্বারা রদ হইল অতএব তদর্থে নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— নিষ্করে কিম্বা মোকররী জমাতে ভোগদখলহওয়া ভূমিতে পূর্ব্ব দখীলকারের মরণানন্তর উত্তরাধিকারিতাক্রমে কি দান কি ক্রয় কি স্বত্বহস্তান্তরকরণের অন্য কোন প্রকারে যে জনেরা দখীলকার হয় তাহারদিগ্‌কে এই প্রকরণদ্বারা হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে ঐ ভূমি যে জিলাতে থাকে ঐ জিলার কালেক্টর কি কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য কোন সাহেবকে তৎক্ষণে তাহার সম্বাদ দেয় এবং ঐ উত্তরাধিকারিতা ক্রমে কি হস্তান্তরকরণদ্বারা দখলহওনের সমাচার ছয় মাসের মধ্যে না দিলে তৎক্ষণে ঐ ভূমি রাজস্বের কার্য্যকারকদিগের দ্বারা ক্রোকের যোগ্য হইবেক এবং ঐ ভূমিতে তাহার দখলের দাওয়াদারদিগের অধিকার সাব্যস্তহওনের বিষয়ে রাজস্বের কার্য্যভারা ক্রান্ত সাহেবদিগের প্রত্যয়জনক প্রমাণ দেওয়া গেলেও তাহারা ঐ ভূমির এক বৎসরের খাজানার তুল্য সংখ্যায় জরীমানার টাকা সরকারে দাখিল না করিলে ঐ ভূমি ফিরিয়া পাইবেক না এবং ঐ ভূমির উৎপন্ন খাজানাতে তাহারদিগের স্বত্ব থাকনের নিষ্পত্তি না হইলে তাহাহইতে যত খাজানা উসুল করিয়া থাকে তাহা বৎসরে শতকরা ১২ বার টাকার হারে সুদসমেত তাহারদিগের স্থানে লওয়া যাইবেক আরো হুকুম দেওয়া যাই তেছে যে ঐ খাজানা ও উসুল করা টাকার পরিমাণ তত করিয়া ধরা যাইবেক যত করি য়া ঐ ক্রোকের সময়ে ঐ ভূমির প্রজার স্থানে প্রকৃতরূপে তলবের যোগ্য ইতি।

নিষ্করে কি মোকররী জমাতে দখলকরা ভূমি অ ন্যের হস্তগতহওনের সম্বা দ কালেক্টরসাহেবকে দে ওয়া যাইবার কথা।

ছয় মাসের মধ্যে ঐ স ম্বাদ না দিলে ঐ ভূমি ক্রো কের যোগ্য হইবার কথা।

একবৎসরের খাজানার তুল্য জরীমানা না দিলে ঐ ভূমি ফিরিয়া না পাইবার কথা।

ঐ ভূমি ঐ দখীলকারের স্বত্ব না থাকনের নিষ্পত্তি হইলে উসুলকরা খাজা না সুদসুদ্ধা ফিরিয়া দিতে হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— উপরের লিখনানুসারে কোন ব্যক্তির ভূমি ক্রোক হইলে সে ঐ ভূমিতে নিষ্করক্রমে কি মোকররী জমাতে দখল পাইবার অর্থে যে দাওয়া করে তাহার বিবেচনা ও নিষ্পত্তি ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইন জারীর তারিখঅবধি এই আইন জারীর তারিখের পূর্ব্বপর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্টহওয়া আইনসকলের এই আইনের লিখনক্রমে শুধ রা যাওয়া ঐ ২ দ্বিতীয় আইনের অনুসারে করা যাইবেক ইতি।

উপরের লিখনমতে ক্রোকহওয়া ভূমিতে দখ ল পাওনের দাওয়ার বি চার ও নিষ্পত্তি যে মতে করা যাইবেক তাহার ক থা।

১২ ধারা।

যে ভূমির সনদাদির রেজিষ্টরী আইনের নিরূপিত প্রকারে করা যায় নাহি অথবা পৈ তৃক অধিকারিতাক্রমে কি পুরুষানুক্রমে ভোগকরণের নিমিত্তে করা দানক্রমে ভোগদখ লহওনের বিশেষ কথা রেজিষ্টরী বহীতে লেখা যায় নাহি এমত ভূমি যে জিলার মধ্যে থাকে সেই জিলার সহিত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ ও ৩৭ আইন ও ১৭৯৫ সালের ৪১ ও ৪২ আইন ও ১৮০৩ সালের ৩১ এবং ৩৬ আইন এবং ১৮০৫ সালের ৮ ও ১২ আইনের মধ্যে যে আইন সম্পর্ক রাখে সেই আইনের তারিখে এবং তাহা অন্য২ স্থানের মধ্যে থাকিলে তাহা ইঙ্গরেজের অধিকারভুক্তহওনের তারিখে যে জন ঐ ভূমির দখীলকার ছিল তাহার মরণানন্তর উপযুক্ত আদালতে ঐ ভূমি পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ

আইনানুসারে রেজিষ্ট রী না হওয়া সনদের লি খিত কিম্বা পৈতৃক অধি কারিতা কি পুরুষানুক্রমে ভোগ হইবার বিশেষ কথা।

রেজিষ্টরী বহীতে না লেখা ভূমি উপযুক্ত ক্ষম তাপন্ন ব্যক্তির স্থানে পুরু ষানুক্রমে ভোগ হইবার

যোগ্যহওনের নিষ্পত্তিনা হইলে বাজেয়াপ্তের যোগ্য হইবার কথা।

ঐ ভূমি ইজারা বাজেয়াপ্তহওয়া ভূমির মত ক্রোক ও জমা ধার্য্যহওনের যোগ্য হইবার কথা।

নিষ্কর ভূমিভোগিদিগের স্বত্বের প্রকার ও সীমার নিরূপণের মতের কথা।

দখলকরণের অধিকার সাব্যস্তহওনব্যতিরেকে বাজেয়াপ্তহওনের যোগ্য হইবেক এবং কালেকটরসাহেবেরা কি কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেবেরা ঐ ভূমির জমা ধার্য্য করণে এবং আবশ্যক হইলে বাজেয়াপ্তহওনের যোগ্য সকল ভূমি ক্রোককরণে চলিত আইনের মধ্যে বিপরীত কোন কথা লেখা থাকিলেও কোন ভূমির ইজারা বরখাস্ত হইলে তাহার বিষয়ে কার্য্য করিতে যে ক্ষমতা ও হুকুম রাখেন্ তাহার মতে প্রবৃত্ত হইবেন আরো হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে নিষ্কর ভূমি ও খাজানার দখীলকারের প্রাপ্ত স্বত্বের প্রকার ও সীমার নিশ্চয় তৎসম্পর্কীয় সনদাদি উপস্থিত হইলে এবং তাহার সত্যতা স্বীকার করা গেলে ঐ সনদাদির লিখিত সমস্ত বাক্যানুসারে করা যাইবেক ঐ সনদাদির নামমাত্রের অনুসারে হইবেক না সুতরাং যেং জায়গীরের সনদে স্পষ্টরূপে ইহা লেখা থাকে যে এই জায়গীর এই পত্রানুসারে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ হইতে থাকিবেক সে জায়গীর ভোগহওনের সীমা গ্রহীতার জীবনপর্য্যন্ত বোধ হইবেক না এবং সনদাদির দ্বারা দত্ত কোন ভূম্যাদি তাহার নাম যাহাই হউক তাহা যে সনদাদির দ্বারা ভোগদখল হইতেছে তাহাতে ঐ ভূম্যাদি পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ হইবার কথা স্পষ্টরূপে লেখা থাকনব্যতিরেকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ্য বোধ হইবেক না ইতি।

১৩ ধারা।

সুন্দরবন সরকারের স্বত্বভুক্ত ইহা এবং সরকার তাহার ভূমি দান করিতে ও তাহা আবাদ করিবার উদ্যোগ করিতে ক্ষমতা রাখেন্ ইহাও এই প্রকরণদ্বারা জানাইবার কথা।

দানপত্র কি পাট্টাদি পাওনিয়ারা ভূমি দখল করিতে পারিবার ও সরকারের কার্য্যকারকেরা তাহার সহায়তা করিবার কথা।।

ঐ প্রকার দানাদিতে যাহারা আপনারদিগকে অন্যায়গ্রস্ত মানে তাহারদিগের কর্ত্তব্যোপায়ের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— সুন্দরবন নামেতে খ্যাত বসতিহীন ভূমি পূর্ব্বাবধি সরকারের স্বত্বভুক্ত আছে এবং এখনো তাহা সরকারের স্বত্বাধিকার বটে ইহা এই প্রকরণদ্বারা জানান যাইতেছে কেননা তাহা হস্তান্তর করা ও কোন জমীদারকে দেওয়া এবং ইস্তমরারী বন্দোবস্তের অন্তর্গত করা যায় নাহি অতএব শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের কর্তৃত্ব আছে যে ঐ শ্রীযুত পূর্ব্বমত ঐ সুন্দরবনের মধ্যগত কোন ভূমি কোন জনকে দান করেন্ কিম্বা তাহার পাট্টাইত্যাদি দেন এবং ঐ ভূমির জঙ্গল পরিষ্কার করিবার এবং তাহার আবাদের নিমিত্তে তিনি যেং উদ্যোগ উপযুক্ত ও আবশ্যক বোধ করেন্ তাহা করিতে পারেন্ ও যে সকল লোককে ঐ দানপত্র কি পাট্টাইত্যাদি দেওয়া গিয়া থাকে কি ইহার পরে দেওয়া যাইবেক তাহারা কোন জিজ্ঞাসা ও প্রতিবন্ধকতাব্যতিরেকে ঐ প্রকার দানপত্র কি পাট্টাইত্যাদি দ্বারা দত্ত কি হস্তগত সুন্দরবনের ঐ জঙ্গলা ভূমি দখল করিতে ও দখলে রাখিতে পারিবেক ও সরকারের সকল কর্ম্মকারিরা তাহাতে তাহারদিগের সহায়তা করিবেন আরো হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে ঐ প্রকার দানপত্র কি পাট্টাআদির দ্বারা দত্ত কি হস্তগত ভূমির নিকটবর্ত্তি আবাদী ভূমির জমীদার কি তালুকদার কি অন্য সদরমালগুজার অথবা অন্য যে কোন লোক ঐ প্রকার আবাদী ভূমিতে স্বত্ব রাখে কি তাহা দখল করে কি তাহার খাজানা লয় সে লোক কোন আদালতে কি এই আইনের হুকুমানুসারে বিশেষ কমিস্যনরসাহেবের নিকটে ঐ দানপত্র কি পাট্টাআদির দ্বারা দত্ত কি হস্তগত ভূমি দখলকরণের স্বত্ব বলবৎ না হওয়ার

বিষয়ে

বিষয়ে যদি নালিশ করে তবে ঐ ভূমির দানপত্র কি পাট্টাআদি দেওনের সময়ে তাহা কাহারু দখলে না থাকা জঙ্গলা ভূমির সীমাভুক্ত ছিল না ইহার প্রমাণ দিতে না পারিলে কিম্বা তাহা ঐ সীমাভুক্তথাকন অস্বীকার না করিলে ঐ নালিশ ডিসমিস্ হইবেক ও তাহাতে হওয়া সমস্ত খরচা ফরিয়াদীর দিতে হইবেক কিন্তু ইহাও হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে যদি কোন জমীদার কি তালুকদার কিম্বা পূর্ব্বোক্ত কোন জন মৌভাঙ্গাদিগের কি কাটকাটনিয়ারদের স্থানে পূর্ব্বপ্রাপ্ত অধিকারানুসারে টাকা কি অন্য কোন দ্রব্য লওনের অধিকার অথবা ইস্তমরারী বন্দোবস্তের সময়ে মঞ্জুরকরা অন্য যে অধিকারক্রমে তাহারা জঙ্গলের অন্য বস্তু পাইত এবং যদ্দৃষ্টে ঐ বন্দোবস্তের সময়ে তাহার জমীদারী কি তালুকের কি অন্য অধিকারের জমার ধার্য্য হইল এবং সায়েরের রাজস্ব তহসীলের বিষয়ে দেওয়া হুকুমের কি তাহার মত অন্যঐ প্রকার কোন নিয়মের দ্বারা ঐ বন্দোবস্তের পর যাহা মৌকুফ হয় নাহি ও তাহার পরিবর্ত্ত দেওয়া যায় নাহি এমত অধিকারের হানিহওনের নালিশ করে তবে ঐ জমীদার কি তালুকদার কি অন্য অধিকারী এই আইনের দ্বারা স্বধরা যাওয়া ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের হুকুমানুসারে বিবেচনাকরণদ্বারা তাহার ক্ষতিহওয়া প্রমাণ হইলে সুন্দরবনের আবাদের নিমিত্তে করা নিয়মানুসারে ঐ ব্যক্তি সরকারহইতে তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবেক ইতি।

সুন্দরবনের উৎপন্ন বন্য কোন দ্রব্য সংগ্রহকারকেরদের স্থানে কিছু২ পাওনের অধিকারের হানিহওনের নালিশকরণিয়ারা আপনারদিগের ঐ অধিকার প্রমাণ করিলে সরকারহইতে ক্ষতি পূরণ পাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—সুন্দরবনের কমিস্যনরসাহেব তত্তৎ স্থানে থাকিয়া সীমা দেখাইয়া দেওনদ্বারা জরীব করণানন্তর নক্শাকরণপূর্ব্বক তাহার মধ্যগত ভূমির সীমানিরূপণ করা যাইবেক এবং কোন জমীদার কি তালুকদার কি অন্য কোন অধিকারী কমিস্যনরসাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিলে এবং ঐ নক্শাসমুদয়ের কি তাহার কোন খণ্ডের নকলকরণের খরচ দিলে তাহার অঙ্কিত সীমাযুক্তে এবং তদ্বিষয়ে কমিস্যনরসাহেবের কৃত কার্য্যের বিবরণের নকল পাইতে পারে যদি কোন জন ঐ নক্শাক্রমে সীমানিরূপণ হওনেতে আপনার অধিকারের কিছু হানি বোধ করে তবে সেই জন কমিস্যনরসাহেবের ঐ সীমানিরূপণের বিষয়ে তৎস্থানে তৎক্ষণে কর্ত্তব্য ও জারীকরণীয় রুবকারীর তারিখহইতে তিন মাসের মধ্যে কোন সময়ে এই আইনের অনুসারে বর্ত্তমান কালের নিমিত্তে তৎস্থানের কর্তৃত্বপ্রাপ্ত বিশেষ কমিস্যনরসাহেবের নিকটে পুনর্ব্বার বিচার হইবার দরখাস্ত দিয়া নালশ করিতে পারিবেক এবং উপরের উক্ত কর্তৃত্ব ঐ স্থানের সম্বন্ধে না থাকিলে যে আদালতে ঐ নালিশ গ্রাহ্য হইতে পারে সেই আদালতে ঐ নালিশ উপস্থিত করিবেক আরো হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে ঐ জরীবের সময়ে দরখাস্তকরণিয়ার দখলে থাকা জঙ্গলকাটা আবাদী এত ভূমি বিশেষ কোন সীমার মধ্যে ছিল তাহা জরীবের দ্বারা হওয়া নক্শার সীমাবোধক রেখার ভিতরে আসিয়া সরকারের সুন্দরবনের জঙ্গলা ভূমির মধ্যগত হইয়া থাকন ও তাহার প্রমাণ দিতে উদ্যত থাকনবোধক দরখাস্তব্যতিরেকে ঐ সীমানিরূপণের রেখার প্রতি আপত্তির কোন দরখাস্ত শুনা ও গ্রাহ্য করা যাইবেক না এবং এই প্রকারে করা প্রত্যেক দরখাস্ত ঐ ভূমি নিষ্করূপে ভোগদখল করিবার নিমিত্তে করা দাও

সুন্দরবনের ভূমির সীমানিরূপণের মতের কথা।

ঐ সীমানিরূপণেতে যে কেহ আপন ক্ষতি বোধ করে তাহার কর্ত্তব্যের এবং কমিস্যনরসাহেবের ও আদালতের সাহেবের এ মতে২ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবার মতের কথা।

যার

য়ার দরখাস্তের ন্যায় বোধ হইবেক এবং তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি এই আইনের লিখ ১০ নক্রমে শুধরা যাওয়া ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের লিখিত হুকুমানুসারে করা যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের ৩ আইনানুসারে নিযুক্তহওয়া বিশেষ কমিস্যনরসাহেবদিগের কার্য্যনির্ব্বাহকরণের নিয়ম শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের ২১ আগস্তে নির্দ্দিষ্ট হইল।

---

১ প্রথম ধারা।— প্রত্যেক কমিস্যনরসাহেব বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে আদালতহইতে কি বোর্ড রেবিনিউহইতে সমর্পণকরা কিম্বা উভয় পক্ষের কোন পক্ষের আপীলমতে উপস্থিতকরা যে সকল মোকদ্দমা গ্রহণ করেন্ তাহাতেনীচের লিখিতব্য বর্গানুসারে নম্বর দাগকরা ও তাহা স্বতন্ত্র মিসিলবহীতে লেখা যাইবেক ইতি।

সিরিস্তি।
কমিস্যনরসাহেবেরদের নিকটে সমর্পিত এবং আপীলরূপে তাঁহারদিগের গ্রাহ্যকরা মোকদ্দমার নম্বর বিলি হইবার ও তাহা ভিন্নং তিন রেজিষ্টরী বহীতে নিরূপিত প্রকারে লেখা যাইবার কথা।

লাখেরাজ ভূমির অর্থাৎ ভূমি নিষ্করে দখলকরণের দাওয়ার মোকদ্দমার কারণ এক বহী।

মোকররী অর্থাৎ নিরূপিত জমাতে ভূমিদখলকরণের দাওয়ার অথবা বন্দোবস্তহওয়া জমীদারীর মধ্যে কোন ভূমি হাল আবাদ কি নয়া আবাদ কি তওফীর কি পতিত আবাদী নামে আছে বলিয়া তাহার জমা ধার্য্য না হওনের দাওয়ার মোকদ্দমার কারণ এক বহী।

যে নূতন চর ও জঙ্গলা ভূমিতে সরকার আপন স্বত্বথাকনের ও তাহা দিতে পারণের দাওয়া রাখেন্ তাহার নিমিত্তে এক বহী।

প্রত্যেক মিসিলবহী A অক্ষরেতে চিহ্নিত নীচের লিখিতব্য নক্শাতে তৈয়ার করা যাইবেক ইতি।

২ দ্বিতীয়

প্রত্যেক কমিস্যনরসাহেব এক২ জন মহাফিজদফ্তর নিযুক্ত করিবার ও ঐমহাফিজেরা দফ্তর ভাল মতে থাকিবার জওয়াবদেওনিয়া হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় ধারা।— প্রত্যেক কমিস্যনরসাহেব এক২ জন মহাফিজদফ্তর নিযুক্ত করিবেন। বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে যে সকল মোকদ্দমা ঐ সাহেবের নিকটে উপস্থিত হয় তাহার রিকার্ড ঐ মহাফিজদফ্তরের জিম্মা থাকিবেক এবং ঐ মহাফিজ তাহা বিলক্ষণরূপে থাকনের জওয়াবদেওনিয়া হইবেক। এবং কমিস্যনরসাহেবেরা আপন২ কর্ত্তব্য কর্ম্মনির্ব্বাহের নিমিত্তে যত আমলা নিযুক্ত করেন তাহারা সর্ব্বতোভাবে তাঁহারদিগের তাবে থাকিবেক ইতি।

আপীল গ্রহণ।

আদালতহইতে সমর্পিত মোকদ্দমায় উভয় পক্ষের উপর যেরূপে এত্তেলানামা জারী করা যাইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় ধারা।— ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের ৩ আইনের ২ ধারার ৪ প্রকরণের লিখিত হুকুমানুসারে কোন আদালতহইতে কোন বিশেষ কমিস্যনরসাহেবের নিকটে কোন মোকদ্দমার রিকার্ড পাঠান গেলে ঐ কমিস্যনরসাহেব পারসী রুবকারীতে ঐ রিকার্ড পাওনের কথা লিখিবেন এবং ঐ মোকদ্দমাসম্পর্কীয় যে সকল লোক ঐ আদালতে হাজির ছিল তাহারদিগ্কে ঐ মোকদ্দমা তাঁহার নিকটে সমর্পিতহওনের সম্বাদ দিবার নিমিত্তে ঐ আদালতে লিখিয়া পাঠাইবেন আর ঐ কমিস্যনরসাহেব যে জিলা কি শহরের আদালতের এলাকার মধ্যে ঐ মোকদ্দমাসম্পর্কীয় ভূমি থাকে ঐ জিলা কি শহরের আদালতের দ্বারা তৎসম্পর্কীয় লোকেরা ঐ মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিবার কারণ হাজির হইবার নিমিত্তে আদালতের এত্তেলানামার ন্যায় এক এত্তেলানামা জারী করিবেন ও সরকারহইতে উপরের লিখিত মত কোন এত্তেলানামা জারী করা কোন কর্ম্মকারি সাহেব আবশ্যক জানিলে তাহা নীচের লিখিত মতে জারী করা যাইবেক ইতি।

রেবিনিউ বোর্ডহইতে সমর্পিত মোকদ্দমার ঐ মত এত্তেলানামা জারী করা যাইবার কথা।

৪ চতুর্থ ধারা।— ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের ৩ আইনের ২ ধারার ৬ ষষ্ঠ প্রকরণের হুকুমানুসারে কোন বোর্ড রেবিনিউহইতে কোন বিশেষ কমিস্যনরসাহেবের নিকটে সমর্পণ করা মোকদ্দমাসকলে ঐ বোর্ডেতে যে সকল লোকেরা কি তাহারদিগের মোখ্তারেরা হাজির ছিল তাহারদিগ্কে ঐ সকল মোকদ্দমা তাঁহার নিকটে সমর্পিতহওনের সম্বাদ জানাইতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগ্কে লিখিতে হইবেক এবং যে জিলা কি শহরের আদালতের এলাকার মধ্যে ঐ ভূমি থাকে ঐ জিলা কি শহরের আদালতের জজসাহেবের দ্বারা উপরের ধারার লিখিত এত্তেলানামার ন্যায় এত্তেলানামা ঐ সকল মোকদ্দমাসম্পর্কীয় লোকেরা হাজির হইবার নিমিত্তে জারী করা যাইবেক ইতি।

আপীলের দরখাস্ত কালেক্টরসাহেবেরদের নিকটে দাখিল হইলে তাঁহারা যাহা করিবেন তাহার কথা।

৫ পঞ্চম ধারা।— কোন কালেক্টরসাহেবের করা নিষ্পত্তিতে অসম্মতহওয়া কোন লোক ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের ৩ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত বিকল্পের কথাক্রমে যে কালেক্টরসাহেবের দ্বারা ঐ নিষ্পত্তি হইয়াছে তাঁহার নিকটে আপীলের দরখাস্ত দাখিল করিলে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য হইবেক যে আপন দফ্তরে রাখণের নিমিত্তে ঐ মোকদ্দমার রিকার্ডের পূরা নকল করিয়া মোকদ্দমার আসল রিকার্ড ও তাহার মধ্যে থাকা সকল কাগজপত্র তাহার ফিরিস্তি সমেত বিশেষ কমিস্যনরসাহেবের নিকটে পাঠান ও তাহা পাঠাইবার পূর্ব্বে ঐ রিকার্ডের নকল করাইবার সময়ে কালেক্টরসাহেব আপন দফ্তরে রাখা যাইবার নিমিত্তে সকল সনদ ও অন্য সমস্ত কাগজপত্রের নকল যথার্থরূপে

করাইতে

করাইতে বিশেষ যত্নবান হইবেন এবং হইতে পারিলে ঐ আসল রিকার্ড আপীলের দরখাস্ত দাখিল হইবার তারিখহইতে ১৫ পনের দিনের মধ্যে পাঠান যাইবেক ইতি।

৬ ষষ্ঠ ধারা — যে তারিখে আপীলহওয়া কোন মোকদ্দমার আসল রিকার্ড কালেক্টরসাহেবের দফ্তরহইতে ঐ এলাকার বিশেষ কমিস্যনরের দফ্তরে পাঠান যায় সেই তারিখে ঐ কালেক্টরসাহেব ঐ পাঠান যাওনের সম্বাদ আপেলাণ্টকে জানাইবার নিমিত্তে এবং ঐ সম্বাদ পাওনের তারিখহইতে ছয় হপ্তার মধ্যে ঐ আপীলের কার্য্যনির্ব্বাহার্থে নিজে হাজির হইবার কি আপন মোখ্তার হাজির করিবার অর্থে এক এত্তেলানামা তাহার নিকটে পাঠাইবেন ও সরকারী কার্য্যকারক লোকব্যতিরেকে অন্য কোন জন ঐ মোকদ্দমার এক পক্ষ হইলে ঐ প্রকার এত্তেলানামা ঐ জনের নিকটে পাঠাইতে হইবেক এবং ঐ এত্তেলানামা কালেক্টরসাহেবের নিকটে ফিরিয়া আইলে তাহা জারীহওনের কথা ঐ কালেক্টরসাহেব বিশেষ কমিস্যনরসাহেবের নিকটে জানাইবেন ইতি।

রিকার্ড অন্যত্র পাঠান গেল তাহার এত্তেলানামা আপেলাণ্ট এবং তৎসম্পর্কীয় অন্য লোকের নিকটে পাঠান যাইবার কথা।

৭ সপ্তম ধারা।— উপরের লিখনমতে আপীলহওয়া কোন মোকদ্দমার রিকার্ড পাঠান গেলে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে ইহার পরের লিখনমতে সরকারের তরফহইতে যে এজেণ্ট বিশেষ কমিস্যনরসাহেবের কাছারীতে থাকিবার কারণ নিযুক্ত হন তাঁহাকে এক পরওয়ানার দ্বারা ঐ আপীল গ্রাহ্যহওনের সম্বাদ দেন্ ইতি।

কালেক্টরসাহেব কমিস্যনরসাহেবের কাছারীতে নিযুক্তথাকা সরকারের এজেণ্টকে আপীল গ্রাহ্যহওনের সম্বাদ দিবার কথা।

৮ অষ্টম ধারা।—কালেক্টরসাহেবের নিষ্পত্তির উপর আপীলের যে প্রত্যেক দরখাস্ত ৫ পঞ্চম ধারার লিখিত হুকুমানুসারে একেবারে বিশেষ কমিস্যনরের নিকটে দেওয়া যায় অথবা ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের ৩ আইনের ২ ধারার ৫ প্রকরণের লিখিত হুকুমানুসারে কোন বোর্ড রেবিনিউর করা নিষ্পত্তির উপর বিশেষ কমিস্যনরসাহেবের নিকটে আপীলের যে দরখাস্ত দেওয়া যায় তাহার সহিত যে ডিক্রীর উপর আপীলকরা যায় সেই ডিক্রীর দস্তখতী নকল দিতে হইবেক এবং এই প্রকারে উপস্থিত আপীল গ্রাহ্য হইলে বিশেষ কমিস্যনরসাহেব ঐ আপীল কালেক্টরের নিষ্পত্তির উপর হইয়া থাকিলে যে কালেক্টরের নিষ্পত্তির উপর হইয়া থাকে তাঁহার নিকটে ঐ মোকদ্দমার আসল রিকার্ড তাহার এক নকল এই নিয়মের ৫ ধারার লিখনমতে আপন দফ্তরে রাখিবার নিমিত্তে করাইয়া নিরূপিত সময়ের মধ্যে তাঁহার দফ্তরে পাঠাইয়া দিবার হুকুম লিখিয়া পাঠাইবেন উপরের লিখিত মত গ্রাহ্য করা আপীল কোন বোর্ড রেবিনিউর নিষ্পত্তির উপর হইয়া থাকিলে বিশেষ কমিস্যনরসাহেব পারসী রুবকারীর দ্বারা ঐ বোর্ডে হুকুম লিখিবেন যে উপরের লিখিত মত এক নকল রাখিয়া আসল রিকার্ড নিরূপিত সময়ের মধ্যে তাঁহার দফ্তরে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

কমিস্যনরসাহেবের নিকটে দেওয়া আপীলের দরখাস্তের সহিত যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহার দস্তখতী নকল দিবার কথা।

কোন কালেক্টরের নিষ্পত্তির উপর আপীল গ্রাহ্য হইলে কমিস্যনরসাহেব যাহা করিবেন তাহার কথা।

কোন বোর্ড রেবিনিউর নিষ্পত্তির উপর আপীল হইলে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

৯ নবম ধারা।—উপরের দুই ধারার লিখিত হুকুমক্রমে বিশেষ কমিস্যনরসাহেব কোন আপীল গ্রাহ্য করিলে যে ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় ঐ ডিক্রী পাঠকরণেতে যদি ইহা বোধ হয় যে ঐ আপীলের আপেলাণ্ট এবং সরকারী কার্য্যকারক সাহেবলোক

অপীল গ্রাহ্য হইলে তাহার এত্তেলানামা আপেলাণ্ট ও সরকারী কার্য্য

কারকব্যতিরেকে তৎসম্পর্কীয় অন্য লোককে দিতে হইবার কথা।

জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবেরা এত্তেলানামা জারীহওনের বেওরা লিখিয়া পাঠাইবার কথা।

ছাড়া অন্য কোন জনেরদের হিতাহিত ঐ আপীলের নিষ্পত্তিতে হইবেক তবে বিশেষ কমিস্যনরসাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ জনেরা যে জিলা কি শহরের আদালতের এলাকার মধ্যে বাস করে সে জিলা কি শহরের আদালতের দ্বারা ঐ২ লোকের উপর জারী হইবার কারণ এই নিয়মের ৬ ধারার লিখনমত এত্তেলানামা প্রস্তুত করিতে হুকুম দেন এবং ঐ কমিস্যনরসাহেব তদর্থে যে হুকুমনামা ঐ আদালতের জজসাহেবের নিকটে পাঠান ঐ জজসাহেব তাহার জওয়াবে ঐ এত্তেলানামা জারীহওনের বেওরা লিখিয়া আপন দস্তখৎযুক্তে চিঠী পাঠাইবেন ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের ৩ আইনের ৪ ধারার ৪ প্রকরণের অনুসারে বিশেষ কমিস্যনরসাহেবের নিকটে সমর্পিত মোকদ্দমায় রিস্পাণ্ডেণ্ট ও অন্য লোকদিগের প্রতি এত্তেলানামা জারীকরণের মতের কথা।

১০ দশম ধারা।— ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের ৩ আইনের ৪ ধারার ৪ প্রকরণের হুকুমানুসারে কোন রেবিনিউ বোর্ডহইতে বিশেষ কমিস্যনরসাহেবের নিকটে কোন মোকদ্দমা সমর্পিত হইলে রিস্পাণ্ডেণ্টেরদের হাজির হইবার কারণ ঐ প্রকরণের লিখনমত এত্তেলানামা এবং সরকারের কার্য্যকারক সাহেবছাড়া অন্য কোন জনের হাজির হইবার জন্যে কমিস্যনরসাহেব যে এত্তেলানামা জারী করা উপযুক্ত বোধ করেন তাহাও ঐ রিস্পাণ্ডেণ্ট কি অন্য জন যে জিলা কি শহরের আদালতের এলাকার মধ্যে বাস করে সেই জিলা কি শহরের আদালতের জজসাহেবের হুকুমে প্রস্তুত ও জারী করা যাইবেক ইতি।

কোন২ গতিকে কালেক্টরসাহেবেরা আপীল হওয়া মোকদ্দমার ডিক্রী জারী মৌকুফ রাখিবার কথা।

১১ একাদশ ধারা।— ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের ৩ আইনের ৪ ধারার ৩ প্রকরণের ও ৬ ধারার ২ প্রকরণের বিষয়ে হুকুম করা যাইতেছে যে কোন ভূমি জমা ধার্য্যের যোগ্যহওনের নিষ্পত্তি যদি কোন কালেক্টরসাহেবের নিকটে হইয়া সেই নিষ্পত্তির উপর আপীলের দরখাস্ত ঐ কালেক্টরসাহেবের নিকটে দাখিল হয় অথবা ঐ কালেক্টরসাহেব ইহা বোধ করেন যে ঐ নিষ্পত্তি যে জনের প্রতিকূলে করা গিয়াছে সেই জন ঐ আইনের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে সেই নিষ্পত্তির উপর আপীল করিতে মনস্থ করিয়াছে তবে ঐ মিয়াদ পূরা হইবার পূর্ব্বে ঐ ডিক্রী জারী মৌকুফ থাকনের অর্থে আপেলাণ্টের দেওয়া দরখাস্ত বিশেষ কমিস্যনরসাহেবের নিকটে অগ্রাহ্যহওনের সম্বাদ পাওনব্যতিরেকে ঐ ডিক্রী জারী করিতে প্রবৃত্ত হইবেন না ও ঐ ডিক্রী জারী মৌকুফের দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইলে কিম্বা আপীলকরণের মিয়াদ গত হইলে বিশেষ কমিস্যনরসাহেবের লিখিত পত্রদ্বারা নিষিদ্ধহওনব্যতিরেকে ঐ কালেক্টরসাহেব ঐ ডিক্রী জারী করিতে পারিবেন ইতি।

বিশেষ কমিস্যনরের নিকটে আপীলের দরখাস্ত দাখিল হইলে তিনি ডিক্রী জারী মৌকুফের হুকুম দিতে পারিবার কথা।

১২ দ্বাদশ ধারা।— আরো হুকুম করা যাইতেছে যে বিশেষ কমিস্যনরসাহেবের নিকটে যে২ মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত দাখিল হয় তাহার ডিক্রী পাঠ করিয়া তাহার জারী মৌকুফ রাখণের হুকুমদেওয়া যদি তাঁহার বিবেচনায় উপযুক্ত বোধ হয় তবে তদর্থে এক হুকুমনামা এবং তাহার সহিত এই নিয়মের ৮ অষ্টম ধারাতে মোকদ্দমার আসল যে রিকার্ড পাঠাইয়া দিবার হুকুম আছে সেই রিকার্ড পাঠাইয়া দিবার হুকুম কালেক্টরসাহেবকে লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি।

১৩ ত্রয়োদশ ধারা।— কোন বোর্ড রেবিনিউর কিম্বা কালেক্টরসাহেবের নি উপর আপীলের যে কোন দরখাস্ত ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের ৩ আইনের হুকুমা বিশেষ কমিস্যনরসাহেবের নিকটে দেওয়া যাইবেক তাহা ১ এক টাকা মূল্যের কাগজে লেখা যাইবেক ইতি।

১৪ চতুর্দ্দশ ধারা।— আপেলাণ্ট আপন ইচ্ছাক্রমে আপন আপীল গ্রাহ্যহ দরখাস্তের মধ্যে আপীলকরণের হেতু বিশেষ করিয়া লিখিতে পারে কিম্বা পরে সওয়া লজওয়াবকরণের সময়ে জানাইবার মনস্থে তাহাতে না লিখিতেও পারে কিন্তু শেষ কল্প স্থির করিলে তাহা ১৲ এক টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক ইতি।

[illegible] সওয়ালজওয়াবের সময়ে তাহা জানাইবার ও শেষ কল্প স্থির করিলে তাহা ১৲ এক টাকা মূল্যের ই ষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হ ইবার কথা।

১৫ পঞ্চদশ ধারা।— যেং আপীলেতে সরকারের কর্ম্মকর্ত্তা কোন সাহেব রিস্পাণ্ডেণ্ট হন্ তাহাতে আপীলের অজুহাতের অর্থাৎ হেতুসকলের যে জওয়াব দাখিল করিতে হই বেক তাহা ১৲ কএ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক এবং তাহাতে আপেলা ণ্টের সওয়াল খণ্ডাইবার অথবা যে ডিক্রীর উপর অপীল করা যায় সেই ডিক্রীর লিখিত হেতুমূলক জওয়াব লিখিতে হইবেক ইতি।

সরকারের তরফের জ ওয়াব ঐ মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবার ও কখন তাহার অন্যথা না হইবার কথা।

১৬ ষোড়শ ধারা।— ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের ৩ আইনের ৪ ধারার ৪ প্রকরণানু সারে বিশেষ কমিস্যনরসাহেবের নিকটে পুনর্ব্বার বিচার করিবার নিমিত্তে কোন বোর্ড রেবিনিউহইতে যেং মোকদ্দমা সমর্পণ হয় সেইং সমর্পিত মোকদ্দমার বিষয়ে ঐ সম র্পণকারি বোর্ডের সাহেবদিগের আবশ্যক হইবেক যে তাঁহারা যেং হেতুতে কালেক্টর সাহেবের ডিক্রীতে অসম্মত হন্ ঐং হেতুজ্ঞাপক সওয়াল ও জওয়াব দাখিল করিতে আদালতসম্পর্কীয় কার্য্যের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও রিমেম্ব্রান্সর সাহেবকে অথবা সরকারের কার্য্যকারক অন্য কোন সাহেবকে হুকুম দেন্ এবং ঐ সওয়াল ও জওয়াব ১৲ এক টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সা লের ৩ আইনের ৪ ধারা র ৪ প্রকরণানুসারে কোন বোর্ড রেবিনিউহইতে পুনর্ব্বার বিচারের নিমি ত্তে বিশেষ কমিস্যনরসা হেবের নিকটে সমর্পিত মোকদ্দমায় ঐ বোর্ডের সা হেবেরা আপনারদিগের অসম্মতির হেতুযুক্ত সও য়ালজওয়াব দাখিল করি তে সরকারী কার্য্যকারক কে হুকুম দিবার ও তাহা ১৲ এক টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাই বার কথা।

১৭ সপ্তদশ ধারা।—উপরের লিখনমত মোকদ্দমায় সরকারের প্রতিকূল পক্ষের জও য়াবো ১৲ এক টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক ইতি।

রিস্পাণ্ডেণ্টের জওয়াব ঐ মূল্যের কাগজে লেখা যাইবার কথা।

১৮ অষ্টাদশ ধারা।—আপেলাণ্টের আপীলের অজুহাৎ এবং রিস্পাণ্ডেণ্টের জওয়া বের অতিরিক্ত কোন ছুটা দরখাস্ত কি সওয়াল ও জওয়াব তাহা উভয় পক্ষের কি তাহার দিগের মোখ্তারের জোবানী দরখাস্তক্রমে কমিস্যনরসাহেবের নিকটে গ্রহণ করা যাওন আবশ্যক বোধহওনব্যতিরেকে গ্রাহ্য হইবেক না ও তাহা গ্রাহ্য হইলে ১৲ এক টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক ইতি।

বিশেষ গতিকব্যতিরে কে অন্য কোন সওয়াল জওয়াব গ্রাহ্য না হইবার কথা।

১৯ উনবিংশতি ধারা।—উপরের লিখিত ধারার তাৎপর্য্য এমত নহে যে তাহাতে

উপরের ধারা আপীলের

ডিক্রী

রী মৌকুফহওনমাত্রের নিমিত্তে দরখাস্ত বিশেষ কমিস্যনরসাহেবের নিকটে ওন নিষিদ্ধ হইবেক। আপীলের নিষ্পত্তিহওনের পুর্ব্বে কোন সময়ে ঐ দরখাস্ত তাহার মতাচরণ হইতে পারিবেক ইতি।

[illegible] খিতে হইবেক তাহার কথা।

ংশতি ধারা।—ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের ৩ আইনের ৪ ধারার ৫ পঞ্চমপ্রকরণেতে পুনর্ব্বিচারের অর্থে যাহা লেখা গিয়াছে তাহার বিষয়ে ইহা নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে যে বিশেষ কমিস্যনরসাহেবের নিকটে পুনর্ব্বিচারের নিমিত্তে যে সকল দরখাস্ত দাখিল করিতে হয় তাহা যে নিষ্পত্তির উপর পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করা যায় তাহাহওনের তারিখঅবধি দুই মাসের মধ্যে যদি দেওয়া যায় তবে ১৲ এক টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক কিন্তু যদি ঐ মিয়াদ গত হইলে পর দেওয়া যায় তবে যে ভূমির বিষয়ে বিবাদ হয় ঐ ভূমির সালিয়ানা উৎপন্ন দৃষ্টে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৩ ধারার লিখনমত হিসাবে যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজ উপযুক্ত সেই কাগজে লিখিতে হইবেক ইতি।

ত্রুটিবিষয়ক নিয়ম।

কোন আপেলাণ্ট ছয় হপ্তাপর্য্যন্ত ত্রুটি করিলে আর এক এস্তেলানামার দ্বারা তাহাকে তলব করা যাইবার কথা।

যাহা করিলে এস্তেলানামা জারীহওন বোধ হইবেক তাহার কথা।

২১ একবিংশতি ধারা।—কোন আপেলাণ্ট আপন আপীলের দরখাস্ত একেবারে বিশেষ কমিস্যনরসাহেবের নিকটে দাখিল করিলে ঐ দাখিলকরণের তারিখঅবধি ছয় হপ্তার মধ্যে কিম্বা তাহা কালেক্টরের দপ্তরে দাখিল করা গেলে যে তারিখে সমাচার পায় যে ঐ মোকদ্দমার রিকার্ড বিশেষ কমিস্যনরসাহেবের নিকটে পাঠান গিয়াছে সেই তারিখহইতে ছয় হপ্তার মধ্যে যদি আপন আপীলের কার্য্যনির্ব্বাহের নিমিত্তে স্বয়ংহাজির না হয় অথবা নীচের লিখনমতে মোখ্তার নিযুক্ত না করে তবে ঐ আপেলাণ্টের উপর জিলা কি শহরের আদালতের দ্বারা কমিস্যনরসাহেব আর এক এস্তেলানামা তাহা পাওনের তারিখহইতে পনের দিনের মধ্যে হাজির হইয়া আপন আপীলের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্তে জারী করাইবেন ঐ এস্তেলানামা জারী করিতে যে পেয়াদা পাঠান যায় সে যদি তাহা আপেলাণ্টের শরীরের প্রতি জারী করীতে না পারে তবে তাহার বাসস্থানের নিকটে সাক্ষিদিগের সাক্ষাৎ তাহা প্রচার করিবেক ও ঐ প্রচারকরণ শরীরের প্রতি জারীকরণের তুল্য বোধ হইবেক ও তাহার পরে যদি আপেলাণ্ট নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে ঐ কমিস্যনরসাহেবের নিকটে হাজির হইতে ত্রুটি করে কি অসম্মত হয় তবে তাহার আপীল ডিসমিস হইয়া সমস্ত খরচা তাহার শিরে পড়িবেক ইতি।

আপেলাণ্ট মোখ্তার নিযুক্ত করিয়াও ত্রুটি করিলে ঐ মোখ্তারকে হুকুমনামা দেওন তাহাকে দেওনের ন্যায় বোধ হইবার কথা।

২২ দ্বাবিংশতি ধারা।—কোন আপেলাণ্ট আপন মোকদ্দমার সওয়ালজওয়াবের কারণ মোখ্তার মোকরর করিয়াও ছয় হপ্তার মধ্যে যদি তাহা করিতে ত্রুটি করে তবে পনের দিনের মধ্যে তাহা করিবার হুকুমনামা ঐ কমিস্যনরসাহেব ঐ মোখ্তারকে দিলে তাহা ঐ আপেলাণ্টকে এস্তেলানামা দেওনের তুল্য বোধ হইবেক এবং ঐ হুকুমনামা মতে কার্য্য না করিলে তাহার আপীল ডিসমিস হইবেক ইতি।

সরকারের কার্য্যকারক

২৩ ত্রয়োবিংশতি ধারা।—বিশেষ কমিস্যনরসাহেবের নিকটে উপস্থিতহওয়া কোন

মোকদ্দমায়

মোকদ্দমায় সরকারী কার্য্যকারক কোন সাহেবের নামে এত্তেলানামা জারী করিতে হইলে তাহা প্রত্যেক কমিস্যনরসাহেবের কাছারীতে নিযুক্ত থাকা সরকারের এজেণ্টসাহেবের স্থানে দেওয়া যাইবেক এবং তিনি তাহার রসীদ দিয়া ঐ কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে তাহার এক নকল পাঠাইয়া আসল সিরিশ্তায় রাখিবার নিমিত্তে ফিরিয়া দিবেন ইতি।

দিগকে দিবার এত্তেলানামাসকল সরকারের এজেণ্টসাহেবকে দেওয়া যাইবার কথা।

২৪ চতুর্ব্বিংশতি ধারা।— ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের ৩ আইনের ১০ ধারার ৩ প্রকরণের দ্বারা আদালতের ন্যায় বিশেষ কমিস্যনরসাহেবদিগকে আপন২ বিবেচনানুসারে কার্য্য করিতে যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে তদনুরূপে তাঁহারা আপনারদিগের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমায় যদি জোবানী কি লিখিত অতিরিক্ত প্রমাণ গ্রহণকরা আবশ্যক বুঝেন্ তবে সাক্ষি তলব ও কাগজপত্র দাখিলকরণের বিষয়ে আর ইষ্টাম্পকাগজের আবশ্যক হইবেক না ইতি।

সাক্ষ্য ও রসুমবিষয়ক নিয়ম।

জোবানী কি লিখিত অতিরিক্ত সাক্ষ্য লওন আবশ্যক বোধ হইলে তাহা তলব ও দাখিলের বিষয়ে ইষ্টাম্পের রসুম না লাগিবার কথা।

২৫ পঞ্চবিংশতি ধারা।— কোন মোকদ্দমায় যদি কোন বিশেষ কমিস্যনরসাহেব সাক্ষিরদের অতিরিক্ত সাক্ষ্য লওন আবশ্যক বুঝেন্ তবে তিনি যে২ বিষয়ে কহেন্ এবং আপন রুবকারীতে লেখান্ সেই২ বিষয়ের নিশ্চয় হইবার নিমিত্তে ঐ সাক্ষিরা যে২ জিলা কি শহরে বাস করে তথাকার জজসাহেবের দ্বারা তাহারদিগকে তলব করাইয়া জোবানবন্দী করাইয়া লইবেন উভয় পক্ষের যে পক্ষের কথাক্রমে কোন সাক্ষী তলব করা যায় সেই পক্ষীয় লোক যদি ঐ সাক্ষিকে আনিতে কি তাহার উপর সপীনা জারী করিতে স্বীকার করে তবে তাহা করিতে তাহাকে অনুমতি দেওয়া যাইবেক নতুবা ঐ সপীনা জিলা কি শহরের আদালতের পেয়াদার দ্বারা চলিত হুকুমমতে জারী করা যাইবেক এবং কোন বিশেষ কমিস্যনরসাহেব আপন সমক্ষে কোন সাক্ষির জোবানবন্দী হওয়া আবশ্যক বুঝিলে তাহাতেও ঐ কার্য্য করা যাইবেক ইতি।

বিশেষ কথার বিষয়ে অতিরিক্ত সাক্ষ্যের আবশ্যক হইলে তাহা জিলা কি শহরের জজের দ্বারা লওয়া যাইবার কথা।

উভয়ের কোন পক্ষ আপন সাক্ষী হাজির কি তাহার উপর সপীনা জারী করিতে স্বীকার করিলে করিতে পারিবার কথা।

কমিস্যনরসাহেবের নিকটে কোন সাক্ষির জোবানবন্দী হওন আবশ্যক হইলে ঐ মত করা যাইবার কথা।

২৬ ষড়্বিংশতি ধারা।— ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের ৩ আইনের মতে যে কোন লোকের মোকদ্দমা বিশেষ কমিস্যনরসাহেবের নিকটে উপস্থিত হয় সে লোক হাজির হইয়া আপন মোকদ্দমার সওয়ালজওয়াব স্বয়ং করিতে পারিবেক কিম্বা তদর্থে আপন তরফ মোখ্তার নিযুক্ত করা মনস্থ করিলে তাহাও করিতে পারিবেক ইতি।

মোখ্তার ও তাহারদের মেহনতানাবিষয়ক নিয়ম।

উভয়ের কোন পক্ষ নিজে সওয়ালজওয়াব করিতে পারিবার অথবা মোখ্তার নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

২৭ সপ্তবিংশতি ধারা।— যে২ লোক উপরের লিখনমতে মোখ্তার নিযুক্ত করিতে চাহে তাহারা আইনানুসারে এক মোখ্তারনামা দিবেক ও তাহাতে ঐ মোখ্তারের নাম লিখিতে হইবেক ও ঐ মোখ্তারনামা ইষ্টাম্পহীন কাগজে লেখা যাইতে পারিবেক ও তাহা হওনের প্রমাণার্থে ইউরোপীয় কোন কার্য্যকারক সাহেবের দস্তখৎ তাহাতে হইয়া তাহা ঐ মোকদ্দমার মিসিলের শামিলে রাখা যাইবেক ইতি।

মোখ্তারনামার দ্বারা মোখ্তার নিযুক্ত করিবার ও তাহা মিসিলে রাখা যাইবার কথা।

২৮ অষ্টাবিংশতি ধারা।— কমিস্যনরসাহেবেরদের নিকটে উপস্থিত মোকদ্দমাসকলেতে

মোখ্তারের সংখ্যার

বিষয়ে নিষেধবিধি না থাকিবার কিন্তু সদাচার লোক নিযুক্ত হইবার কথা।

লেতে মোখ্তারের সংখ্যাবিষয়ে কোন নিষেধ বিধি করা গেল না কিন্তু উচিত যে কমিস্যনরসাহেবের বিবেচনাক্রমে সদাচার ও মান্য লোক নিযুক্ত হয় ইতি।

উভয় পক্ষেরা আপনারদিগের মোখ্তারের সহিত মেহনতানার ধার্য্য করিতে পারিবার কথা।

বিবাদ হইলে চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারি কমিস্যনর তাহার সংখ্যানিরূপণ করিবার কথা।

কিন্তু মোখ্তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির অপেক্ষা না করিলে পাওয়া টাকা ফিরিয়া দিতে হইবার কথা।

২৯ ঊনত্রিংশৎ ধারা।—উভয়পক্ষেরা যে২ মোখ্তার নিযুক্ত করে তাহারা তাহারদের সহিত তাহারদিগের মেহনতানার ধার্য্য করিতে পারিবেক কিন্তু আবশ্যক যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পর ঐ ধার্য্যহওয়া মেহনতানার সংখ্যা কি অন্য কোন বিষয়ে তাহারদিগের মধ্যে বিবাদ হইলে যে কমিস্যনরসাহেব কি সাহেবেরা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন্ তিনি কি তাঁহারা ঐ মেহনতানার সংখ্যা নিরূপণ করিয়া দিবেন আরো হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে যদি কোন মোখ্তার মোকদ্দমার নিষ্পত্তির সময়ে উপরের লিখিত মত চূড়ান্ত নিরূপণের অপেক্ষা না করিয়া নিয়োক্তার তরফহইতে আর ঐ মোকদ্দমার সম্পর্কীয় কার্য্য করিতে সম্মত না হয় তবে নিয়োক্তা যদি চাহে তবে ঐ মোকদ্দমার নির্ব্বাহের নিমিত্তে ঐ মোখ্তারকে যত টাকা পূর্ব্বে দিয়া থাকে তাহা তাহার ফিরিয়া দিতে হইবেক ইতি।

মোখ্তারেরা কর্ম্মউপেক্ষা ও কুকর্ম্মকরণহেতুক আদালতের উকীলদিগের ন্যায় দণ্ড ও জরীমানার যোগ্য হইবার কথা।

৩০ ত্রিংশৎ ধারা।—যে প্রত্যেক মোখ্তার বিশেষ কমিস্যনরসাহেবের সমক্ষে কোন মোকদ্দমার কার্য্য করিতে নিযুক্ত হয় সেই মোখ্তারেরা চলিত আইনানুসারে আদালতের মোকররী উকীলেরা কর্ম্ম উপেক্ষা কি আদালতকে অবজ্ঞা কি অন্য কোন দোষকরণপ্রযুক্ত যেপর্য্যন্ত এবং যে প্রকার দণ্ড ও জরীমানার যোগ্য হয় তাহারা সেইপর্য্যন্ত ও সেই প্রকার দণ্ড ও জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

কমিস্যনরদিগের কাছারীতে সরকারের তরফহইতে এক২ এজেণ্ট নিযুক্ত থাকিবার কথা।

ঐ এজেণ্টের সহিত সরকারী উকীলের সম্পর্কীয় এবং কমিস্যনরের কাছারীতে নিযুক্তহওয়া মোখ্তার লোকবিষয়ক হুকুম সম্পর্ক রাখিবার কথা।

৩১ একত্রিংশৎ ধারা।— বিশেষ কমিস্যনরেরা যে২ কাছারীতে মোকদ্দমা শ্রবণ ও তাহার নিষ্পত্তি করেন্ সেই২ কাছারীতে সরকারের তরফহইতে হাজির থাকিবার নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের মঞ্জুরীতে আদালতসম্পর্কীয় কার্য্যের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের ও রিমেম্ব্রান্সর সাহেবের দ্বারা এক২ এজেণ্ট নিযুক্ত হইবেন এবং সেই এজেণ্ট নিরূপিত মাহিয়ানা কি ঐ শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলের হুকুম মত অন্য কোন,প্রকারে আপন বেতন পাইবেন এপ্রকারে নিযুক্তহওয়া এজেণ্ট সরকারী উকীলের সম্পর্কীয় সকল হুকুমের এবং কমিস্যনরসাহেবের সমক্ষে সওয়ালজওয়াব করিবার নিমিত্তে অন্য লোকের তরফহইতে নিযুক্ত মোখ্তারেরদের বিষয়ে নির্দ্দিষ্টহওয়া হুকুমেরো তাবে থাকিবেন ইতি।

ডিক্রী ও খরচাবিষয়ক নিয়ম।

মোখ্তারের মেহনতানার বিষয়ে কমিস্যনরসাহেব হুকুম দিলে তাহার সংখ্যা খরচার ন্যায় ডিক্রীর নীচে লেখা যাইবার কথা।

৩২ দ্বাত্রিংশৎ ধারা।— প্রত্যেক মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকরণকালে যদি কমিস্যনর সাহেব কোন পক্ষের আপন মোকদ্দমার সওয়ালজওয়াবের নিমিত্তে নিযুক্ত মোখ্তারের মেহনতানার বিষয়ের বিবেচনা আপনি করণ আবশ্যক বোধ করেন্ তবে অবশেষে মেহনতানা যত দেওনের হুকুম হয় তাহা নিষ্পত্তিপত্রের নীচে খরচার ন্যায় লেখা যাইবেক প্রত্যেক নিষ্পত্তিপত্রেতে ইহাও স্পষ্টরূপে লেখা যাইবেক যে ঐ নিষ্পত্তি

যাহার

যাহার প্রতিকূলে হইয়া থাকে সে তাহার পক্ষান্তরের হওয়া খরচা সমুদয় কি কত দিবেক ও ঐ খরচার মধ্যে ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের ৩ আইনের ২ ধারার ৭ প্রকরণ যেং মোকদ্দমায় সম্পর্ক রাখে ঐং মোকদ্দমায় ঐ প্রকরণের লিখিত খরচাও লেখা যাইবেক ইতি।

যে পক্ষের শিরে যত খরচা পড়িবেক তাহার প্রকারের কথা।

৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশৎ ধারা।— বিশেষ কমিস্যনরসাহেবদিগের আসল যে ডিক্রী মোকদ্দমার রোয়দাদের সহিত রাখিতে হইবেক তাহা এবং নীচের লিখনমত দেওয়া যাইবার নিমিত্তে ঐ ডিক্রীর তিন নকল ইউরোপীয় সাদাকাগজের উপর লিখিতে হইবেক। যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র তাহার এক নকল সরকারের প্রতিকূল পক্ষেরে দিতে হইবেক আর এক নকল যে জিলার মধ্যে ভূমি থাকে সেই জিলার কালেক্টরসাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক এবং অবশিষ্ট নকল ঐ কালেক্টরসাহেব যে বোর্ড রেবিনিউর কি ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপন্ন অন্য কর্তৃত্বকারিদিগের তাবে থাকেন তথায় পাঠান যাইবেক আর ঐ কমিস্যনরসাহেবদিগের ডিক্রীর অন্য যেং নকল উভয়পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষ আপনার নিজকর্ম্মের কি প্রমাণের নিমিত্তে লইতে চাহে তাহা চলিত সামান্য আইনানুসারে ইষ্টাম্পযুক্ত কি ইষ্টাম্পহীন কাগজে চাহনিয়ার খরচে লেখা যাইবেক কিন্তু কমিস্যনরসাহেবের নিযুক্তকরা লোকব্যতিরেকে অন্য কোন জন ঐ নকল লিখিতে পারিবেক না ইতি।

আসল ডিক্রীর তিন নকল ইঙ্গরেজী কাগজে লেখা গিয়া দেওয়া যাইবার মতের কথা।

আরং নকল চলিত আইনানুসারে করা যাইবার কথা।

৩৪ চতুস্ত্রিংশৎ ধারা।— উপরের লিখিত মতে ডিক্রীর নকল কোন কালেক্টরসাহেবের নিকটে পাঠাইবার সময়ে যে কমিস্যনরসাহেব ঐ ডিক্রী করিয়া থাকেন সেই সাহেব অবিলম্বে ঐ ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্তে এবং ঐ বিষয়ে আপন করা কার্য্যের বেওরা লিখিয়া নিরূপিত সময়ের মধ্যে পাঠাইবার নিমিত্তে হুকুম লিখিয়া তাহার সঙ্গে পাঠাইয়া দিবেন ইতি।

কমিস্যনরসাহেব কালেক্টরের নিকটে ডিক্রীর নকলের সঙ্গে তাহা জারী করণের ও জারীর বেওরা লিখিয়া পাঠাইবার নিমিত্তে হুকুম লিখিয়া পাঠাইবার কথা।

৩৫ পঞ্চত্রিংশৎ ধারা।— উপরের নিয়মেতে কি ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের ৩ আইনের মধ্যে বিশেষরূপে যেং বিষয়ে কোন হুকুম না লেখা গিয়া থাকে তাহাতে জাবেতামতে হওয়া আপীলের বিচার ও নিষ্পত্তিকরণের বিষয়ে চলিত আইনেতে যেং হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করা যাইবেক ইতি।

সামান্য নিয়ম।
কোন বিষয়েতে প্রকারান্তর হুকুম না হইয়া থাকিলে আপীলের বিচারের নিমিত্তে চলিত আইনের লিখনমতে তাহাতে কার্য্য হইবার কথা।

৩৬ ষটত্রিংশৎ ধারা।— ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের ৩ আইনানুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্তে যে বিশেষ কমিস্যনরসাহেবেরা নিযুক্ত হইলেন তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য ও ব্যবহার একমত হইবার নিমিত্তে এই ধারাতে ইহা নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে যে কোন বিশেষ কমিস্যনরসাহেব কার্য্যনির্ব্বাহের নিমিত্তে নূতন কোনং নিয়ম কি এই সকল নিয়মের কোনং নিয়ম শুধরণার্থে কোনং নিয়মান্তর শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুরে লিখিয়া পাঠান আবশ্যক বোধ করিলে ঐ সাহেব ঐং নূতন নিয়মের মুসবিদা

কোন কমিস্যনর নূতন কোনং নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হওয়া উপযুক্ত বুঝিলে তাহার মুসবিদা শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইবার পূর্ব্বে অন্য কমিস্যনরদিগের মতের নিমিত্তে তাঁহারদের নিক

বিদা

টে পাঠাইবার এবং তাঁহারদিগের লিখিত মতযুক্তে শ্রীযুতের হজুরে যাইবার কথা।

বিদা ঐ আইনানুসারে কর্ম্মকারি অন্য কমিস্যনরসাহেবেরদের নিকটে এতদর্থের এক চিঠীসহিত লিখিয়া পাঠাইবেন যে ঐ লিখিত নিয়ম তাঁহারদিগের বিবেচনায় উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত ইহা লিখনদ্বারা জানান্ যে ঐ২ নূতন নিয়ম যে কমিস্যনরসাহেবের বিবেচনাতে উদয় হইয়া থাকে ঐ কমিস্যনরসাহেবের দ্বারা তাহা শ্রীযুতের হজুরে পাঠান যাওনের সময়ে তাহা আর সকল কমিস্যনরসাহেবের মতযুক্ত হয় ইতি।

আপীলের

নকৃশা—A

ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের ৩ আইনানুসারে অমুক এলাকায় নিযুক্তহওয়া বিশেষ কমিস্যনরসাহেবের নিকটে উপস্থিত লাখেরাজের মোকদ্দমার রেজিষ্টরী বহী।

আপীলের নম্বর	উভয়পক্ষের নাম	যে জিলাতে ভূমি থাকে তাহার নাম	যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহার বেওরা	যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহ র তারিখ	আপীলের তারিখ	চূড়ান্ত নিষ্পত্তির তারিখ ও বেওরা

সমা প্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of the Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের লিখনানুসারে ভূম্যাদির বন্দোবস্তকরণ কি তাহা পুনর্দৃষ্টিকরণের সময়ে কালেক্টরসাহেবেরা যে২ ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করেন্ তাহা স্পষ্ট করিয়া জানাইবার ও বিস্তার করিবার অর্থে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের তারিখ ৭ আগস্ত মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৫ সালের ২৪ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৫ সালের ১২ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৫ সালের ২৫ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৫ সালের ১২ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৪ সালের ২৫ মোহরমে জারী হইল ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক আবশ্যক বোধ হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ১৬ ধারার লিখিত ক্ষমতা সামান্যরূপে কালেক্টরসাহেবদিগকে ও তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মকারি অন্য সাহেবদিগকে ভূম্যাদির বন্দোবস্তকরণের কি তাহা পুনর্দৃষ্টিকরণের বিষয়ে অর্পণ করা যায় এবং ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ১৫ আইনের হুকুমক্রমে মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের করা সরাসরী নিষ্পত্তির দ্বারা ঐ২ সাহেবদিগের ঐ২ কার্য্যকরণের কর্ত্তৃত্বের বাধা না জন্মে অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ও তাহা এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে প্রবল হইবেক ইতি।

২ ধারা।

কোন মহালের মধ্যগত কি মধ্যগত কল্পিত ভূমির স্বত্বাদির দাওয়ার মোকদ্দমা শুনিতে ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে ঐ মহালের বন্দোবস্তকারি কালেক্টর এবং অন্য সাহেবদিগের ক্ষমতা হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— সমস্ত কালেক্টরসাহেবের এবং কোন মহালের বন্দোবস্ত কি তাহা পুনর্দৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত অন্য সাহেবদিগেরো ক্ষমতা হইল যে তাঁহারা ঐ মহালের মধ্যগত কি তাহার মধ্যগতরূপে কল্পিত ভূমির স্বত্বের কি ভোগদখলের কিম্বা তাহার খাজানার কি উৎপন্নের কিম্বা তৎসম্পর্কীয় অন্য কোন বিষয়ের দাওয়াসকলের মোকদ্দমা শুনেন্ ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ এবং বিচারদ্বারা ঐ ভূমির স্বত্ববান যে জন ঠাহরে তাহাকে তাঁহারা যে২ বোর্ডের তাবে হন্ তথাকার হুকুম ও উপদেশক্রমে এবং পুনর্ব্বিচারার্থে জিলার আদালতে কি মফঃসল আপীল আদালতে ঐ বিষয়ের মোক দ্দমা

ঐ ভূমির স্বত্ববানকে বোর্ডের হুকুমের এবং জিলা ও মফঃসল আপীল আদালতহইতে জাবেতামতে পুনর্ব্বিচারকরণপূর্ব্বক যে হুকুম হইবেক তাহারো অধীনতায় দখল দেওয়ান যাইতে পারিবার কথা।

দ্দমা উপস্থিত হইয়া তথাহইতে তাহাতে যে নিষ্পত্তি হইবেক তাহার অধীনতায় ঐ ভূমিতে দখল দেওয়াইবেন এবং এই প্রকরণক্রমে কোন কালেক্টরসাহেবের করা কোন নিষ্পত্তি তাহার দোষগুণের বিচার সম্পূর্ণরূপে ও জাবেতামতে হওনব্যতিরেকে কোন আদালতের দ্বারা প্রকারান্তর করা যাইবেক না ইতি।

কালেক্টর সাহেবের নিষ্পত্তি তাহার দোষগুণের পূরা বিবেচনা জাবেতামতে হওনব্যতিরেকে কোন আদালতহইতে প্রকারান্তর না করা যাইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ১৫ আইনের ৩ ধারা শুধরণের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ১৫ আইনের ৩ ধারার হুকুম শুধরণার্থে এই প্রকরণদ্বারা জানান ও নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে যে ঐ ৩ ধারাক্রমে মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগকে যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে তদনুসারে তাঁহারদিগের করা সরাসরী নিষ্পত্তির পুনর্ব্বিচার কি প্রকারান্তর কিম্বা তাহা রদ করিতে কালেক্টরসাহেবেরা কি এই আইনের অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেবেরা পারিবেন কিন্তু তাহা হইলে যে জিলার মধ্যে ঐ প্রথম নিষ্পত্তি হইয়া থাকে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট্সাহেবকে কি তাহার কোন অংশের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবকে ঐ পুনর্ব্বিচার কি মতান্তর কি রদহওনের সমাচার সর্ব্বদা দিতে হইবেক এবং ঐ শেষোক্ত সাহেবদিগের দ্বারা যে জনের হিতে নিষ্পত্তি হইয়া থাকে সেই জন ঐ জিলার ব্যাপক বোর্ডে অথবা তৎক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতে জাবেতামতে মোকদ্দমা উপস্থিতহওন এবং নিষ্পত্তি পাওনানন্তর ঐ নিষ্পত্তি মতান্তর কি রদ না হওনপর্য্যন্ত সেই ভূমিতে দখীলকার থাকিবেক ইতি।

কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা না হওনপ্রযুক্ত যে মোকদ্দমাতে ন্যায় না হইয়া থাকন বোধ হয় তাহাতে ঐ সাহেবের প্রতি বোর্ডের সাহেবদিগের এবং শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলের হুকুম পরিশিষ্ট কর্ম্ম করিবার অর্থে হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনানুসারে কোন কালেক্টর সাহেব কি কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেব এই আইন নির্দ্দিষ্টহওনের পূর্ব্বে কোন মোকদ্দমার কোন বিচারাদি কার্য্য করিলে যদি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে এমত বোধ হয় যে এই আইনের দ্বারা ঐ২ সাহেব যে২ ক্ষমতাচরণ করিতে পারেন এবং তাহা করিতে হুকুম পাইলেন তাঁহার দ্বারা ঐ২ ক্ষমতাচরণ না হওনহেতুক অথবা তাঁহার ঐ কর্তৃত্ব স্বীকার না করা যাওনহেতুক কোন ব্যক্তির বিষয়ে ন্যায় হয় নাহি তবে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের এবং শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে এমত কর্তৃত্ব আছে যে যে জনের বিষয়ে ন্যায় না হইয়া থাকন বোধ হইয়া থাকে তাহার দাওয়ার বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে ঐ২ সাহেবকে তাঁহারা এই আইনের অনুসারে কার্য্য করিবার ক্ষমতা পূর্ব্বে পাইয়া থাকিলে যেরূপে করিতেন সেইরূপে পরিশিষ্ট কর্ম্ম করিবার হুকুম দেন ইতি।

কালেক্টরসাহেব যে কালপর্য্যন্ত বন্দোবস্ত কি তাহা পুনর্দৃষ্টিকরণের কা

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— যে২ মহালের বন্দোবস্ত করা গিয়াছে কি করিতে হইতেছে তাহার বিষয়ে কালেক্টরসাহেবদিগেরে কি পূর্ব্বোক্ত অন্য সাহেবদিগেরে যে২ ক্ষমতা অর্পণ করা গিয়াছে ঐ২ সাহেবদিগের ঐ২ ক্ষমতা থাকিবার কালের বিষয়ি সন্দেহ

ঐ ভূমির স্বত্ববানকে বোর্ডের হুকুমের এবং জিলা ও মফঃসল আপীল আদালতহইতে জাবেতামতে পুনর্ব্বিচারকরণপূর্ব্বক যে হুকুম হইবেক তাহারো অধীনতায় দখল দেওয়ান যাইতে পারিবার কথা।

দ্দমা উপস্থিত হইয়া তথাহইতে তাহাতে যে নিষ্পত্তি হইবেক তাহার অধীনতায় ঐ ভূমিতে দখল দেওয়াইবেন এবং এই প্রকরণক্রমে কোন কালেক্টরসাহেবের করা কোন নিষ্পত্তি তাহার দোষগুণের বিচার সম্পূর্ণরূপে ও জাবেতামতে হওনব্যতিরেকে কোন আদালতের দ্বারা প্রকারান্তর করা যাইবেক না ইতি।

কালেক্টর সাহেবের নিষ্পত্তি তাহার দোষগুণের পুরা বিবেচনা জাবেতামতে হওনব্যতিরেকে কোন আদালতহইতে প্রকারান্তর না করা যাইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ১৫ আইনের ৩ ধারা স্পষ্টরণের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ১৫ আইনের ৩ ধারার হুকুম স্পষ্ট করার্থে এই প্রকরণদ্বারা জানান ও নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে যে ঐ ৩ ধারাক্রমে মাজিস্ট্রেট ও জাইণ্টমাজিস্ট্রেটসাহেবদিগকে যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে তদনুসারে তাঁহারদিগের করা সরাসরী নিষ্পত্তির পুনর্ব্বিচার কি প্রকারান্তর কিম্বা তাহা রদ করিতে কালেক্টরসাহেবেরা কি এই আইনের অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেবেরা পারিবেন কিন্তু তাহা হইলে যে জিলার মধ্যে ঐ প্রথম নিষ্পত্তি হইয়া থাকে সেই জিলার মাজিস্ট্রেটসাহেবকে কি তাহার কোন অংশের জাইণ্ট মাজিস্ট্রেটসাহেবকে ঐ পুনর্ব্বিচার কি মতান্তর কি রদকরণের সমাচার সম্বাদ দিতে হইবেক এবং ঐ শেষোক্ত সাহেবদিগের দ্বারা যে জনের হিতে নিষ্পত্তি হইয়া থাকে সেই জন ঐ জিলার রাজস্ব বোর্ডে অথবা তৎক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতে জাবেতামতে মোকদ্দমা উপস্থিতহওন এবং নিষ্পত্তি পাওনাবধি ঐ নিষ্পত্তি মতান্তর কি রদ না হওনপর্য্যন্ত সেই ভূমিতে দখীলকার থাকিবেক ইতি।

কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা না হওনপ্রযুক্ত যে মোকদ্দমাতে ন্যায় না হইয়া থাকন বোধ হয় তাহাতে ঐ সাহেবের প্রতি বোর্ডের সাহেবদিগের এবং শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলের হুকুম পরিশিষ্ট কর্ম্ম করিবার আর্থে হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনানুসারে কোন কালেক্টর সাহেব কি কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেব এই আইন নির্দ্দিষ্ট ওনের পূর্ব্বে কোন মোকদ্দমার কোন বিচারাদি কার্য্য করিলে যদি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে এমত বোধ হয় যে এই আইনের দ্বারা ঐ২ সাহেব যে২ ক্ষমতাচরণ করিতে পারেন এবং তাহা করিতে হুকুম পাইলেন তাহার দ্বারা ঐ২ ক্ষমতাচরণ না হওনহেতুক অথবা তাহার ঐ কর্ত্তৃত্ব স্বীকার না করা যাওনহেতুক কোন ব্যক্তির বিষয়ে ন্যায় হয় নাই তবে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের এবং শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে এমত কর্ত্তৃত্ব আছে যে যে জনের বিষয়ে ন্যায় না হইয়া থাকন বোধ হইয়া থাকে তাহার দাওয়ার বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে ঐ২ সাহেবকে তাহারা এই আইনের অনুসারে কার্য্য করিবার ক্ষমতা পূর্ব্বে পাইয়া থাকিলে যেরূপে করিতেন সেইরূপে পরিশিষ্ট কর্ম্ম করিবার হুকুম দেন ইতি।

কালেক্টরসাহেব যে কালপর্য্যন্ত বন্দোবস্ত কি তাহা পুনর্দৃষ্টিকরণের কা

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— যে২ মহালের বন্দোবস্ত করা গিয়াছে কি করিতে হইতেছে তাহার বিষয়ে কালেক্টরসাহেবদিগেরে কি পূর্ব্বোক্ত অন্য সাহেবদিগেরে যে২ ক্ষমতা অর্পণ করা গিয়াছে ঐ২ সাহেবদিগের ঐ২ ক্ষমতা থাকিবার কালের বিষয়ে সন্দেহ

ভঞ্জনার্থে

ভঞ্জনার্থে এই প্রকরণক্রমে জানান ও নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে যে ঐ২ সাহেবেরা তাঁহারদিগের ঐ২ মহালের যে সীমানিরূপণের কি ভূমি জরীবকরণের কিম্বা তাহার মধ্যগত কোন গ্রামের কি গ্রামের কোন অংশের নিবাসিরদের সংখ্যানিরূপণের সম্বাদ ঐ গ্রাম যে জিলার মধ্যে থাকে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্সাহেবকে দেওন আবশ্যক সেই২ কর্ম্ম করিবার হুকুমনামার তারিখঅবধি ঐ২ সাহেবের করা কি পুনর্দৃষ্টি করা বন্দোবস্ত চূড়ান্তরূপে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে মঞ্জুরহওনের সম্বাদপত্র পাওনের তারিখপর্য্যন্ত ঐ বন্দোবস্তকরণ এবং তাহার পুনর্দৃষ্টিকরণের কর্ম্মেতে নিযুক্ত আছেন্ বোধ করা যাইবেক ঐ পূর্ব্বোক্ত সময়ের মধ্যে ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ১৫ আইনের দ্বারা মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্টমাজিষ্ট্রেটসাহেবকে অর্পণহওয়া ক্ষমতা যেং মহালের বন্দোবস্ত করা যাইতেছে সেই২ মহালের সম্বন্ধে স্থগিত থাকিবেক এবং ঐ প্রকার মহালের বিষয়ে ঐ২ সাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৩৪ ধারার যে২ দ্বিতীয় প্রকরণের দ্বারা ভূমি কি ঘরবাটী কি ফসল কি জলের নালাইত্যাদির বিষয়ের যে২ বিবাদ উপস্থিত হয় তাহা রাজস্বের কর্ম্মকারি সাহেবেরদের নিকটে সমর্পণ করিতে হুকুম হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিবেন এবং পোলীসের সকল কর্ম্মকারিকে হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে তাহারা কালেক্টর সাহেবদিগের কি রাজস্বের অন্য কর্ম্মকারিদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মকরণে অবিলম্বে ফলজনক সহায়তা করে ইতি।

যে নিযুক্ত থাকিবেন তাহার নিশ্চয় করিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ১৫ আইনের দ্বারা মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে অর্পিত ক্ষমতা ঐ কালপর্য্যন্ত স্থগিত হইবার এবং ঐ২ সাহেবেরদের ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৩৪ ধারার ২ প্রকরণানুসারে কার্য্য করিবার কথা।

পোলীসের কর্ম্মকারিদিগের কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মকরণে অবিলম্বে ফলজনক সহায়তা করিতে হইবার কথা।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

অনুসারে এই প্রকরণক্রমে জানান ও নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে যে ঐ২ সাহেবেরা তাহারদিগের ঐ২ মহালের যে সীমানিরূপণের কি ভূমি জরীবকরণের কিম্বা তাহার মধ্যগত কোন গ্রামের কি গ্রামের কোন অংশের নিবাসিরদের সংখ্যানিরূপণের সম্বাদ ঐ গ্রাম যে জিলার মধ্যে থাকে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেটসাহেবকে দেওন আবশ্যক সেই২ কর্ম্ম করিবার হুকুমনামার তারিখঅবধি ঐ২ সাহেবের করা কি পুনর্কি করা বন্দোবস্ত চূড়ান্তরূপে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে মঞ্জুরহওনের সম্বাদপত্র পাওনের তারিখপর্য্যন্ত ঐ বন্দোবস্তকরণ এবং তাহার পুনর্দৃষ্টিকরণের কর্ম্মেতে নিযুক্ত আছেন বোধ করা যাইবেক ঐ পূর্ব্বোক্ত সময়ের মধ্যে ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ১৫ আইনের দ্বারা মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্টমাজিষ্ট্রেটসাহেবেরদিগকে অর্পণহওয়া ক্ষমতা যে২ মহালের বন্দোবস্ত করা যাইতেছে সেই২ মহালের সম্বন্ধে স্থগিত থাকিবেক এবং ঐ প্রকার মহালের বিষয়ে ঐ২ সাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৩৪ ধারার যে ২ দ্বিতীয় প্রকরণের দ্বারা ভূমি কি ঘরবাটী কি জঙ্গল কি জলের নালাইত্যাদির বিষয়ের যে২ বিবাদ উপস্থিত হয় তাহা রাজস্বের কর্ম্মকারি সাহেবেরদের নিকটে সমর্পণ করিতে হুকুম হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিবেন এবং পোলীসের সকল কর্ম্মকারিকে হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে তাহারা কালেক্টর সাহেবদিগের কি রাজস্বের অন্য কর্ম্মকারিদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মকরণে অবিলম্বে ফলজনক সহায়তা করে ইতি।

যে নিযুক্ত থাকিবেন তাহার নিশ্চয় করিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ১৫ আইনের দ্বারা মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট সাহেবকে অর্পিত ক্ষমতা ঐ কালপর্য্যন্ত স্থগিত থাকিবার এবং ঐ২ সাহেবেরদের ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৩৪ ধারার ২ প্রকরণানুসারে কার্য্য করিবার কথা।

পোলীসের কর্ম্মকারিদিগের কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মকরণে অবিলম্বে ফলজনক সহায়তা করিতে হইবার কথা।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

বিষয়বিশেষে সৈন্যসম্বন্ধীয় আদালতের হুকুম জারী করিবার ক্ষমতা জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবদিগকে অর্পণার্থে ঐ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের তারিখ ২৮ আগস্ত মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৫ সালের ১৪ ভাদ্র মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৫ সালের ৩ ভাদ্র মোতাবেক বিলায়তী ১২৩৫ সালর ১৫ ভাদ্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৫ সালের ৪ ভাদ্র মোতাবেকে হিজরী ১২৪৪ সালের ১৬ সফরে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক ইরেঙ্গজী ১৮১০ সালের ২০ আইনের ২২ ধারার হুকুমানুসারে সৈন্যসম্পর্কীয় যেং আদালতে এক্ষণে বিচারাদি কর্ম্ম হইতেছে সেইং আদালতের ডিক্রীজারী করিবার অর্থে যেং হুকুম আছে তাহা কোনং বিষয়ে অকর্ম্মণ্য বোধ হইল অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ও তাহা এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি প্রবল হইবেক ইতি।

২ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবের বিষয়বিশেষে সৈন্যসম্পর্কীয় আদালতের ডিক্রী জারী করিতে পারিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ২০ আইনের ২২ ধারার হুকুমানুসারে সৈন্যসম্পর্কীয় কোন আদালতহইতে ঐ ধারার বিশেষিয়া লিখিত এদেশীয় কোন আসামীর প্রতি ২০০ দুই শতের অনধিক টাকা দিবার ডিক্রী হইয়া যদি ঐ সৈন্যসম্পর্কীয় আদালতের এলাকার মধ্যে তাহার তত টাকা মূল্যের দ্রব্যসামগ্রী না পাওয়া যায় তবে যে জিলা কি শহরের এলাকায় ঐ আসামীর দ্রব্যান্তর থাকে সেই জিলা কি শহরের আদালতের জজসাহেবের ক্ষমতা আছে যে ঐ সৈন্যসম্পর্কীয় আদালতের ঐ ডিক্রীর নকল এবং ঐ সৈন্যসম্পর্কীয় স্থানের কর্তৃত্বকারি সাহেবের দস্তখতী আদায় না হওয়া টাকার সর্টিফিকট পাইলে তাহার ঐ জিলা কি শহরের সীমার মধ্যে থাকা দ্রব্যহইতে ঐ ডিক্রীর সমুদয় টাকা কি তাহার কোন অংশ আদায়করণদ্বারা ঐ ডিক্রী জারী করেন এবং ঐ ডিক্রীর তারিখহইতে তিন মাসের মধ্যে যে কোন জিলা কি শহরের জজসাহেবের নিকটে ঐ বিষ

য়ের দরখাস্ত করা যায় সেই জিলা কি শহরের জজসাহেবকে এই ধারাক্রমে ক্ষমতা বরং হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে জিলা কি শহরের আদালতহইতে হওয়া ডিক্রী জারী করণের নিমিত্তে বস্তুবিক্রয়বিষয়ে চলিত আইনেতে যেমন২ লিখিত আছে সেইরূপ করিয়া এ ডিক্রীও জারী করেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,

W. CAREY,

Bengalee Translator of the Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের ২ আইনের কোন২ স্থানের অভিপ্রায় ও অর্থ স্পষ্ট করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের তারিখ ৪ সেপ্তেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৫ সালের ২১ ভাদ্র মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৫ সালের ১০ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৫ সালের ২২ ভাদ্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৫ সালের ১১ ভাদ্র মোতাবেকে হিজরী ১২৪৪ সালের ২৩ সফরে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতুক যে দাঙ্গাহঙ্গামাতে খুন হয় তাহার শাস্তির অল্পতাকরণের নিয়ম ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের ২ আইনেতে লেখা গিয়াছে কিন্তু ঐ আইনের অভিপ্রায় এই যে ঐ শাস্তির অল্পতার নিয়ম যে বিবাদেতে উভয়পক্ষ যত্নপূর্ব্বক দাঙ্গাহঙ্গামা করে তাহার সহিত সম্পর্ক রাখে কিন্তু হঠাৎ যে দাঙ্গাহঙ্গামা হইয়া উঠে তাহার কি কেহ কোন জনকে মারিতে উদ্যত হইলে সে আপনরক্ষার্থে তাহাকে আঘাত করিলে তাহারো সহিত সম্পর্ক রাখে না এবং ১৮২৩ সালের ২ আইনের অর্থ এবং অভিপ্রায় স্পষ্ট করা আবশ্যক বোধ হইল অতএব নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এবং এই আইন জারী হওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে তাহা প্রবল হইবেক ইতি।

হেতুবাদ।

২ ধারা।

যে দাঙ্গাহঙ্গামাতে খুন হয় তাহার শাস্তির অল্পতার যে নিয়ম ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের ২ আইনেতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা কোনবিষয়ক বিবাদেতে উভয় পক্ষেরা যত্নপূর্ব্বক দাঙ্গাহঙ্গামাকরণাপরাধ করিলে ও তাহা প্রমাণ হইলে তাহার সহিত সম্পর্ক রাখে কিন্তু হঠাৎউপস্থিত যে দাঙ্গাহঙ্গামাতে তাহার পূর্ব্বোদ্যোগের কিছু প্রমাণ না হয় তাহার এবং যে উপদ্রব কি অন্য নিগ্রহেতে নিগৃহীত পক্ষেরদের পূর্ব্বোদ্যোগ কি যত্নক্রমে হঙ্গামার স্থানে পক্ষান্তরের সম্মুখে আসিবার অভিপ্রায়ে প্রস্তুতহওন প্রমাণ না হয় তাহার এবং ক্ষেত কি শস্য কি অন্য কোন দ্রব্য উপযুক্তরূপে রক্ষাকরণার্থে রাখা লোকদিগকে

ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের ২ আইনের লিখিত শাস্তির অল্পতার নিয়ম যাহার২ সহিত সম্পর্ক রাখে তাহার কথা।

ঐ ২ দ্রব্যহরণ করিতে কি নষ্ট করিতে আগত লোকেরা প্রহারাদিকরণেতে দাঙ্গাহঙ্গামাদি হইয়া তাহাতে খুন হইলে তাহার অথবা আপনারদের জিম্মাতে থাকা কোন দ্রব্য রক্ষা করিবার উদ্যোগকরণসময়ে আপনারদিগের প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্তে উপদ্রব করণিয়াদিগের প্রতিকূলাচরণ করিলে ও তাহাতে খুন হইলে তাহারো সহিত সম্পর্ক রাখে না। ও সে সকল প্রকার হইলে দওরার জজসাহেবেরা আপনারদিগের আদালতের মৌলবীর দেওয়া ফতওয়াদৃষ্টে ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের ২ আইন না থাকিলে যেমত দণ্ডের হুকুম দিতেন সেইমত দণ্ডের হুকুম দিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১৫ আইন শুধরণের এবং ঐ আইনের লিখিত মহালাতে বারাণসের রাজার কর্তৃত্ব থাকন স্পষ্টরূপে জানাইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের তারিখ ১২ সেপ্তেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৫ সালের ২৯ ভাদ্র মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৫ সালের ১৮ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৫ সালের ৩০ ভাদ্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৫ সালের ১৯ ভাদ্র মোতাবেকে হিজরী ১২৪৪ সালের ১ রবিয়লআউওলে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের রাজা মহীপনারায়ণ সিংহের সহিত করা বন্দোবস্তের দ্বারা ভদুই ও কিরামঙ্গোরোর জায়গীরের এবং কসওয়ার অর্থাৎ পঙ্গাপুর পরগনার যে অংশ ঐ রাজার পৈতৃক জমীদারী তাহার মধ্যে মালগুজারী তহসীলের বিষয়ে যেপর্য্যন্ত আদালতের কার্য্য সম্পর্ক রাখে ঐ বিষয়ে বিশেষ নিয়ম করা গিয়াছে এবং তদনুসারে ১৭৯৫ সালের ১৫ আইনের দ্বারা তথাকার আদালতে ঐ প্রকার মোকদ্দমার বিচার করণ নিষিদ্ধ হইয়াছে ঐ রাজার মান ও মর্য্যাদা রক্ষাহওনার্থে ঐ২ মহালের কর্তৃত্ব তাঁহাকে সমর্পণ করা গিয়াছে কিন্তু তাহাতে এই নিয়ম হইয়াছে যে ঐ কর্তৃত্ব তথাকার কালেক্টরসাহেবের সহায়তা ও পরামর্শক্রমে এবং শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে নিবেদনকরণদ্বারা হুকুম পাওনানুসারে করা যায় ঐ বন্দোবস্তের স্পষ্ট তাৎপর্য্য এই যে সরকার ঐ দেশের অন্য সকল স্থানের প্রজাদিগের প্রতি কর্তৃত্বকরণের এবং তাহারদিগের অধিকার স্বীকারকরণের যে নিয়ম করিয়াছেন ঐ প্রকার কর্তৃত্ব এবং অধিকার স্বীকার ঐ২ মহালের প্রজারদিগের সম্বন্ধেও করা যায় কিন্তু ঐ রাজাকে এই রূপে দত্ত কর্তৃত্বের সম্পর্কীয় কার্য্যোপদেশের নিমিত্তে বিশেষ হুকুম না হওনেতে সরকারী কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইতেছে না এবং ঐ বন্দোবস্তের তাৎপর্য্য অন্য২ বিষয়েও সিদ্ধ হইল না অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং তাহা এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ঐ২ মহালের সকল স্থানে প্রবল হইবেক ইতি।

২ ধারা।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২ আইনের ১৭ ধারার ৬ প্রকরণ ও ৫ আইনের ৮ ধারা ও ১৫ আইন শুধরা যাওনের কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২ আইনের ১৭ ধারার ৬ প্রকরণ এবং ১৭৯৫ সালের ৫ আইনের ৮ ধারা এবং ঐ সালের ১৫ আইন এই ধারার দ্বারা নীচের লিখনক্রমে শুধরা যাইতেছে ইতি।

৩ ধারা।

বারাণসের রাজার পৈতৃক জমীদারী ভদুইইত্যাদি মহালাতের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টী কর্ম্ম শ্রীযুতের নিযোজিত সাহেবেতে অর্পিত হইবার কথা।

উপরের লিখিত মহালাতের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টী কার্য্যকারিত্ব শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে হুকুমদ্বারা যেং সাহেবকে সময়েং নিযুক্ত করেন্ সেইং সাহেবেতে থাকিবেক ইতি।

৪ ধারা।

মালগুজারীসম্পর্কীয় আদালতের সমস্ত কার্য্য রাজার দ্বারা নির্ব্বাহ হইবার কথা।

বিশেষ হুকুমের কথা।

মালগুজারী তহসীলের সম্পর্কীয় আদালতের সমস্ত কার্য্য এখনো নীচের লিখিত নিষেধদৃষ্টে ঐ রাজার কর্ত্তৃত্বেতে নির্ব্বাহ হইবেক কিন্তু ঐ কর্ত্তৃত্ব ঐ রাজাকে সমর্পণ করাতে এমত বোধ হয় না যে প্রজারা বিক্রয় কি দান কি উত্তরাধিকারিত্বের দ্বারা ভূমিতে দখল করণ কি স্বত্বরাখণ কি তাহা হস্তান্তরকরণবিষয়ে যে অধিকার ও স্বত্ব পূর্ব্বহইতে রাখে এবং ঐ দেশের অন্যং স্থানে তত্তুল্য লোকেতে যাহা উপভুক্ত আছে তাহার অথবা ঐ ভূমির উৎপন্নের বিষয়ে ও যেং স্বত্ব ও অধিকার লোকেরা রাখে তাহাহইতে তাহারা রহিত হয় ইতি।

৫ ধারা।

চলিত আইনানুসারে রাজার দ্বারা ভূমির বন্দোবস্ত হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— উপরের উক্ত মহালেতে সরকারের হুকুমদ্বারা মফঃসল অর্থাৎ জনাজাৎ বন্দোবস্ত না হইয়া থাকিলে ঐ ভূমির জমা ধার্য্য ও তাহার মধ্যগত গ্রামসকলের বন্দোবস্ত তথাকার রাজার দ্বারা হইবেক এবং বারাণসদেশে ঐং কার্য্যকরণের বিষয়ে সামান্য যে সকল হুকুম সম্পর্ক রাখে তদ্দৃষ্টে ঐ রাজা ঐং কার্য্য করিবেন ইতি।

মালগুজারী করিবার কবুলিয়ৎ দেওনিয়াদিগ্কে স্থির করিবার নিয়মের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— ঐ মহালাতের মধ্যগত ভূমির মালগুজারী করিবার কবুলিয়ৎ দিবার লোকদিগ্কে স্থিরকরণ বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের আইনানুসারে ঐ মহালাতের জনাজাৎ বন্দোবস্ত করিতে হইলে জমীদারস্বরূপে যাহারা গ্রাহ্য হইত তাহারাই অগ্রগণ্য হইবেক এবং ঐং লোকেরা রায়ী খ্যাতীতে খ্যাত হইবেক ও ঐ কবুলিয়ৎ দেওনের সময়ে ঐ ভূমির যে জমা নির্দ্ধার্য্য হইয়া তাহা আদায় করিবার যেং নিয়ম হয় ও যদ্দৃষ্টে তাহারা ঐ কবুলিয়ৎ দেওন বিষয়ে গ্রাহ্য হয় তাহার মতাচরণকরণের অধীনতায় ঐ ভূমি তাহারদিগের উত্তরাধিকারিগামী আর হস্তান্তরকরণযোগ্য বোধ হইবেক আর

তদশে

তদর্থে গ্রাহ্য হইবার দরখাস্তকরণিয়া কোন রায়ী না থাকিলে অথবা থাকিয়া উপযুক্ত রূপে বন্দোবস্ত করিতে স্বীকার না করিলে ঐ রাজা রাইয়ৎওয়ারী বন্দোবস্ত করিতে এবং আপন আমলার দ্বারা রাইয়তেরদের স্থানে খাজানা আদায় করিতে স্বীকারকরণ ব্যতিরেকে ঐ বন্দোবস্ত নিরূপিত সময়ের কারণ ইজারদারদিগের সহিত করা যাইবেক ইতি।

মালগুজারীর ভূমির জমা ধার্য্য করিবার হুকুমের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৪১ আইনের হুকুমানুসারে যেং ভূমি নিষ্কর সাব্যস্ত না হয় ঐ সকল ভূমির জমাধার্য্য ঐ বন্দোবস্তের পুনর্দৃষ্টির সময়ে ঐ ভূমিতে যত উৎপন্ন হইতে পারে তদ্দৃষ্টে করা যাইবেক কিন্তু ঐ ভূমিতে যে শুদ্ধ উৎপন্ন তাহার জমীদার পায় সেই উৎপন্ন যদি তথাকার দস্তুরমতে এবং তদ্বিষয়ে যেং হুকুম নির্দিষ্ট আছে তদনুসারে পূর্ব্বনির্দ্ধারিত জমাহইতে কিছু বেশী করা যাওনের উপযুক্ত বোধ না হয় তবে ঐ পূর্ব্বনির্দ্ধারিত জমার উপর কিছু বেশী করা যাইবেক না ইতি।

কবুলিয়ৎ দেওন অন্তর্গত অংশি ও প্রজারদের উপর আইনের লিখনাতিরিক্ত কর্তৃত্বকরণের কারণ না হইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— ঐ কবুলিয়ৎ দেওয়া লোকেরা সরকারের মালগুজারী আদায়করণের নিমিত্তে আইনেতে যাহা লিখিত আছে তাহার অতিরিক্ত আপনারদিগের অন্তর্গত অংশি ও প্রজাদিগের উপর আর কোন অধিকার ও কর্তৃত্ব রাখিবেক এমত বোধ হইবেক না অতএব যে পটীদার কি অংশিরা সাধারণে কি পৃথকরূপে আপনং অংশের অধিকারী আছে কিম্বা তাহার অধিকারের দাওয়া করে তাহারদের মধ্যে যে সকল বিবাদ উপস্থিত হয় তাহার সমাধা তাহারদিগের মধ্যে কোন জন সরকারে কবুলিয়ৎ দিতে গ্রাহ্য হইয়া থাকিলেও ঐ বিবাদের বিষয়ে তদ্দেশেতে যেং রীতি ও ব্যবহার চলে তদনুসারে করা যাইবেক এবং খোদকাস্তা ও ছপ্পরবন্দ রাইয়তেরদের দখলের অধিকারের বিষয়ে যে সকল বিবাদ উপস্থিত হয় তাহারো নিষ্পত্তি ঐ রীতি ও ব্যবহারদৃষ্টে করা যাইবেক ইতি।

বন্দোবস্ত কি তাহা পুনর্দৃষ্টি করণসময়ে যাহাং নিরূপণ করা ও বহীতে লেখা যাইবেক তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১৫ আইনের লিখিত কোন মহালের ভূমির মালগুজারীর বন্দোবস্ত কিম্বা তাহার পুনর্দৃষ্টি করা হইলে ঐ রাজার কর্ত্তব্য হইবেক যে ঐ মহালের জমার বন্দোবস্তের বিবরণের এবং ঐ ভূমির সংখ্যা এবং উৎপন্নের বিবেচিত পরিমাণের সহিত আপন নানাজাতীয় রাইয়তের স্বত্ব ও উপস্বত্ব এবং অধিকারসম্পর্কীয় সকল বিষয়ের নিরূপণ ও তাহা বহীতে লেখা যাওনের তাৎপর্য্য লিখেন অতএব ঐ বহীতে ঐ ভূমির সমস্ত দখীলকার লোকের যথার্থ বিবরণ এবং তাহারদিগের ভুক্ত বিষয় যাহাং থাকে তাহার প্রকার এবং পরিমাণের বেওরা লেখা যাইবেক এবং প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেক প্রকার ভূমির প্রতিবিঘার খাজানার সংখ্যা ও উৎপন্নের বেওরাও তাহাতে লেখা যাইবেক এবং নিষ্করে দখলকরা সকল ভূমির ও তৎসম্পর্কীয় সকল প্রকার বেওরাও তাহাতে লেখা যাইবেক এবং তাহাতে প্রত্যেক গ্রামের পাটওয়ারী

এবং লাখেরাজ ভূমি তাহার সকল বিষয়ের বেওরাসুদ্ধা বহীতে লেখা যাইবার কথা।

টওয়ারী ও চৌকীদারদিগের নাম ও তাহারদিগের বেতনের প্রকার ও সংখ্যা লেখা যাইবেক ইতি।

সাধারণে দখলকরা ভূমিসম্পর্কীয় হুকুমের কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—কোন মহালেতে কিম্বা তাহার খাজানা কি উৎপন্নেতে দুই কি ততোধিক জন সাধারণে স্বত্ব রাখিলে অথবা সাধারণে কর্ত্তব্য কার্য্যের অধীনতায় পৃথকরূপে দখীলকার থাকিলে রাজার ক্ষমতা আছে যে ঐ সমুদয় জনের সহিত কিম্বা গ্রামের মালগুজারীর সম্পর্কীয় কর্ম্মনির্ব্বাহের নিমিত্তে নিরূপণকরা কোন২ জনের সহিত ঐ মহালের বন্দোবস্ত করেন কিন্তু তাহা করণেতে সমুদয় অংশিদিগের সম্মতিতে দৃষ্টি রাখিতে হইবেক কেননা তাহারা তথাকার পূর্ব্ব রীতিমত কি বারাণসদেশের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্টহওয়া আইনের লিখিত মত হারে মালগুজারীর দায়ী হইয়া যেপর্য্যন্ত উপযুক্তরূপে বিভক্ত না হয় সেইপর্য্যন্তই পেটাও অধিকারির ন্যায় বোধ হইবেক ইতি।

কবুলিয়ৎ দেওনিয়া ও পটীদার ও অংশিরদের জওয়াব দিতে হইবার কথা।

তাহারদিগের মধ্যে হওয়া বিবাদের নিষ্পত্তি হওনের মতের কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।— কোন মহালের সম্পূর্ণ অধিকারী না হইয়া যাহারা সকল অংশির সম্মতিতে ঐ মহালের সকল কর্ম্মনির্ব্বাহকরণবিষয়ে স্থির করা গিয়া কবুলিয়ৎ দাখিল করে কবুলিয়তে দস্তখৎ না করা অন্য২ অংশিরা আপন২ মালগুজারী দেওনের বিষয়ভিন্ন অন্য২ বিষয়ে তাহারদিগের কৃত ত্রুটি ভোগী হইবেক না ঐ কবুলিয়তের দ্বারা অন্য কোন বিষয়ে পটীদার কিম্বা অংশিদিগের ভিন্ন কি সাধারণ স্বত্ব কি উপস্বত্বের হানি হইবেক না এবং ঐ অংশিরদের ও কবুলিয়ৎদেওয়া অধিকারিদিগের মধ্যে যে২ বিবাদ উপস্থিত হয় তাহার নিষ্পত্তি ঐ২ লোকদিগের প্রত্যেকের অধিকারিত্ব কি স্বত্বের যে নিশ্চয় হইতে পারিবে তদ্দৃষ্টে ন্যায় এবং আইন ও ঐ দেশের রীতি ও ব্যবহারানুসারে করা যাইবেক ইতি।

৬ ধারা।

ভূমির অধিকারিত্ব বিক্রয় কি দান কি বন্ধকই ত্যাদিক্রমে হস্তান্তর হইতে পারিবার কথা।

তাহার সমাচার [illegible] ক্তরূপে রাজাকে [illegible] দি ইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—বারাণসদেশের সমস্ত ভূম্যধিকারিদিগের এ অধিকার আছে যে তাহারা সরকারের আইনেতে দৃষ্টি রাখিয়া হিন্দু হইলে শাস্ত্রানুসারে কি মুসলমান হইলে শরার মতে আপনারদিগের ভূমিসমুদয়ের কি তাহার কোন অংশের স্বত্ববিক্রয় কি দানক্রমে কিম্বা বন্ধকাদি অন্য কোন প্রকারে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে অর্পণ করিতে পারে অতএব এই প্রকরণদ্বারা জানান যাইতেছে যে এই আইন যে২ মহালের সহিত সম্পর্ক রাখে সেই২ মহালের মধ্যের যাহা২ হস্তান্তর হয় সেই২ হস্তান্তরকরণ তাহা পাট্টার ও জমার হারহারির বিষয়ে আইনেতে যেমত লিখিত আছে তদনুসারে করা ও তাহার সমাচার উপযুক্তরূপে তথাকার রাজাকে দেওয়া গেলে অন্যান্য স্থানের করা হস্তান্তরের ন্যায় প্রবল হইবেক ঐ হস্তান্তরকরণের সম্বাদ ঐ রাজাকে দিতে ত্রুটি করিলে অন্য স্থানের হওয়া হস্তান্তরের সম্বাদ কালেক্টরসাহেবের নিকটে দিতে ত্রুটি করিলে

যেমন দোষ হয় সেইমত দোষ হইবেক কেননা কালেক্টরের সম্পর্কীয় নিষেধবিধি সুপ রিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের হুকুমের অধীন ঐ রাজার সহিত সম্পর্ক রাখে এবং এই বিষয়েতে ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ভূমি হস্তান্তর কি উত্তরাধিকারিতাক্রমে তাহা অন্যাধিকারির হস্ত গত হইলে তাহার বেওরা রাজার সিরিশ্‌তার বহীতে লেখাইবার দরখাস্ত করা গেলে ঐ রাজা তাহা ঐ বহীতে লেখাইবেন এবং বারাণসদেশের অন্য২ স্থানে ঐ প্রকার কর্ম্ম হইলে সরকারের এবং বিশেষ ব্যক্তিরদের স্বত্ব এবং উপস্বত্ব রক্ষার নিমিত্তে যে কর্ম্ম করণ কালেক্টরসাহেবের আবশ্যক তাহা ঐ রাজা করিবেন ইতি।

দানাদি কি উত্তরাধিকারিতাক্রমে ভূমি হস্তান্তর হইলে দরখাস্ত অনুসারে রাজা তাহা বহীতে লিখিবার ও কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবার কথা।

৭ ধারা।

উপরের লিখিত হুকুমসম্পর্কীয় সকল বিষয়ে রাজা অথবা তাঁহার আমলার কৃত নিষ্পত্তি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের দৃষ্টিগোচর করা যাইবেক এবং কোন জমীদারীর বন্দোবস্তকরণের কি তাহা হস্তান্তরকরণের সমস্ত কাগজপত্র ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নিকটে পাঠাইতে হইবেক এবং ঐ সাহেব অন্য যে বিষয় জ্ঞাতহওনের ইচ্ছা করেন তাহার বেওরা আনাইয়া আপন বিবেচনাক্রমে তাহা সাব্যস্ত কি মতান্তর কি রদ করিবেন এবং সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের ঐ২ বিষয়ের হুকুম শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে মতান্তর কি রদ না হইলে চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

পূর্ব্ব লিখিত বিষয়ে রাজার করা নিষ্পত্তি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের পুনর্দৃষ্টির অধীন হইবার এবং সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের হুকুম শ্রীযুতের হুকুমের দ্বারা রদ না হইলে চূড়ান্ত হইবার কথা।

৮ ধারা।

মালগুজারী তহসীলকরণের বিষয়ে ঐ রাজা ও তাঁহার আমলালোকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিরূপণার্থে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে ইতি।

মালগুজারী তহসীল করিবার হুকুমের কথা।

৯ ধারা।

ভূম্যধিকারিদিগের এবং ইজারদারেরদের অনায়াসে প্রজাদিগের স্থানে খাজানা তহসীলকরণের এবং ভূমির যে মালগুজারী সরকারে দেয় তাহা তহসীলকরণের ভারা ক্রান্তেরা যে২ রূপে তাহা তহসীল করিবেন তাহার এবং বাকীদারদিগকে কয়েদকরণের ও যে ভূমির উপর মালগুজারীর বাকী পড়ে তাহা শেষকল্পে নীলামকরণদ্বারা ঐ বাকী আদায়করণের বিষয়ে বারাণসদেশে যে২ আইন এক্ষণে চলিত আছে তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১৫ আইনের লিখিত মহালাতে যেপর্য্যন্ত সম্পর্ক রাখে সেই পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত মহালাতেও এই ধারার দ্বারা সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

বারাণসদেশে সরকারী মালগুজারী তহসীলকরণের বিষয়ে যে২ আইন চলিত আছে তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১৫ আইনের লিখিত মহালাতের সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

১০ ধারা।

১০ ধারা।

জমীদারস্বরূপে রাজার যে কর্ত্তৃত্ব আছে তাহার অতিরিক্ত মালগুজারী তহসীলের বিষয়ে রাজা কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবার কথা।

আইনের লিখনানুসারে ঐ রাজা জমীদারস্বরূপে পেটাও জমীদার কি ইজারদার কিম্বা প্রজারদের অথবা ভূমির অন্য দখীলকারদিগের স্থানে বাকী আদায়করণের নিমিত্তে তাহারদিগের বস্তু ক্রোক ও বিক্রয়করণে যে কর্ত্তৃত্ব রাখেন্ তাহার অতিরিক্ত এই আইনে কি ইহার পরে যেং আইন নির্দ্দিষ্ট হয় তাহাতে যেং নিষেধবিধি আছে কি হইবে তাহার অধীনতায় ঐ রাজা এই ধারার দ্বারা ঐং মহালাতেতে মালগুজারী তহসীলের বিষয়ে কালেক্টরসাহেবের ন্যায় ক্ষমতা রাখিবেন ইতি।

১১ ধারা।

মালগুজারীর বাকী আদায়ের কি ডিক্রী জারীর নিমিত্তে ভূমির নীলাম রাজার কি তাঁহার নায়েবের সাক্ষাৎ হইবার এবং ঐং কর্ম্মেতে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ১১ আইনের মত্তাচরণ করিতে হইবার কথা।

মালগুজারীর বাকী আদায়করণের কি আদালতের ডিক্রী জারীর নিমিত্তে ভূমি নীলাম করণ আবশ্যক হইলে সে নীলাম ঐ রাজার কি তাঁহার নায়েবের সাক্ষাৎ সরকারী কাছারীতে অথবা যে পরগনায় ঐ ভূমি থাকে সেই পরগনার মধ্যগত ইশ্‌তিহারনামাতে বিশেষিয়া লিখিত সকল লোকের দৃষ্টিগোচর উপযুক্ত স্থানে করা যাইবেক এবং ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ১১ আইনেতে ভূমি নীলামের বিষয়ে যে সকল হুকুম লিখিত আছে তাহা ঐ প্রকার নীলামের বিষয়ে সম্পর্ক রাখিবেক ও ঐ আইনের লিখিত নিয়মমতাচরণ করণ ও অকরণক্রমে ঐ নীলাম প্রবল ও অপ্রবল হইবেক ইতি।

১২ ধারা।

ভূমি নীলামের ও মালগুজারী তহসীলের কার্য্যের বিষয়ে বোর্ড রেবিনিউর ক্ষমতা সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে অর্পণ হইবার এবং কালেক্টরসাহেবেরা যেমত বোর্ডের তাবে থাকেন্ ঐ রাজা সেই মত সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের তাবে থাকিবার কথা।

ভূমি নীলামকরণের বিষয়ে এবং ভূমির মালগুজারী তহসীলের সম্পর্কীয় অন্য সকল কার্য্যের বিষয়ে কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা যে কর্ত্তৃত্ব রাখেন্ ঐ মহালাতের বিষয়ে তাহা এই ধারার দ্বারা সুপরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেবকে অর্পণ করা গেল এবং কালেক্টরসাহেবেরা যেমত বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের অধীনতায় কার্য্য করেন্ ঐ রাজা সেই মত সুপরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেবের অধীন থাকিয়া কার্য্য করিবেন ইতি।

১৩ ধারা।

সুপরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেবের হুকুমের উপর শ্রীযুতের হজুরে আপীল হইতে পারিবার এবং ভূমির বিষয়ের নালিশ আদালতে গ্রাহ্য করিতে নিষেধের কথা।

উপরের লিখিত বিষয়ে সুপরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেবের দেওয়া হুকুমের উপর শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলব্যতিরেকে অন্য কাহারু নিকটে আপীল হইতে পারিবেক না এবং ঐ মহালাতের মধ্যগত ভূমির নীলামের প্রবলতার বিষয়ের অথবা ভূমি কি তাহার খাজানার সম্বন্ধীয় স্বত্ব কি উপস্বত্বের দাওয়ার নালিশ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা কোন আদালতে থাকিবেক না ইতি।

১৪ ধারা।

১৪ ধারা।

ঐ রাজা ও তাঁহার আমলালোককে যে ক্ষমতা অর্পণ করা গেল সেই ক্ষমতামতাচরণের নিমিত্তে এই আইনেতে নির্দ্দিষ্টহওয়া হুকুমের অন্যথাচরণকরণের কি তাহার মতাচরণ করণেতে আবশ্যক কঠিনতাকরণের বিষয়ে যে সকল নালিশ হয় তাহা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব গ্রাহ্য করিতে পারিবেন এবং ঐ২ নালিশ কোন আদালতে গ্রাহ্য করা গেলে আইনানুসারে যেমতে তাহার ন্যায় করা যাইত সেই মতে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব তাহার প্রকৃত ন্যায় করিবেন কিন্তু কোন লোকের উপর ফৌজদারী আদালতের বিচারযোগ্য অপরাধকরণের অপবাদের নালিশ হইলে ঐ নালিশ মাজিষ্ট্রেটসাহেবকে সমর্পণ করা যাইবেক এবং ঐ মাজিষ্ট্রেটসাহেব ঐ নালিশ প্রথমতঃ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে আইনানুসারে যেমত করিতেন সেই মতে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।

মূলের লিখিত হুকুম লঙ্ঘনের বিষয়ে রাজা ও তাঁহার আমলার উপর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকটে নালিশ করিতে হইবার কথা।

ঐ অপরাধ ফৌজদারীর বিচারযোগ্য হইলে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটে তাহার মোকদ্দমা সমর্পণ করিতে হইবার কথা।

১৫ ধারা।

ঐ২ মহালের মধ্যে মালগুজারীর ও রাজস্বের বাকী আদায়করণের নিমিত্তে যন্ত্রণা ও ব্যামোহ এবং সকল প্রকার শারীরিক ক্লেশদেওন দৃঢ়রূপে নিষিদ্ধ হইল এবং কোন জন এই নিষেধের অন্যথা করাতে ঐ ক্লেশপ্রাপ্ত লোক নালিশ করিলে তাহার বিচার ফৌজদারী আদালতে হওনের যোগ্য হইবেক এবং ঐ ক্লেশদেওন সাব্যস্ত হইলে তদর্থে আইনেতে যে দণ্ড নিরূপিত আছে তাহা দেওনিয়ার সেই দণ্ড হইবেক ইতি।

মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ক্লেশআদি দিতে দৃঢ়নিষেধহওনের এবং তৎকরণিয়া লোক ফৌজদারী আদালতের বিচার ও দণ্ডযোগ্য হইবার কথা।

১৬ ধারা।

ঐ মহালের নিবাসি লোকেরদের ঐ দেশের অন্য২ স্থানের যেরূপ দেওয়ানী ন্যায় করা যাইবার নিমিত্তে নীচের লিখিতব্য মালগুজারীসম্পর্কীয় মোকদ্দমার প্রথম বিচার করিবার নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১৫ আইনের লিখিত প্রত্যেক পরগনাতে ঐ রাজার দ্বারা ঐ দেশীয় এক২ কমিস্যনর নিযুক্ত করা যাইবেক ইতি।

মালগুজারীসম্পর্কীয় মোকদ্দমার বিচারার্থে ঐ মহালাতের প্রত্যেক পরগনায় তদ্দেশীয় এক২ কমিস্যনর রাজার দ্বারা নিযুক্ত করা যাইবার কথা।

১৭ ধারা।

ঐ কমিস্যনরী পদের নিমিত্তে রাজা লোক স্থির করিয়া নাম লিখিয়া সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন কিন্তু তাহারা পদে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে ঐ রাজা তাহারদিগের বয়স এবং আচার এবং পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের বিষয়ে যাহা২ জ্ঞাত হন তাহা ঐ সাহেবের নিকটে লিখিয়া পাঠাইবেন এবং ঐ নাম লিখিয়া পাঠান কোন লোক অতিদুরাচার কি অকর্ম্মণ্য হইলে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব রাজার মান ও প্রতাপে দৃষ্টি রাখিয়া তাহার নিযুক্ত হওনেতে সম্মত হইবেন না ইতি।

ঐ পদের নিমিত্তে রাজা লোক স্থির করিবার ও তাহারদিগের নিয়োগ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সম্মতিতে হইবার কথা।

১৮ ধারা।

১৮ ধারা।

উপযুক্ত হেতুবিনা ক
মিস্যনর পদচ্যুত না হই
বার ও তদ্বিষয়ে রাজা সু
পরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের স
হযোগে ও পরামর্শেতে
কার্য্য করিবার কথা।

এই আইনানুসারে নিযুক্তহওয়া কোন কমিস্যনর উপযুক্ত হেতুব্যতিরেকে পদচ্যুত
হইবেক না এবং ঐ পদচ্যুতকরণের সকল বিষয়ে রাজা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের সহ
যোগে ও তাঁহার পরামর্শানুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

১৯ ধারা।

কোনং অপরাধপ্রযুক্ত
কমিস্যনরেরদের নামে
ফৌজদারীতে নালিশ হই
বার ও অপরাধ প্রমাণ হ
ইলে তাহারা জরীমানা ও
কয়েদের যোগ্য হইবার
কথা।

ঐ কমিস্যনরেরা ঘুষ কি বলক্রমে কিছু লওন কিম্বা অন্য গুরুতর অপরাধকরণপ্রযুক্ত
ফৌজদারী আদালতের বিচারযোগ্য হইবেক এবং দায়েরসায়েরী আদালতে তাহার
দিগের ঐ অপরাধ প্রমাণ হইলে ঐ অপরাধের প্রকারাদির অনুসারে তাহারা জরীমানা
ও কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

২০ ধারা।

তদ্দেশীয় কমিস্যনরদি
গের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের
কথা।

এই আইনানুসারে কমিস্যনরী পদপ্রাপ্ত লোকদিগের ক্ষমতা আছে যে তাহারা আ·
পনং এলাকার মধ্যের সকল প্রকার ভূমির কি তাহার খাজানার কি উৎপন্নের বিষয়েযে
সকল মোকদ্দমা তাহার হেতুহওনকালাবধি দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে উপস্থিত হয় তাহা
গ্রাহ্য করিতে ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবেক ইতি।

২১ ধারা।

ঐ দেশীয় কমিস্যনরদি
গের কার্য্যোপদেশের হ
কুমের কথা।

ঐং মোকদ্দমা গ্রাহ্য ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণ বিষয়ে ঐ কমিস্যনরেরা ইঙ্গ
রেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের লিখনমতে কার্য্য করিবেক এবং ঐ আইনেতে যে
বিষয়ে স্পষ্টরূপে কোন হুকুম নির্দ্দিষ্ট হয় নাহি তাহাতে জিলা ও শহরের দেওয়ানী আ
দালতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাসকলের বিষয়ে আইনেতে যেমতং লিখিত আছে তা
হার মধ্যে যেপর্য্যন্ত হইতে পারে তাহারি মতে কার্য্য করিবেন ইতি।

২২ ধারা।

বিশেষ হুকুমের কথা।

যেং মোকদ্দমায় ব্রিটনীয় প্রজারা কি ইউরোপের অন্য দেশীয় অথবা আমেরিকা দে
শীয় লোকেরা এক পক্ষ হন তাহার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণে এদেশীয় বিচারকর্ত্তারা যে
হুকুমদ্বারা নিষিদ্ধ সে হুকুম এই আইনের দ্বারা নিযুক্তহওয়া কমিস্যনরদিগের সহিত
সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

২৩ ধারা।

ঐ দেশীয় কমিস্যনরেরা

ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্তে যেং আইন চলিত আছে তাহার নির্দ্দিষ্ট হুকুমানুসারে

ঐ কমিস্যনরেরা

ঐ কমিস্যনরেরা আপনারদিগের কৃত নিষ্পত্তি জারী করিবেক কিন্তু মোকদ্দমার আপীল হইলে কমিস্যনর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নিকটহইতে যেং উপদেশ পায় তাহার মতে কার্য্য করিবেক ইতি।

আপনং কৃত নিষ্পত্তি জারী করিতে পারিবার কিন্তু তাহার উপর আপীল হইলে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের উপদেশমত কার্য্য করিবার কথা।

২৪ ধারা।

সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব ঐ কমিস্যনরদিগের রুবকারী দৃষ্টিপূর্ব্বক বিবেচনা করিবেন এবং তাহারদিগের করা নিষ্পত্তির তারিখহইতে ছয় মাসের মধ্যে তাহার উপর তাহার নিকটে আপীল হইলে তিনি তৎসম্পর্কীয় কাগজপত্র তলব করিবেন ও অন্য যেং বিবেচনা কর্ত্তব্য তাহা করিয়া ঐ কমিস্যনরদিগের নিষ্পত্তি সাব্যস্ত কি মতান্তর কি রদ করিবেন কিন্তু উভয়পক্ষের কোন পক্ষ ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের দেওয়া হুকুম রদ করাইবার নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দরখাস্ত করিলে ঐ শ্রীযুত তাহা রদ করিতে পারেন ইতি।

ছয় মাসের মধ্যে আপীলহওয়া মোকদ্দমার কমিস্যনরদিগের রুবকারী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের দৃষ্টিগোচর হইবার কথা।

শ্রীযুতের হজুরে দরখাস্ত দিলে তিনি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের হুকুম রদ করিতে পারিবার কথা।

২৫ ধারা।

মালগুজারী ও আদালতসম্পর্কীয় হুকুম জারীকরণের প্রতিবন্ধকতার যেং দণ্ড চলিত আইনেতে নিরূপিত আছে তাহা এই আইনানুসারে হওয়া হুকুম জারীকরণের প্রতিবন্ধকতার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

হুকুম জারীর প্রতিবন্ধকতার দণ্ড এই আইনের মতে হওয়া হুকুম জারীর বাধকতার সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

২৬ ধারা।

এই ধারাক্রমে ইহাও জানান ও নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে যে এই আইনের দ্বারা প্রকারান্তর হুকুম না হইয়া থাকিলে এই আইনের লিখিত মহালাতের মালগুজারী ও আদালতসম্পর্কীয় সকল কর্ম্ম চলিত আইনের অভিপ্রায় ও তাৎপর্য্যানুসারে করা যাইবেক এবং তাহা ঐ বিষয়ে সম্পর্ক না রাখিলে ন্যায় ও সুবিবেচনানুসারে কার্য্য করা যাইবেক ইতি।

এই আইনে প্রকারান্তর হুকুম না হইয়া থাকিলে চলিত আইনানুসারে রাজস্ব ও আদালতসম্পর্কীয় সমস্ত কার্য্য করা যাইবার কথা।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of the Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সাল ৮ অষ্টম আইন।

দাঙ্গাহঙ্গামাকরণাপরাধের বিষয়ে মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের ক্ষমতার আধিক্যকরণার্থে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের তারিখ ১৬ অক্তোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৫ সালের ১ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৬ সালের ২৩ আশ্বিন মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৬ সালের ২ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৫ সালের ৮ আশ্বিন মোতাবেকে হিজরী ১২৪৪ সালের ৬ রবীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক দাঙ্গাহঙ্গামাহওনের নিবারণ অতিবিলক্ষণরূপে হইবার নিমিত্তে ঐ অপরাধের শাস্তি দেওনার্থে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের ক্ষমতার আধিক্যকরণ আবশ্যক বোধ হইল অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুম শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নির্দ্দিষ্ট হইল ও ঐ হুকুম এই আইন জারীহওনের তাখিঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে প্রবল হইবেক ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ১ আইন স্থধরণের কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ১ প্রথম আইন এই ধারার লিখনক্রমে স্থধরা যাইতেছে ইতি।

৩ ধারা।

শাস্তি দিবার বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের ক্ষমতাধিক্যহওনের কথা।

যেং দাঙ্গাহঙ্গামাতে খুন কি অতিশয় অঙ্গক্ষত কি অন্য উৎকটাপরাধ হয় তদ্ভিন্ন অন্য যেং দাঙ্গাহঙ্গামার সহিত ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ২ আইন সম্পর্ক রাখে তাহার বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে তাহা করণের অপরাধিদিগকে এক বৎসরের অধিক না হয় এমত মিয়াদে বেড়ী ও খাটনিযুক্তে কি তদ্ব্যতিরেকে কয়েদ করান্ এবং ২০০ দুই শত টাকার অনূর্দ্ধ জরীমানা দিবার হুকুম দেন্ ও ঐ জরীমানার টাকা

না দিলে অপরাধী তাহার বদলে আর এক বৎসরের অনূর্দ্ধ মিয়াদে কয়েদ থাকিবেক কিন্তু ইহাতে তাহার কয়েদ থাকনের মোট মিয়াদ কোন প্রকারে ২ দুই বৎসরের অধিক হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সাল ৯ নবম আইন।

পাপর অর্থাৎ যোত্রহীনরূপে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীলের বিষয়ে যেং হুকুম চলিত আছে তাহা শুধরণার্থে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের তারিখ ২৭ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৫ সালের ১৩ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৬ সালের ৬ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৬ সালের ১৪ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৫ সালের ৬ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৪ সালের ১৮ জমাদীয়ল্‌আউওলে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতুক ইহা বুঝা যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮২৫ সালের ২ আইনের ৫ ধারার লিখিত হুকুম ঐ আইন জারীহওনের তারিখের পূর্ব্বে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাসকলের সহিত সম্পর্ক না রাখণহেতুক কখন ২ পাপররূপে নালিশকরণিয়াদিগের মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্যহওনের বাধা হইয়াছে অতএব শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ও তাহা এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে প্রবল হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

পাপররূপে যেং দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল উপস্থিত হইয়া ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের হুকুমানুসারে যোত্রহীন লোকেরা দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল করণের অযোগ্যহওনহেতুক ঐ ১৮১৪ সালের ২৮ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ইঙ্গরেজী ১৮২৫ সালের ২ আইন জারীহওনের তারিখপর্য্যন্ত অগ্রাহ্য হইয়াছে সেইং খাস আপীলের সহিত ইঙ্গরেজী ১৮২৫ সালের ২ আইনের ৫ ধারার লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখে ইহা এই ধারার হুকুমক্রমে জানান যাইতেছে ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮২৫ সালের ২ আইনের ৫ ধারার লিখিত হুকুম ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৮ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ১৮২৫ সালের ২ আইন জারীর তারিখপর্য্যন্ত অগ্রাহ্যহওয়া খাস আপীলের মোকদ্দমাসকলের সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

৩ ধারা।

৩ ধারা।

আদালতের সাহেবদিগকে এই আইন জারীর তারিখঅবধি ১ এক বৎসরের মধ্যে মূলের লিখিত খাস আপীলের দরখাস্ত উপস্থিত হইলে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতার্পণের কথা।

সকল আদালতের সাহেবদিগকে এই ধারাক্রমে ক্ষমতার্পণ করা এবং হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে উপরের ধারার লিখিত হেতুপ্রযুক্ত অগ্রাহ্যহওয়া দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীলকরণিয়া কোন জন এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ১ এক বৎসরের মধ্যে পুনর্ব্বার আপন মোকদ্দমার বিচার হওনার্থে দরখাস্ত করিলে চলিত আইনেতে তাহার প্রতিকূল কোন কথা লেখা থাকিলেও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের আইনের খোলাসার মধ্যগত স্থূল২ বিষয়।

দাঙ্গা হঙ্গামা।
আলীপুরের জেহলখানা।
কালেক্টরসাহেব।
সৈন্যসম্পর্কীয় আদালত।
বারাণসের রাজা।
বিশেষ কমিস্যনরসাহেব।
খাস আপীল।

ঐ স্থূল বিষয়ান্তর্গত বিষয়সকল।

আপীল।	বিশেষ কমিস্যনরসাহেবেরদের ও রাজার বিষয়ান্তর্গত।
শ্রীযুত ইঙ্গরেজের বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে আপীল।	বিশেষ কমিস্যনরসাহেবেরদের বিষয়ান্তর্গত।
জমা নির্দ্ধার্য্যকরণ।	ঐ।
ক্রোক্।..	ঐ।
বোর্ড রেবিনিউ।	বিশেষ কমিস্যনর ও কালেক্টরসাহেবেরদের বিষয়ান্তর্গত।
শহরের আদালত।	সৈন্যসম্পর্কীয় আদালতের বিষয়ান্তর্গত।
নিশ্চিত দোষি লোক।	আলীপুরের জেহলখানার বিষয়ান্তর্গত।
কালেক্টরসাহেব।	বিশেষ কমিস্যনরসাহেবেরদের বিষয়ান্তর্গতি।
সহাংশী।	বারাণসের রাজার বিষয়ান্তর্গত।
খরচা।	বিশেষ কমিস্যনরসাহেবেরদের বিষয়ান্তর্গত।
হুকুমনামা জারীকরণ।	ঐ।
আদালতের হুকুমমতাচরণকরণ।	ঐ।
ক্ষমতার বিস্তারকরণ।	দাঙ্গা হঙ্গামার বিষয়ান্তর্গত।
পাপরের প্রকারের নালিশ।	খাস আপীলের বিষয়ান্তর্গত।
আদালতের কার্য্যের প্রকার।	বিশেষ কমিস্যনরসাহেবদিগের বিষয়ান্তর্গত।
শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে।..................	আলীপুরের জেহলখানার বিষয়ান্তর্গত।

লাখেরাজী জমা।	বারাণসের রাজার বিষয়ান্তর্গত।
লাখেরাজ ভূমি।	বিশেষ কমিস্যনরসাহেবেরদের বিষয়ান্তর্গত।
বাজেয়াপ্তহওয়া ইজারা।	ঐ।
মাজিষ্ট্রেটসাহেব।	কালেক্টরসাহেবের বিষয়ান্তর্গত।
মোকররী।	বিশেষ কমিস্যনরসাহেবেরদের বিষয়ান্তর্গত।
এতদ্দেশীয় কমিস্যনর।	বারাণসের রাজার বিষয়ান্তর্গত।
আমলা।	বিশেষ কমিস্যনরসাহেবেরদের বিষয়ান্তর্গত।
কর্তৃত্বের এক্তেলানামা।	ঐ।
দিব্য।	ঐ।
দিব্যকরণপূর্ব্বক মিথ্যা সাক্ষ্যদেওয়া।	ঐ।
পোলীসের কর্ম্মকারিরা।	কালেক্টরসাহেবের বিষয়ান্তর্গত।
প্রবিন্স্যল কোর্ট।	ঐ।
পটীদার।	বারাণসের রাজার বিষয়ান্তর্গত।
রিপোর্ট।	বিশেষ কমিস্যনরসাহেবেরদের বিষয়ান্তর্গত।
আদালতের কর্ম্মকরণের দাঁড়া।	ঐ।
বন্দোবস্ত।	কালেক্টর ও বারাণসের রাজার বিষয়ান্তর্গত।
সদর দেওয়ানী আদালত।	বিশেষ কমিস্যনরসাহেবেরদের বিষয়ান্তর্গত।
সুন্দরবন।	ঐ।
দখল।	ঐ।
ভূমি হস্তান্তরকরণ।	ঐ।
অন্য দেশে অপরাধিকে পাঠাইয়াদেওন।	আলীপুরের জেহলখানার বিষয়ান্তর্গত।
উকীলের রসুম।	বিশেষ কমিস্যনরসাহেবেরদের বিষয়ান্তর্গত।
জিলার আদালত।	কালেক্টর ও সৈন্যসম্পর্কীয় আদালতের ও বিশেষ কমিস্যনরসাহেবেরদের বিষয়ান্তর্গত।

ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের আইনের খোলাসা।

মতান্তরকরণ ও শুধরণ ও বিস্তারকরণ ও রদকরণ ইত্যাদি।

যে২ আইন মতান্তরইত্যাদি করা গেল।					যে২ আইনের দ্বারা।		
সন	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।		আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
১৭৯৫	২	১৭	৬	শুধরণ।	৭	২	০
ঐ	৫	৮	০				
ঐ	১৫	০	০				
১৮১৯	২	২২	০	শুধরণ ও বিস্তারকরণ।	৩	১০	১
ঐ	ঐ	২৩	০				
ঐ	ঐ	২৪	০				
১৮২২	ঐ	০	০	শুধরণ।	৮	২	০
১৮২৪	১৫	৩	০	শুধরণ।	৪	২	২

দাঙ্গা।

দাঙ্গা হঙ্গামার বিষয়।	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
শান্তি দিবার বিষয়ে মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের ক্ষমতাধিক্যহওনের কথা।	৮	৩	০
আলীপুরের জেহলখানার বিষয়।			
আলীপুরের জেহলখানাতে কয়েদথাকনের হুকুমে যাবজ্জীবন কয়েদথাকা অপরাধিরা ঐ কয়েদের পরিবর্ত্তে অন্য কোন দেশে পাঠান গিয়া থাকিবার বাঞ্ছা করিলে তাহার দরখাস্ত যেরূপে করিবেক তাহার কথা।	১	২	১
কালেক্টরসাহেবেরদের বিষয়।			
কোন মহালের মধ্যগত কি মধ্যগত কল্পিত ভূমির স্বত্বাদির দাওয়ার মোকদ্দমা শুনিতে ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে ঐ মহালের বন্দোবস্তকারি কালেক্টর এবং অন্য সাহেবেরদের ক্ষমতা হইবার কথা।	৪	ঐ	০
সৈন্যসম্পর্কীয় আদালতের বিষয়।			
জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবের বিষয়বিশেষে সৈন্যসম্পর্কীয় আদালতের ডিক্রী জারী করিতে পারিবার কথা।	৫	ঐ	০
বারাণসের রাজার বিষয়।			
কোন২ মহালের মধ্যে তাঁহার কর্ত্তৃত্বের বিবরণের কথা।	৭	০	০
বিশেষ কমিস্যনরসাহেবেরদের বিষয়।			
ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইন এবং ঐমত অন্য২ আইনানুসারে কালেক্টরসাহেবদিগের বিচারিত মোকদ্দমাসকলের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্তে বিশেষ কমিস্যনরসাহেবেরা নিযুক্ত হইবার কথা।	৩	২	০
খাস আপীলের বিষয়।			
ইঙ্গরেজী ১৮২৫ সালের ২ আইনের ৫ ধারার লিখিত হুকুম ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৮ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ১৮২৫ সালের ২ আইন জারীর তারিখপর্য্যন্ত অগ্রাহ্যহওয়া খাস আপীলের মোকদ্দমাসকলের সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।	৯	২	০

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
আদালতের সাহেবদিগ্‌কে এই আইন জারীর তারিখঅবধি এক বৎসরের মধ্যে মূলের লিখিত খাস আপীলের দরখাস্ত উপস্থিত হইলে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতার্পণের কথা।	ঐ	৩	০

Index, &c. 1828—5.

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,

W. CAREY,

*Bengalee **Translator** of the **Regulations**.*

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেল
হইতে ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের যে২ তারিখে
যে২ বিষয়ের যে২ আইন জারী
হয় তাহার ফিরিস্তি।

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের আইনের ফিরিস্তি।

---

১ প্রথম আইন। ১ জানুআরি।

রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবদিগকে নিযুক্তকরণার্থে এবং সদর বোর্ড রেবিনিউ স্থাপনকরণার্থে এবং প্রবিন্স্যল কোর্টের দাঁড়া প্রকারান্তরকরণার্থে এবং পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবেরা এক্ষণে যে২ কার্য্য করেন তাহা এবং মফঃসলের বিশেষ কমিস্যনরসাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ আইনানুসারে যে২ কার্য্য করেন তাহাও ঐ কমিস্যনরসাহেবদিগের হস্তে অর্পণ করিবার নিমিত্তে এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের কার্য্য আরো সুন্দররূপে নির্ব্বাহ পাইবার।

২ দ্বিতীয় আইন। ১০ মার্চ।

ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ১৫ আইনের ৬ ধারা রদকরণের এবং ঐ আইনানুসারে মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের দেওয়া সকল হুকুম দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবেরদের নিকটে আপীলহওনের যোগ্য করিবার।

৩ তৃতীয় আইন। ২৮ আপ্রিল।

সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালত এবং মফঃসল আপীল আদালতের জজসাহেবদিগের কতক২ পদের খ্যাতি রহিত করিবার এবং সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের জজসাহেবদিগের এবং অন্য২ কার্য্যকারক সাহেবদিগের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল

এক্ষণে চ

হেবদিগে

রেজী ১

পণ্ডিত ও

ইঙ্গরে

নানুসারে

বিষয়বিশেষে তাহা শুধরণের এবং ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ আইনের ১০ ধারার ২ প্রকরণের কোনং কথাও শুধরিবার।

৫ পঞ্চম আইন। ১২ মাই।

ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১০ আইনের কতকং এবং ১৮২৫ সালের ২১ আইনের কতকং রদ করিবার।

৬ ষষ্ঠ আইন। ৯ জুন।

চুরীকরণ অপরাধের কোনং বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্টমাজিষ্ট্রেটসাহেবেরদের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের।

৭ সপ্তম আইন। ৯ জুন।

চলিত আইনের যেং অংশে নিরূপিত সময়ে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের সাহেবদিগের দাতব্য যেং রেওয়াপত্র ও কালেণ্ডর ও রেজিষ্টরপ্রভৃতি অন্য যেং কাগজপত্রের প্রকার নিরূপণ করা গিয়াছে এবং তাহা পাঠাইবার হুকুম চলিত আইনের যেং অংশে লেখা গিয়াছে ঐং আইনের ঐং অংশ রদ করিবার এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১০ আইনের ৩ ধারা ও ১৮০৩ সালের ২০ আইনের ৩ ধারাক্রমে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতে ঐং বিবরণপত্রাদির প্রকার নিরূপণ করিতে যে ক্ষমতার্পণ করা গিয়াছে তাহা সুস্পষ্টরূপে জানাইবার।

৮ অষ্টম আইন। ৯ জুন।

ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৫ আইন এবং ১৮২২ সালের ১ আইন নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করিবার।

৯ নবম আইন। ৯ জুন।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩১ আইনের কোনং হুকুম এবং তদনুসারে বারাণস ও দত্ত দেশের নিমিত্তে যে হুকুম হইয়াছে তাহা রদ করিবার এবং এতদ্দেশজাত লোকের প্রতি অন্যং লোক যে অবস্থাতে আছে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের বাণিজ্যের কুঠীর কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগকে ঐ অবস্থাতে রাখিবার।

১০ দশম আইন। ১৬ জুন।

ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়জাত মাসুলের বিষয়ি নির্দ্দিষ্ট আইনসকলের কতকং শুধরণপূর্ব্বক একত্র করিয়া এক আইনে সংগ্রহ করিবার।

১১ একাদশ আইন। ৭ জুলাই।

বাঁধইত্যাদিকরণ ও তাহার মেরামৎকরণের বিষয়ে যেং হুকুম চলন আছে তাহা নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করিবার।

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের আইনের ফিরিস্তি।

১২ দ্বাদশ আইন। ৭ জুলাই।

ইঙ্গরেজী ১৮২৫ সালের ১২ আইনের হুকুম নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করিবার।

১৩ ত্রয়োদশ আইন। ১৪ জুলাই।

লিগল আফের্সের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও রিমেম্বুনসরের পদ রহিত করণের।

১৪ চতুর্দ্দশ আইন। ১ সেপ্তেম্বর।

ভিন্নাধিকারবাসি লোকেরদের সহিত সম্পর্ক রাখণের বিষয়ি ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৯ নবম আইনের ৭ ধারার লিখিত হুকুম বিস্তারকরণের।

১৫ পঞ্চদশ আইন। ১৫ সেপ্তেম্বর।

সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া বস্তুর উপর মাসুল ধার্য্যকরণের বিষয়ে ঐ২ বস্তুর মূল্য নিরূপণ প্রকারান্তিরকরণের।

১৬ ষোড়শ আইন। ২৪ নবেম্বর।

পশ্চিমদেশের উৎপন্নহওয়া যে লবণ দত্ত ও জয়করা দেশে আমদানী হয় কি ঐ২ দেশের মধ্য দিয়া লইয়া যায় ঐ লবণের উপর অধিক মাসুল ধার্য্য করিবার এবং ঐ লবণ বারাণসদেশেতে প্রবেশহওনের সময়ে তাহার উপর ধার্য্যকরা মাসুলের অতিরিক্ত মাসুল নিরূপণ করিবার এবং পশ্চিমদেশোৎপন্ন লবণ বারাণস ও মীরজাপুর ও গাজীপুর শহরের খরচের নিমিত্তে আমদানী হইলে চলিত আইনানুসারে তাহার উপর শহরের যে মাসুল লওয়া যায় তাহা মৌকুফ করিবার।

১৭ সপ্তদশ আইন। ৪ দিসেম্বর।

সতীর কার্য্য এতাবতা সতীহওন অর্থাৎ জীবদ্দশায় দাহকরণ কি পুতিয়া রাখণ কর্ম্মই বিধিবিরুদ্ধ এবং ঐ প্রযুক্ত ঐ কর্ম্মকারিরা ফৌজদারী আদালতে দণ্ডনীয় ইহা জানাইবার।

১৮ অষ্টাদশ আইন। ৮ দিসেম্বর।

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ৪ আইনের ৩ ধারা রদ করিবার এবং ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ আইনের ও ১৮২৯ সালের ১ আইনের লিখিত হুকুম অধিক শুধরিবার।

 সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সাল ১ প্রথম আইন।

রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবদিগকে নিযুক্তকরণার্থে এবং সদর বোর্ড রেবিনিউ স্থাপনকরণার্থে এবং প্রবিন্স্যল কোর্টের দাঁড়া প্রকারান্তরকরণার্থে এবং পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবেরা এক্ষণে যেং কার্য্য করেন তাহা এবং মফঃসলের বিশেষ কমিস্যনরসাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ আইনানুসারে যেং কর্ম্ম করেন্ তাহাও ঐ কমিস্যনরসাহেবদিগের হস্তে অর্পণ করিবার নিমিত্তে এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের কার্য্য আরো সুন্দররূপে নির্ব্বাহ পাইবার অর্থে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ জানুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৫ সালের ১৯ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৬ সালের ১১ পৌষ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৬ সালের ২০ পৌষ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৫ সালের ১১ পৌষ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৪ সালের ২৪ জমাদীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

মাজিষ্ট্রেটী কর্ম্মের ও পোলীসের কর্ম্মের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টী করিবার অর্থে ও রাজস্বের কার্য্যভারাক্রান্তদিগের মধ্যে যেং সাহেবেরা মাজিষ্ট্রেটী কার্য্যেরো ভার রাখেন তাঁহারদিগের কার্য্যের বিষয়ে যে নিষেধবিধির অর্থে এক্ষণে যে দাঁড়া চলিতেছে তাহা কর্ম্মের উপযুক্ত নহে এমত বোধ হইল। মফঃসল আপীল ও দায়েরসায়েরী আদালতসকল এক্ষণে যেরূপ নিরূপিত আছে তাহার এলাকা অতিবিস্তারহওনহেতুক এবং তাহাতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী এই দুই বিষয়ের কার্য্যনির্ব্বাহকরণের ভার থাকনহেতুক প্রজাদিগের সম্বন্ধে যত শীঘ্র ন্যায়করণ সরকারের কর্ত্তব্য তত শীঘ্র ঐ ২ আদালতে হয় না। কারাগার শূন্যকরণের নিমিত্তে আইনেতে যে সময় নিরূপণ করা গিয়াছে তাহার মধ্যে তাহা নির্ব্বাহকরা বিশেষতঃ বরেলীর এলাকায় আদালতের ১৩ তের মোকাম এবং বেলা ও শেরপুরা নামে জাইণ্টমাজিষ্ট্রেটের দুই মোকাম থাকনপ্রযুক্ত তাহার নির্ব্বাহ হইতে পারে না এবং সকল আদালতে আপীলহওয়া অনেকং মোকদ্দমা বিচারাপেক্ষায় আছে তাহাতে অনেক লোকের ক্ষতি এবং বিবাদ ও অপরাধের কার্য্য হইতেছে। দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবেরা আপনারদিগের এলাকায় কেবল এক জন দওরা করিতে গেলে ঐ সাহেবের এমত ক্ষমতা নাই এবং তৎ ২ স্থানের বিষয়সকল এমত জ্ঞাত হইতে পারেন না যে পোলীসের কার্য্য শামলাইতে ও প্রজাদিগের রক্ষা করিতে পারেন্। বোর্ড রেবিনিউর তাবে দেশসকল অতিবিস্তারহওনপ্রযুক্ত ঐ সাহেবেরা ভূমির

বন্দোবস্তের

বন্দোবস্তের কালে তাহার জমা নির্দ্ধার্য্যের বিষয়ে তাঁহারদিগের নিকটে আদালতের মতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে এবং অন্য ভারিং বিষয়ের বিচারপূর্ব্বক নিষ্পত্তি করিতেও পারেন না বিশেষতঃ রাজস্বের কার্য্যকারক সাহেবদিগের কার্য্যোপদেশক এবং তাঁহারদিগের কৃত কার্য্য সর্ব্বতোভাবে পরিদর্শক এবং বিশ্বস্তরূপে সরকারের পরামর্শদায়কহওয়াতে দেশের রাজস্বের বৃদ্ধি রক্ষা করিতে পারেন না উপরের লিখিত দোষ দূরকরণের নিমিত্তে উপযুক্ত এবং আবশ্যক বোধ হইল যে সকল মাজিষ্ট্রেট ও পোলীসের কার্য্যকারক ও কালেক্টর ও রাজস্বের কার্য্য ভারাক্রান্ত অন্য সাহেবদিগকে রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবদিগের অধ্যক্ষতার ও কর্ত্তৃত্বের অধীন রাখা যায় এবং ঐ কমিস্যনর সাহেবদিগের এলাকা এমত পরিমিত হয় যে তথাকার সকল লোক অনায়াসে ঐ সাহেবদিগের নিকটে আপনারদিগের নিবেদন করিতে পারে এবং ঐ সাহেবেরাও আপনারদিগের ঐ এলাকার সর্ব্বত্র প্রয়োজনানুসারে পুনঃ২ যাইতে পারেন এবং সকল দায়েরসায়েরী আদালতে ও বোর্ড রেবিনিউতে যে২ ক্ষমতা এক্ষণে অর্পিত আছে তাহা নীচের লিখিতব্য মতান্তরক্রমে ঐ কমিস্যনরসাহেবদিগকে অর্পণ করা যায় অর্থাৎ ঐ সাহেবেরা দায়েরসায়েরী আদালতের কর্ম্মের বিষয়ে নিজামৎ আদালতের তাবে থাকেন এবং বোর্ড রেবিনিউর কার্য্যের বিষয়ে সদর অর্থাৎ প্রধান বোর্ড রেবিনিউর তাবে থাকেন এবং সর্ব্বতোভাবে দায়েরসায়েরী আদালতের কার্য্য আপীল আদালতের জজসাহেবেরদের কার্য্যেতে পৃথক্ রাখা যায় এবং ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ আইনের হেতুবাদেতে বিশেষ করিয়া যাহা২ লেখা গিয়াছে তদনুসারে পশ্চিমদেশীয় অনেক২ জিলাতে প্রজারা যে সকল অন্যায় ভোগ করিয়াছে তাহার প্রতিকার অতিশীঘ্র ও সুন্দররূপে করিবার নিমিত্তে আবশ্যক বোধ হইল যে ঐ আইনের হুকুমানুসারে কর্ম্মকারি মফঃসলের বিশেষ কমিস্যনরসাহেবেরা যে২ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রাখেন ঐ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নীচের লিখিতব্য মতান্তরক্রমে ঐ রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবদিগেরে দেওয়া যায় এবং আরো আবশ্যক বোধ হইল যে কটক জিলাতে কএক বৎসরহইতে কর্তৃত্বকরণের যে দাঁড়া চলিতেছে তাহা তাহার নিকটবর্ত্তি জিলা মেদিনীপুরে এবং অন্য যে২ দেশের কার্য্য তদ্রূপে করা যায় ঐ২ দেশের নিকটবর্ত্তি কএক জিলাতেও চলে আরো কোম্পানির খরচের বাহুল্য না হইবার নিমিত্তে আবশ্যক বোধ হইল যে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ উঠান যায় কেননা ঐ কমিস্যনরসাহেবেরা নিযুক্ত হইলে সে পদ থাকনের আবশ্যকতা নাই উপরের লিখিত আশয়ে এবং অভিপ্রায়ে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট করিলেন ও তাহা ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ মার্চ অবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে প্রবল হইবেক ইতি।

২ ধারা।

বিশেষ লিখিত এলাকা

নীচের লিখিত প্রত্যেক এলাকার নিমিত্তে রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরেরা

নিযুক্ত

নিযুক্ত হইবেন কিন্তু ইহাও নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলের হুকুমের দ্বারা কোন কি কোন২ জিলা এক এলাকাহইতে অন্য এলাকার শামিল করিতে পারেন্ এবং কমিস্যনরসাহেবেরদের সংখ্যার ন্যূনাতিরেককরণ আবশ্যক বোধ হইলে তাহা সর্ব্বত্র ঘোষণা করিলে করিতে কর্ত্তৃত্ব রাখেন্ ইতি।

র মধ্যে রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেব নিযুক্ত হইবার কথা।

১ প্রথম এলাকা।

সহারণপুর ও মুজফ্ফরনগর ও মিরট ও বুলন্দশহরের মাজিষ্ট্রেট্ ও কালেক্টর ও জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্ ও নায়েব কালেক্টরসাহেবেরদের তাবে যে২ দেশ ছিল তাহা।

২ দ্বিতীয় এলাকা।

আগরা ও আলীগড় ও সয়দাবাদের ঐ২।

৩ তৃতীয় এলাকা।

ফররোখাবাদ ওময়নপুরী ও শিরপুরা ও এটাওয়ার ঐ২।

৪ চতুর্থ এলাকা।

মুরাদাবাদ ও নগিনা ও সহঃসানের ঐ২।

৫ পঞ্চম এলাকা।

বরেলী ও শাহজাহাঁপুর ও পিলিভীটের ঐ২।

৬ ষষ্ঠ এলাকা।

কানপুর ও বেলা ও উত্তর বুন্দেলখণ্ডের ঐ২।

৭ সপ্তম এলাকা।

আলাহাবাদ ও ফতেপুর ও বন্দোর ঐ২।

৮ অষ্টম এলাকা।

বারাণস ও মীরজাপুর ও জোয়ানপুরের ঐ২।

৯ নবম এলাকা।

গোরক্ষপুর ও আজীমগড় ও গাজীপুরের ঐ২।

১০ দশম

১০ দশম এলাকা।

সারণ ও শাহাবাদ ও তিরোথের ঐ২।

১১ একাদশ এলাকা।

পাটনা ও বেহার ও রামগড়ের ঐ২।

১২ দ্বাদশ এলাকা।

ভাগলপুর ও মুঙ্গের ও মালদহ ও পূরণিয়ার ঐ২।

১৩ ত্রয়োদশ এলাকা।

দিনাজপুর ও রঙ্গপুর ও রাজশাহী ও বগুড়ার ঐ২।

১৪ চতুর্দ্দশ এলাকা।

মুরশিদাবাদ ও বীরভূম ও নদীয়ার ঐ২।

১৫ পঞ্চদশ এলাকা।

ঢাকা ও ঢাকা জলালপুর ও ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহের ঐ২।

১৬ ষোড়শ এলাকা।

চাটিগাঁ ও নওয়াখালীর ঐ২।
এই এলাকা আরাকাণের কার্য্যের কর্ত্তৃত্বকারি সাহেবের তাবে রাখা যাইবেক।

১৭ সপ্তদশ এলাকা।

সেরপুর ও শিলহট্টের ঐ২।
এই এলাকা আশাম ও রঙ্গপুরের উত্তর পূর্ব্ব ভাগের কমিস্যনরের তাবে রাখা যাইবেক।

১৮ অষ্টাদশ এলাকা।

বাকরগঞ্জ ও যশোহর ও চব্বিশ পরগনা ও বারাশত ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তি গ্রামসকলের ঐ২।

১৯ ঊনবিংশতি এলাকা।

কটক ও খোরদা ও বালেশ্বর ও মেদিনীপুর ও নগওয়ান ও তদন্তঃপাতি হিজলীর ঐ২।

২০ বিংশতি

২০ বিংশতি এলাকা।

বর্দ্ধমান ও জঙ্গল মহাল ও হুগলীর ঐ২।

৩ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— উপরের লিখিত কমিস্যনরসাহেবেরা আপন২ এলাকার মধ্যগত শহর ও জিলার মধ্যে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা কারাগার শূন্যকরণের বৈঠকে যে ক্ষমতাচরণ ও কর্তৃত্ব করেন্ তাহা এবং দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা সকলে মিলিয়া যে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাচরণ এক্ষণে করেন্ তাহাও করিবেন ইতি।

কমিস্যনর সাহেবেরা আপন২ এলাকার মধ্যে বৈঠকের কালে দায়েরসায়েরী আদালতের যে ক্ষমতা তাহা এবং দায়েরসায়েরী আদালতের সামান্য ক্ষমতা রাখিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—সরকারের হুকুমানুসারে নিরূপিত কালে ঐ কমিস্যনরসাহেবেরা সময়ে২ কারাগার শূন্যকরণের নিমিত্তে বৈঠক করিবেন ও তাহা করণার্থে যে সময় এবং ক্রম নিরূপণ করা যাইবেক তাহা ঐ এলাকাসম্পর্কীয় থানা ও জিলার মধ্যে ঘোষণার দ্বারা প্রচার করা যাইবেক এবং প্রতিবৎসরে ঐ২ প্রত্যেক এলাকায় কারাগারশূন্যকরণের কর্ম্ম দুইবারের কম করা যাইবেক না কিন্তু ইহাও নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে যে ঐ২ কমিস্যনরসাহেবেরা ন্যায়করণের নিমিত্তে আবশ্যক হইলে অথবা নিজামৎ আদালতের হুকুম পাইলে সামান্য বৈঠকের নিমিত্তে নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বে কোন সময়ে আপনারদিগের কর্তৃত্বের তাবে কোন শহর কি জিলার কারাগারশূন্যকরণের বৈঠক করিতে পারেন্ এবং ঐ২ শহর কি জিলার মাজিষ্ট্রেট্ অথবা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের দ্বারা কয়েদহওয়া কোন জনের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন্ ইতি।

প্রত্যেক এলাকার মধ্যগত প্রত্যেক জিলায় বৈঠককরণের সময় সরকারেতে নিরূপিত হইবার কথা।

ঘোষণার দ্বারা ঐ বৈঠককরণের সময় ও ক্রম জানাইবার কথা।

এক২ জিলায় বৎসরের মধ্যে দুইবার কারাগার শূন্যকরণের কথা।

বিশেষ হুকুম কমিস্যনরসাহেবেরা আবশ্যক বুঝিলে অথবা নিজামৎ আদালতের হুকুম পাইলে বৈঠকের নিমিত্তে নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বেও কারাগারশূন্যকরণকর্ম্ম অথবা কোন কয়েদীর মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— কারাগারশূন্যকরণের কর্ম্ম যে মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব কয়েদীদিগকে কয়েদ করিয়া থাকেন্ তাঁহারদিগের মোকামে সামান্যতঃ করা যাইবেক কিন্তু শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে এবং সরকারের হুকুম পাইলে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে কোন জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের তাবে কোন এলাকার বৈঠক ঐ সাহেবের এলাকাসম্পর্কীয় যে কোন থানা যে কোন জিলাতে থাকে ঐ জিলার সদর মোকামে করিতে হুকুম দিতে পারেন্ কিন্তু

কারাগারশূন্যকরণকর্ম্ম কয়েদকরণিয়া সাহেবের মোকামে সামান্যতঃ করা যাইবার কথা।

কিন্তু শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল এবং সরকারের হুকুম পাইলে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা জাইণ্টমাজিষ্ট্রেটের অধীন কোন থানা যে২ জিলায় থাকে ঐ জিলার সদর মোকামে জাইণ্ট মা

ইহাও

জিষ্ট্রেটের দ্বারা কয়েদথাকা ব্যক্তির মোকদ্দমা করিতে পারিবার কথা।

বিশেষ হুকুম।—ঐ জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ যে কমিস্যনরের অধীন থাকেন্ ঐ জিলার কমিস্যনরের এলাকার মধ্যগত হইবার কথা।

ইহাও হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে ঐ সদর মোকাম ঐ জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ যে কমিস্যনর সাহেবের অধীন হন্ ঐ কমিস্যনরসাহেবের এলাকার মধ্যগত হয় ইতি।

বৈঠক করিতে উদ্যত কমিস্যনরসাহেবেরা আপনং এলাকার মধ্যগত জিলার মৌলবীকে হাজির হইতে হুকুম দিতে পারিবার কথা।

এবং প্রবিন্স্যল কোর্টে বৈঠক হইলে ঐ কোর্টের কোন মৌলবীকে হাজির হইতে হুকুম দিতে পারিবার কথা।

যেং মৌলবীকে হাজির হইতে হুকুম দেওয়া যায় তাহারা দায়েরসায়েরী আদালতের মৌলবী এখন যেং কর্ম্ম করে তাহা করিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— কমিস্যনরসাহেবেরা কারাগারশূন্যকরণকর্ম্ম করিতে অথবা উপরের লিখনমতে কোন কয়েদীর মোকদ্দমার বিচার করিতে উদ্যত হইয়া আপনং এলাকার মধ্যের জিলা কি শহরের আদালতের কোন মৌলবীকে হাজির হইতে হুকুম দিতে পারেন্ অথবা কোন প্রবিন্স্যল কোর্টের মোকামে মোকদ্দমার বিচার করিতে উদ্যত হইয়া ঐ কোর্টের কোন মৌলবীকে হাজির হইতে হুকুম দিতে পারেন্ এবং যে মৌলবীকে এই মত হাজির হইতে হুকুম দেওয়া যায় সেই মৌলবী এক্ষণে দায়েরসায়েরী আদালতে যে কর্ম্ম মৌলবীর কর্ত্তব্য সেই কর্ম্ম করিবেক ইতি।

৪ ধারা।

আইনের দ্বারা অন্য প্রকার হুকুম না হওয়াপর্য্যন্ত কমিস্যনরসাহেবেরা আপনং এলাকার মধ্যে বোর্ড রেবিনিউ ও কোর্ট ওয়ার্ডসে এখন যে ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব অর্পিত আছে তাহা কলিকাতা রাজধানীথাকা সদর বোর্ডের সাহেবেরদের এবং সরকার অথবা সরকারের অনুমতিক্রমে সদর বোর্ডের সাহেবেরা যে নিষেধবিধি করেন্ তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া তাহার মতাচরণ করিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— যেপর্য্যন্ত আইনের দ্বারা অন্য প্রকার হুকুম বিশেষরূপে না করা যায় সেইপর্য্যন্ত ঐ কমিস্যনরসাহেবেরা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে অন্য প্রকার হুকুমহওনব্যতিরেকে সামান্যতঃ কলিকাতা রাজধানীতে থাকা সদর অর্থাৎ প্রধান বোর্ডের হুকুম ও কর্ত্তৃত্বের অধীন থাকিয়া এবং শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে অথবা ঐ হজুরের অনুমতিক্রমে ঐ সদর বোর্ড যেং নিষেধ ও বিধি করেন্ তাহারো অধীন থাকিয়া আপনং এলাকার মধ্যগত জিলাসকলের মধ্যে বোর্ড রেবিনিউর ও কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগকে এক্ষণে যেং ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব অর্পিত আছে সেইং ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্বের কার্য্য করিবেন ইতি।

সদর বোর্ডের সাহেবেরা এবং কমিস্যনরসাহে

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— সরকারের রাজস্বের সিরিশ্তার কার্য্যকরণের প্রকারের বিষয়ে কমিস্যনরসাহেবেরা এবং সদর বোর্ডের সাহেবেরা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল

বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে সময়ে২ যেমত২ হুকুম হয় তদনুসারে কার্য্য করিবেন এবং শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে এমত কর্ত্তৃত্ব আছে যে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা এবং কমিস্যনরসাহেবেরা যে সময় দওরার কর্ম্মে প্রবৃত্ত না থাকেন্ সেই সময়ে তাঁহারদিগের থাকিবার মোকাম স্থির করেন্ এবং ঐ শ্রীযুত কলিকাতা রাজধানীর তাবে দেশের মধ্যগত যে২ স্থানে সময়ে২ উপযুক্ত বোধ করেন্ সেই স্থানে ঐ সাহেবেরা থাকিবেন ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— আরো নির্দ্দিষ্ট হইতেছে যে এক এলাকার মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের এলাকার মধ্যগত কোন ভূমি অন্য এলাকার কালেক্টর কি নায়েব কালেক্টরের কর্ত্তৃত্বের তাবে হইলে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলের হুকুমের দ্বারা যে কমিস্যনরসাহেবেরদের এলাকার মধ্যে ঐ ভূমি থাকে সেই কমিস্যনরসাহেবেরা ঐ ভূমির রাজস্বের কর্ম্মের বিষয়ে যে প্রকার এবং যেপর্য্যন্ত কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিবেন তাহার নিরূপণ করিবেন ইতি।

৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— কলিকাতা ও ঢাকা ও মুরশিদাবাদ ও পাটনা ও বারাণস ও বরেলীর এলাকার প্রবিন্স্যল কোর্ট আপীলের জজসাহেবেরা দায়েরসায়েরী আদালতের জজের পদক্রমে এক্ষণে যে২ ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব রাখেন্ তাহা নিবৃত্ত হইল এবং ইঙ্গরেজী ১৮২৫ সালের ১৭ আইন এবং অন্য যে সকল আইনের দ্বারা দায়েরসায়েরী আদালতের এলাকার সীমানিরূপণ করা গিয়াছে অথবা কারাগারশূন্যকরণকর্ম্ম যে সময় ও যে ক্রমেতে করা যাইবেক তাহারো নিরূপণ করা গিয়াছে তাহা এবং যে সকল আইনের অর্থে এবং অভিপ্রায়ে এমত বোধ হয় যে দায়েরসায়েরী আদালতের ক্ষমতা এবং কর্ত্তৃত্ব ঐ উপরের উক্ত কোর্ট আপীলের সহিত সম্পর্ক রাখে অথবা উপরের লিখনমতব্যতিরিক্ত অন্য প্রকারে দায়েরসায়েরী আদালতে কোন মোকদ্দমায় ঐ আদালতের মৌলবীর হাজির হওয়ার ও ফতওয়া দেওয়ার হুকুম থাকে তাহা এবং দায়েরসায়েরী আদালতে

বেরা রাজস্বের সিরিশতার কার্য্যকরণের প্রকারের বিষয়ে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সময়ে২ যেমত হুকুম দেন্ তদনুসারে কার্য্য করিবার কথা।

ঐ শ্রীযুত সদর বোর্ড এবং কমিস্যনরসাহেবেরা দায়েরসায়েরী কর্ম্মে প্রবৃত্তহওন সময়ব্যতিরেকে যেখানে থাকিবেন তাহা নিরূপণ করিবার কিন্তু ঐ মোকাম রাজধানীর তাবে দেশের মধ্যে গণ্য হইবার কথা।

এক এলাকার মাজিষ্ট্রেট্ অথবা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের এলাকায় থাকা ভূমি অন্য এলাকার কালেক্টর অথবা ডেপুটি কালেক্টরের অধীন হইলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সলে রাজস্বের বিষয়ে ঐ দুই কমিস্যনরের পরস্পর ক্ষমতা নিরূপণ করিবার কথা।

কলিকাতা ও ঢাকাও মুরশিদাবাদ ও পাটনা ও বারাণস ও বরেলীর এলাকার মধ্যে প্রবিন্স্যল কোর্ট আপীলের জজসাহেবেরা দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা পদপ্রযুক্ত যে ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব রাখেন্ তাহা নিবৃত্ত হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮২৫ সালের ১৭ আইন এবং দায়েরসায়েরী আদালতের এলাকানিরূপণের অন্য সকল আইন ও কারাগারশূন্যকরণ কর্ম্মের সময় ও ক্রম নিরূপণের আইন রদ হইবার কথা।

যে সকল আইনের দ্বা

পূর্ব্বে

রা কোর্ট আপীলের জজ সাহেবদিগকে দায়েরসায়েরী আদালতের ক্ষমতা অর্পণ করা যায় অথবা যেং আইনক্রমে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের করা মোকদ্দমায় ঐ মৌলবীর হাজিরহওয়ার ও দওরার হুকুম হয় তাহা উপরের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট করাব্যতিরেকে রদ হইবার কথা।

যে সকল আইন দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের ক্ষমতা কমিস্যনরসাহেবদিগকে অর্পণকরণের বিরুদ্ধে আছে তাহা রদ হইবার কথা।

দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবেরা এই আইন জারীহওনসময়ে দওরায় যাইয়া চলিত আইনানুসারে ঐ দওরার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবার কথা।

বিশেষ হুকুম।

শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে কোন কমিস্যনরসাহেবকে অথবা অপীলের জজসাহেবকে অথবা কয়েদকরণিয়া সাহেবব্যতিরিক্ত অন্য কোন জজসাহেবকে কমিস্যনরের কর্তৃত্ব পাওনব্যতিরেকে কোন শহর কি জিলায় বৈঠক করিতে হুকুম দিতে কর্তৃত্ব রাখিবার কথা।

বোর্ড রেবিনিউ ও কোর্ট ওয়ার্ডসের অথবা তাহার মধ্যের কোন সাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং ক্ষমতা নিরূপণের আইনসকলের যেং হুকুম এখন নির্দ্দিষ্ট দাঁড়ার সহিত না মিলে তাহা রদ হইবার কথা।

পূর্ব্বে থাকা ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব এই আইনানুসারে নিযুক্তকরণীয় রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবেরদিগকে অর্পণহওনের বিষয়ে যেং আইন একবাক্য না হয় তাহাও এই প্রকরণদ্বারা রদ হইল ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইহাও নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে যে উপরের লিখিত কোন জিলা কি শহরের কারাগারশূন্যকরণার্থে দায়েরসায়েরী আদালতের কোন জজসাহেব বৈঠক আরম্ভকরণের পরে ঐ জিলা কি শহরে এই আইন জারী হইলে ঐ বৈঠক পূর্ব্ব চলিত আইনানুসারে কর্ম্মকরণহইতে নিবৃত্ত হইবেক না আরো হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে কর্তৃত্ব আছে যে ঐ শ্রীযুত কোন কমিস্যনরসাহেবকে অথবা কোন কোর্ট আপীলের জজসাহেবকে অথবা যে মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা কয়েদী কয়েদ হইয়া থাকে তাহাব্যতিরেকে অন্য কোন জজকে ঐ এলাকার কমিস্যনরসাহেবের সামান্য ক্ষমতা অর্পণ না করিয়া যে কোন সময়ে শীঘ্র ও উত্তমরূপে ন্যায়করণার্থে আবশ্যক বোধ হয় এবং কোন কারণপ্রযুক্ত ঐ এলাকার কমিস্যনরের সকল ক্ষমতাযুক্তে ঐ কর্ম্মকারি সাহেবের কর্ম্মকরণ অনুপযুক্ত বোধ হয় ঐ সময়ে দায়েরসায়েরী আদালতের কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতাযুক্তে কোন শহর কি জিলার কারাগারশূন্যকরণের বৈঠক করিতে হুকুম দেন ইতি।

৬ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউর ও কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের অথবা তাহার মধ্যে কোন সাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্মএবং ক্ষমতানিরূপণের নিমিত্তে চলিত আইনের যে হুকুম উপরের লিখিত দাঁড়ার সহিত না মিলে তাহা রদ হইল ইতি।

৭ ধারা।

৭ ধারা।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশের পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবেরদের আমলা এই ধারার দ্বারা নিবৃত্ত হইল এবং ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ১০ আইনে এবং তাহার পরে ঐ আমলার বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট অন্যং আইনে যেং হুকুম করা গিয়াছে তাহাও এই ধারার দ্বারা রদ হইল কিন্তু এই হুকুম হইয়াছে যে রেবিনিউর এবং দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবেরা আপনং এলাকার মধ্যের যে সকল কর্ম্ম পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টেরদের হস্তে অর্পিত ছিল সেই সকল কর্ম্ম পোলীসের বৈঠককরণের সময়ে মোকদ্দমাকরণের পূর্ব্বে যেং লোক অপরাধে অপবাদিত কিম্বা সন্দিগ্ধ হইয়া থাকিত তাহারদের ক্ষমাকরণের বিষয়ে ১৮২৪ সালের ১০ দশম আইনক্রমে ঐ পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট যে ক্ষমতা অর্পিত ছিল তাহাব্যতিরেকে করিবেন। মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের এবং জাইণ্টমাজিষ্ট্রেটেরদের ক্ষমতা আছে যে তাঁহারা অন্য কোন ক্ষমতাপন্ন লোকের নিকটে দরখাস্তকরণব্যতিরেকে ঐ আইনের লিখিত সকল বিষয়ে ক্ষমাকরণের কথা কহেন কিন্তু তাঁহারদিগকে অর্পিত ঐ আইনের লিখিত ঐ ক্ষমতার মত কর্ম্মকরণের প্রকারের বিষয়ের আইনের অন্যং হুকুমে দৃষ্টি করিতে হইবে এবং উচ্চতর আদালত ও সরকারের অধীনতা বোধে কর্ম্ম করিতে হইবে ইতি।

পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ উঠিয়া যাইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ১০ আইন এবং ঐ পদবিষয়ি অন্যং আইন রদ হইবার কথা।

বিশেষ হুকুম রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবেরা আপনং এলাকার মধ্যে যেং কর্ম্ম পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট করিতেন তাহা করিতে পারিবার কথা।

কিন্তু অপরাধের ভাগিরদের ক্ষমাকরণের কথার বিষয়ে ১৮২৪ সালের ১০ আইনে অর্পিত ক্ষমতাচরণ না করিবার কথা।

মাজিষ্ট্রেট এবং জাইণ্টমাজিষ্ট্রেটসাহেব কতক নিষেধে দৃষ্টি রাখিয়া ঐং ক্ষমতার মতাচরণ করিবার কথা।

৮ ধারা।

কটকও মেদিনীপুরের এলাকার কমিস্যনরসাহেব আপন ভাবে সকল জিলার সর্ব্বত্র কটকদেশে তাঁহার যেং ক্ষমতা ছিল ঐ ক্ষমতাপন্ন হইবেন ও সেই ক্ষমতার মতাচরণ করিবেন কিন্তু ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ৫ পঞ্চম ধারার ৫ পঞ্চম প্রকরণের লিখিত যেং কথাতে হুকুম হইয়াছে যে প্রথম উপস্থিতহওয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার অথবা ঐ কমিস্যনরেতে বিচার্য্য আপীলহওয়া মোকদ্দমার যেং নিষ্পত্তি ঐ কমিস্যনর করিয়া থাকেন ঐ প্রকরণের লিখিত বর্জ্জনীয় কথাব্যতিরেকে চূড়ান্ত হইবে তাহা এই ধারার দ্বারা রদ হইল এবং ঐ কমিস্যনরসাহেব আপনার আপীলের জজস্বরূপ পদে অন্যং মফঃসল জিলার জজসাহেবেরদের ন্যায় সদর দেওয়ানী আদালতের অধীন থাকিবেন আরো হুকুম হইয়াছে যে রাজস্বের সিরিশ্তার ঐ কমিস্যনর অন্য এলাকার কমিস্যনরের ন্যায় সদর বোর্ডের অধীন হইবেন ইতি।

কটকজিলার কমিস্যনরসাহেবের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব মেদিনীপুর জিলাতে সম্পর্ক রাখিবার কথা।

বিশেষ হুকুম।

ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার ৫ প্রকরণ শুধরিবার ও কটকের এলাকার কমিস্যনরসাহেব দায়েরসায়েরী আদালতের পদক্রমে প্রবিন্স্যল কোর্টের অন্য সকল জজসাহেবেরদের ন্যায় সদর দেওয়ানী আদালতের অধীন থাকিবার কথা।

অন্য বিশেষ হুকুম।

কমিস্যনরসাহেব রাজস্বের কার্য্যের পদে সদর বোর্ড রেবিনিউর অধীন হইবার কথা।

৯ ধারা।

আরাকান ও আশামের কমিস্যনরস্যাহেবেরা আপনং এলাকার মধ্যগত বঙ্গ দেশের কটক জিলার কমিস্যনরকে অর্পিত ক্ষমতার ন্যায় ক্ষমতা রাখিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— আরাকান ও আশামের কমিস্যনরসাহেবেরা এই আইনে তাঁহারদের এলাকার সংযুক্ত বঙ্গদেশস্থ জিলার মধ্যে কটকের কমিস্যনরের পূর্ব্বের বর্জনীয় কথায় দৃষ্টি রাখিয়া ঐ কটকের কমিস্যনরসাহেবের ন্যায় ক্ষমতাপন্ন হইবেন এবং সেই ক্ষমতার মতাচরণ করিবেন ইতি।

দোয়াবের উত্তর এলাকার কমিস্যনরসাহেব ঐং ক্ষমতাপন্ন হইবার কথা।

বিশেষ হুকুম।

দিল্লীর রেসিডেণ্টসাহেব ঐএলাকার সদর দেওয়ানী আদালত ও নিজামৎ আদালতে এখন যে ক্ষমতা অর্পিত আছে এবং সদর বোর্ড রেবিনিউতে যেং ক্ষমতা অর্পিত আছে তাহার মতাচরণ করিবার কথা।

চলিত আইনের বিরুদ্ধ সকল কথা রদ হইবার কথা।

বিশেষ হুকুম।

এই আইন প্রবলহওনের পূর্ব্বে যে সকল মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে হইয়া থাকে তাহা ঐ আদালতের সাহেবেরা করিবার এবং সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলহওয়া সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি আপেলাণ্টেতে দিল্লীর রেসিডেণ্টসাহেবের নিকটে সমর্পিত মোকদ্দমাব্যতিরেকে ঐ আদালতের সাহেবেরা করিবার এবং ঐ নিষ্পত্তির মতাচরণ করিবার অর্থে যেং হুকুম আবশ্যক তাহা জারী করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— উত্তর দোয়াবের জিলার অর্থাৎ সহারণপুর ও মুজফরনগর ও মিরট ও বুলন্দশহরের কমিস্যনরসাহেব উপরের লিখিতমতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন আরো হুকুম করা যাইতেছে যে যে ক্ষমতা এখন সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতে অর্পিত আছে তাহা এবং দেশের অন্যং স্থানে সদর বোর্ডের সাহেবদিগের যেং ক্ষমতা অর্পিত আছে দিল্লীর রেসিডেণ্টসাহেব সেই ক্ষমতাপন্ন হইবেন এবং তাহার মতাচরণ করিবেন এবং চলিত আইনের কথাপ্রযুক্ত ঐং জিলার মধ্যে দেওয়ানী এবং ফৌজদারী আদালতের কর্ত্তৃত্বকরণক্ষমতা ঐং আদালতে অর্পিত হইয়াছে তাহাও এই প্রকরণদ্বারা রদ হইল কিন্তু ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে এই আইন প্রবলহওনের তারিখের পূর্ব্বে নিজামৎ আদালতে যেং ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া থাকে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন এবং দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যেং মোকদ্দমা আপেলাণ্ট দিল্লীর রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকটে সোপর্দ্দকরণের প্রার্থনা করে সেইং মোকদ্দমাব্যতিরিক্ত আপন নিকটে আপীলহওয়া অথবা এই আইন প্রবলহওনের নিয়মিত তারিখের পূর্ব্বে উপস্থিতকরা অন্যং মোকদ্দমাসকলের বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন এবং ঐ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে অথবা তাহার ডিক্রীর মতাচরণ করিবার নিমিত্তে যেং কর্ম্মের আবশ্যক হয় সে সকল কর্ম্ম যে প্রকারে তাঁহারা দত্ত এবং জয়করা জিলাভিন্ন অন্যং জিলার মধ্যে করিতে পারেন সেই মত করিবেন ইতি।

১০ ধারা

১০ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ প্রথম আইনের হুকুমানুসারে কর্ম্মকারি মফঃসলের বিশেষ কমিস্যনরসাহেবেরদের পদ এই প্রকরণের দ্বারা উঠিয়া গেলে তাঁহারদিগের যেং ক্ষমতা অর্পিত ছিল এই আইনানুসারে নিয়োগ করার উপযুক্ত রাজস্বের এবং দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবেরা আপনং এলাকার মধ্যে সেই ক্ষমতাপন্ন হইবেন এবং তাহার মতাচরণ করিবেন এবং মফঃসলের বিশেষ কমিস্যনরসাহেবেরদের নিকটে যেং মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা বিবাদবিষয়ি ভূমিইত্যাদির বিষয়ে হইলে তাহা যেং এলাকায় থাকে ঐ এলাকার কমিস্যনরসাহেবের নিকটে উপস্থিত করা যাইবে এবং এই আইন প্রবলহওয়ার তারিখে ঐ সদর বিশেষ কমিস্যনরের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাব্যতিরেকে ঐ বিশেষ কমিস্যনরসাহেবেরদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সদর বোর্ডে অর্পণ করা যাইবে ঐ সাহেবেরা ১৮২৯ সালের ১ মার্চের পরে কোন আপীল গ্রাহ্য করিবেন না এবং ঐ আপীলহওয়া যেং মোকদ্দমা এখন উপস্থিত আছে বা ঐ উপরি লিখিত তারিখের পূর্ব্বে আপীল হইয়া থাকে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করা গেলে ঐ কমিস্যনরের পদ সর্ব্বতোভাবে উঠিয়া যাইবে কিন্তু ঐং মোকদ্দমার বিষয়ে যেং রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবের এলাকায় তাহা উপস্থিত হয় ঐং কমিস্যনরসাহেব মফঃসল কমিস্যনরসাহেবেরা থাকিলে সদর বিশেষ কমিস্যনরসাহেবেরদের যেরূপ সকল হুকুম সফল করিতেন তদ্রূপ করিবেন ইতি।

মফঃসলের বিশেষ কমিস্যনরের পদ উঠিয়া যাইবার এবং তাঁহাতে অর্পিত ক্ষমতা ঐ কমিস্যনরসাহেবেরদের এলাকার মধ্যে তাঁহারদিগেরে অর্পিত হইবার কথা।

যে মোকদ্দমা যে এলাকায় উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা সেই এলাকার কমিস্যনরসাহেবের নিকটে সমর্পণ করা যাইবার কথা।

সদর বিশেষ কমিস্যনরসাহেবেরদের ক্ষমতা কতক বর্জনীয়ব্যতিরেকে সদর বোর্ডে অর্পিত হইবার এবং ১৮২৯ সালের ১ মার্চের পরে ঐ নূতন আদালতে আপীল গ্রাহ্য না হইবার কথা।

ঐ কমিস্যনরী পদ এখন উপস্থিত আপীলের এবং ঐ তারিখের পূর্ব্বে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবামাত্র উঠিয়া যাইবার কথা।

ঐং মোকদ্দমায় রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবেরা সদর বিশেষ কমিস্যনরসাহেবেরদের হুকুম সফল করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— আরো হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ আইনের এবং ১৮২৩ সালের ১ আইনের লিখিত যেং কথা এবং ঐ ১৮২১ সালের ১ আইনানুসারে কর্ম্মকারি বিশেষ কমিস্যনরসাহেবেরদের যে কর্তৃত্ব ফসলী ১২১৭ সালের পূর্ব্বে হওয়া বিক্রয়ইত্যাদি কি অন্য যেং বিষয়ের যেং মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া থাকে ঐং প্রকার মোকদ্দমাব্যতিরেকে অন্য যেং মোকদ্দমাতে সম্পর্ক না রাখে সেই সকল এই ধারার দ্বারা রদ হইল এবং দত্ত ও জয়করা দেশে রাজস্বেরও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবেরদের ক্ষমতা আছে যে তাঁহারা আপনং এলাকায় ১৮২১ সালের ১ আইনানুসারে কর্ম্মকারি কমিস্যনরসাহেবেরা ১৮২৯ সালের ১ মার্চের পূর্ব্বে কোন সময়ে যেং মেকাদ্দমার হেতু হইয়া থাকে সেই সকল মোকদ্দমা যেরূপ গ্রাহ্য করিতেন তদ্রূপ গ্রাহ্য

ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ আইন ও ১৮২৩ সালের ১ আইনানুসারে মোকদ্দমা গ্রাহ্যকরণে যে নিষেধ ছিল তাহা রদ হইবার কথা।

কমিস্যনরসাহেবেরদের আপনং এলাকার মধ্যে ১৮২১ সালের ১ আইনেতে ১৮২৯ সালের ১ মার্চের পূর্ব্বে যেং মোক

দ্দমার হেতু হইয়াছে তাহা গ্রাহ্য করিতে ক্ষমতা দিবার কথা।

সদর বোর্ড অথবা দিল্লীর রেসিডেণ্টসাহেবের নিকটে যথাযোগ্য আপীল হইতে পারিবার কথা।

আদালতে এখন উপস্থিত উপরি লিখিত প্রকারসকল মোকদ্দমা কমিস্যনরসাহেবেরদের নিকটে সমর্পণ করা যাইবার কথা।

কমিস্যনরসাহেবেরা ঐ প্রকারসকল দাওয়ার বিষয়ে কালেক্টর ও ডেপুটি কালেক্টরসাহেবদিগকে আপনারদের নিকটে সমাচার দিতে হুকুম করিতে পারিবার কথা।

এবং শ্রীযুত বিলায়তের মহারাজের হুজুর কৌন্সেলে যেং মোকদ্দমার আপীল হইবে তাহা ব্যতিরিক্ত অন্য সকলমোকদ্দমার কমিস্যনরসাহেবের নিষ্পত্তির উপর সদর বোর্ডের সাহেবেরদের নিকটে কেবল খাস আপীল হইতে পারিবার কথা।

গ্রাহ্য করেন.এবং যথাযোগ্য সদর বোর্ডের সাহেবেরদের নিকটে অথবাদিল্লীর রেসিডেণ্টসাহেবের নিকটে ঐং মোকদ্দমার আপীল হইতে পারিবেক পূর্ব্বোক্ত কমিস্যনরসাহেবেরদের যেরূপ ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব ছিল তদ্রূপ ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্বেতে তাঁহারা তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন এই আইনের দ্বারা রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেবদিগেরে যেং মোকদ্দমা গ্রাহ্যকরণের ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে ঐ সকল মোকদ্দমা বিরোধি ভূমিইত্যাদির বিষয়ে হইলে তাহা যে এলাকায় থাকে ঐ এলাকার কমিস্যনরকে তাহা অর্পণ করা যাইবেক ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—আরো হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবেরদের এই ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব আছে যে তাহারা আপনং কর্ত্তৃত্বের অধীন সকল কালেক্টর ও ডেপুটিকালেক্টরসাহেবদিগকে হুকুম দেন যে তাঁহারা তাঁহারদের নিকটে সামান্যরূপে উপস্থিতহওয়া দাওয়া কি যে সকল দাওয়া উপরের লিখিত মতে সমর্পণ করা যাইবেক তাহা বিবেচনা করেন এবং তাহার সমাচার ঐং কমিস্যনরসাহেবকে দেন এবং শ্রীলশ্রীযুত বিলায়তের মহারাজের কৌন্সেলে আপীল হওয়ার যোগ্য মোকদ্দমাভিন্ন অন্যং মোকদ্দমার নিষ্পত্তির উপর কেবল খাস আপীল হইতে পারিবেক অর্থাৎ যদি সদর বোর্ডের সাহেবেরা কমিস্যনরসাহেবের করা ঐ ডিক্রী এবং আপেলাণ্টেরদের দরখাস্ত এবং কালেক্টরসাহেবের রুবকারী অথবা রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া এমত বোধ করেন যে ঐ লোকেরদের পক্ষে ন্যায় করা যায় নাই অথবা সরকারের হিতাহিত উপযুক্তরূপে মানা যায় নাই ইহা স্পষ্টরূপে জানা না যায় তবে ঐং প্রকার আপীল গ্রাহ্য করিবেন না ইতি।

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,

W. CAREY,

Bengalee Translator of the Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ১৫ আইনের ৬ ধারা রদকরণের এবং ঐ আইনানুসারে মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের দেওয়া সকল হুকুম দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবেরদের নিকটে আপীলহওনের যোগ্য করিবার অর্থে এ আইন শ্রীযুত বৈন প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের তারিখ ১০ মার্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৫ সালের ২৮ ফাল্গুণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৬ সালের ২০ ফাল্গুণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৬ সালের ২৯ ফাল্গুণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৫ সালের ৫ ফাল্গুণ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৪ সালের ৩ রমজানে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ১৫ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারার যে২ কথাতে জানা গিয়াছে যে ঐ আইনানুসারে জিলা অথবা শহরের মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের করা নিষ্পত্তির উপর আপীলহওয়া মোকদ্দমার সহিত ঐ আইনের সম্পর্ক না রাখণরূপ আপীলহওনের হেতুব্যতিরেকে অন্য কোন হেতুতে আপীল হইতে পারিবেক না সেই২ কথা আপত্তিকরণযোগ্য জানা গেল অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এবং তাহা জারীকরণের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে প্রবল হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ১৫ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারা এই ধারাক্রমে রদ হইল ইতি। ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ১৫ আইনের ৬ ধারা রদ হইবার কথা।

৩ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ প্রথম আইনের দ্বারা নিযুক্তহওয়া দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবদিগেরে এই ক্ষমতার্পণ হইতেছে যে এই আইন জারীকরণের তারিখঅবধি কোন জিলা অথবা শহরের মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের ১৮২৪ সালের ১৫ আইনানুসারে করা কোন হুকুম অথবা নিষ্পত্তির উপর সেই হুকুম কি নিষ্পত্তিকরণের তারিখহইতে এক মাসের মধ্যে ঐ জিলা কি শহর অথবা জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্সাহেবের এলাকা

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ আইনানুসারে নিযুক্ত হওয়া দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেবদিগেরে ১৮২৪ সালের ১৫ আইনের হুকুমানুসারে কোন জিলা কি শহরের মাজি

স্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগের কর কোন হুকুম কি নিষ্পাত্তির উপর আপীল গ্রাহ্যকরণের ক্ষমতার্পণ হইবার কথা।

এলাকা যে কমিস্যনরসাহেবের এলাকার মধ্যে রহে ঐ এলাকার কমিস্যনরসাহেবের নিকটে আপীল হইলে ঐ আপীল তিনি গ্রাহ্য করেন্ ইতি।

৪ ধারা।

ঐ প্রকার আপীল উপস্থিত হইলে দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেব যাহা করিবেন তাহার কথা।

এই ধারানুসারে দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবকে ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে সে সাহেব ঐ প্রকার আপীল গ্রাহ্য করিলে এবং সে মোকদ্দমার রোয়দাদ দাখিল করিতে হুকুম দিলে উপরের লিখিত আইনানুসারে জিলা কি শহরের মাজিস্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিস্ট্রেট্ সাহেবদিগের করা হুকুম কি নিষ্পত্তি সাব্যস্ত অথবা মতান্তর করেন্ অথবা তাহার পুনর্ব্বিচার করেন্ এবং ঐ বিষয়ের অন্য যে কোন বেওরা জানিতে উপযুক্ত বোধ করেন্ তাহা জানাইবার কারণ হুকুম দিতে এবং অতিরিক্ত জিজ্ঞাসাদি করিতে এবং আপীলের খরচাইত্যাদি আদায়করণের বিষয়ে যে কোন হুকুম দিতে উপযুক্ত ও যথার্থ বোধ করেন্ তাহা দিতে ক্ষমতা রাখেন্ এবং এই ধারাক্রমে জানান যাইতেছে যে দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেব এই আইনানুসারে ফৌজদারী আদালতসম্পর্কীয় যে২ হুকুম করেন্ তাহা চূড়ান্ত হইবেক এবং চলিত আইনেতে তাহার বিপরীত কথা থাকিলেও তাহা নিজামৎ আদালতে পুনর্ব্বিচারের যোগ্য হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালত এবং মফঃসল আপীল আদালতের জজসাহেবদিগের কতক২ পদের খ্যাতি রহিত করিবার এবং সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের জজসাহেবদিগের এবং অন্য২ কার্য্যকারক সাহেবদিগের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ঐ২ পদের শপথকরণের নিমিত্তে যে২ হুকুম এক্ষণে চলিতেছে তাহা শুধরিবার এবং বিষয়বিশেষে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগ্‌কে দেওয়ানী মোকদ্দমা ও আপীলের নিষ্পত্তিকরণের হুকুম দিবার এবং ইঙ্গরেজী ১৮২৫ সালের ৮ অষ্টম আইন শুধরিবার এবং মফঃসল আপীল আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবীপ্রভৃতির পদ রহিতকরণের নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের তারিখ ২৮ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৬ সালের ১৭ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৬ সালের ৯ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৬ সালের ১৮ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৬ সালের ১০ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৪ সালের ২৩ শওয়ালে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতুক সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালত এবং মফঃসল আপীল আদালতের প্রধান জজস্বরূপ আইনের নিরূপিত খ্যাতি এবং ঐ২ আদালতের ২।৩।৪।৫ পঞ্চম জজরূপ খ্যাতিপ্রযুক্ত কখন২ কর্ম্মের ক্ষতি হয় বোধ হইল এবং যেহেতুক চলিত আইনের যে২ হুকুমপ্রযুক্ত সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের জজসাহেবদিগের এবং অন্য২ কার্য্যকারক সাহেবেরদের প্রতি শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ঐ২ পদযুক্ত দিব্য করিতে যে২ হুকুম হইয়াছে তাহা রদ করিতে উপযুক্ত বোধ হইল এবং যেহেতুক মফঃসল আপীল আদালতের আধুনিক দাড়ামতে আবশ্যক হইয়াছে যে ঐ আদালতে যে মোকদ্দমার বিষয়ে ঐ আদালতের জজসাহেবেরদের ভিন্ন২ মত হওনের সম্ভাবনা হয় ঐ আদালতে উপস্থিত এমত কোন মোকদ্দমাইত্যাদির নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে দুই জন জজসাহেবের থাকন আবশ্যক বোধ হইল এবং যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ আইনের ৮।৯ ধারানুসারে মেদিনীপুরের অন্তঃপাতি নগওয়ান ও হিজরী এবং নিজ মেদিনীপুরের আদালতের সাহেবদিগের করা নিষ্পত্তির উপর যে২ আপীল কলিকাতার মফঃসল আপীল আদালতে হেতুবাদ।

উপস্থিত

উপস্থিত করা যায় এবং সিলোহট ও চাটিগাঁর ও নওয়াখালির দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিষ্পাত্তিকরা মোকদ্দমার উপর ঢাকার মফঃসল আপীল আদালতে যে২ আপীল উপস্থিত করা যায় এবং ঐ২ জিলাতে যে২ দেওয়ানী মোকদ্দমার উৎপত্তি হইয়াছে এবং ঐ২ মফঃসল আপীল আদালতে প্রথমতঃ যে২ মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে তাহার বিচার ও নিষ্পাত্তি করণের নিমিত্তেও বিশেষ হুকুম দিবার আবশ্যক হইল এবং যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮২৫ সালের ২৫ পঞ্চবিংশ আইনের ১২ ধারাক্রমে যে২ হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার এবং ঐ সালের ৮ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার ১ প্রকরণক্রমে কালেক্টরসাহেবদিগ্কে এবং সকল আদালতের সাহেবদিগ্কে সরকারের কোন কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে সরকারী লোক ও রেজিষ্টরী কর্ম্মকর্ত্তাব্যতিরেকে অন্য কাহাকে ভার দিতে নিষেধ আছে ঐ২ হুকুম শুধরণ আবশ্যক বোধ হইল এবং যেহেতুক মফঃসল আপীল আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবীপ্রভৃতির পদ রাখা অনাবশ্যক বোধ হইল অতএব শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং ঐ সকল হুকুম এ আইন জারীকরণের তারিখহইতে কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে প্রবল হইবেক ইতি।

২ ধারা।

সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের প্রধান জজরূপ খ্যাতি এবং ঐ২ আদালতের ও মফঃসল আপীল আদালতের ১।২।৩।৪।৫ জজরূপ খ্যাতি রহিত করিবার কথা।

সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের প্রধান জজস্বরূপ খ্যাতি এবং ঐ২ আদালতের ও মফঃসল আপীল আদালতের ১ প্রথম ও ২ দ্বিতীয় ও ৩ তৃতীয় ও ৪ চতুর্থ ও ৫ পঞ্চম জজরূপ খ্যাতি এ অবধি রহিত হইল ইতি।

৩ ধারা।

শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের জজসাহেবদিগ্কে শপথ করণের নিমিত্তে যে২ হুকুম হইয়াছে তাহা রদ করিবার এবং জজসাহেবেরা ও সরকারী কার্য্যকারক অন্য২ সাহেবেরা ইহার পর নিজামৎ আদালতে অথবা শপথ করাইবার কারণ নিযুক্ত কোন সাহেবের সমক্ষে দিব্য করিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ২ আইনের যে ৪ এবং ১১ ধারানুসারে হুকুম হইয়াছে যে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতে যে২ জজসাহেবেরা নিযুক্ত হইবেন তাঁহারা শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের সমক্ষে ঐ ২ পদের শপথ করিবেন তাহা এই ধারাক্রমে রদ হইল এবং এক্ষণে যে আইন চলিত আছে তদনুসারে উপরের উক্ত জজসাহেবেরদের ও সরকারী কর্ম্মকারি অন্য সকল সাহেবেরদের প্রতি হুকুম আছে যে তাঁহারা শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে শপথ করিবেন ইহার পর তাঁহারা ঐ ২ পদের শপথ নিজামৎ আদালতে কি শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে অন্য যে কোন সাহেবকে শপথ করাইবার নিমিত্তে নিযুক্ত করেন্‌ তাঁহার সাক্ষাৎ করিবেন ও ঐ শপথপত্রে সহী করিবেন ইতি।

৪ ধারা।

মফঃসল আপীল আদা

১ প্রথম প্রকরণ।— চলিত আইনের যে২ কথাতে বিশেষ কোন বিষয়ে মফঃসল আ

পীল আদালতের প্রধান জজের একপক্ষে পরামর্শ দেওনে ক্ষমতা ছিল সেই সকল কথা এই ধারাক্রমে রদ হইল ইতি।

লতের প্রধান জজকে যে হুকুমেতে এই প্রবল কথা কহিতে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল তাহা রদ হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—দুই জজসাহেবযুক্ত মফঃসল আপীল আদালত হইলে অথবা কেবল দুই জন জজসাহেব সে স্থানে বৈঠক করিলে কোন দেওয়ানী মোকদ্দমা কি আপীলের নিষ্পত্তির বিষয়ে অথবা সামান্য কি মুতফরক্কা কর্ম্ম সিদ্ধিকরণের বিষয়ে দুই জজের মত ভিন্ন২ হওনের সম্ভাবনা হয় অতএব শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে এই ধারাক্রমে কর্ত্তৃত্ব হইল যে ঐ২ মোকদ্দমাইত্যাদির নিষ্পত্তিকরণার্থে সরকারের কর্ম্মকারি যে২ সাহেবেরদের নিকটে সমর্পণকরা উপযুক্ত বোধ হয় তাঁহারদিগ্‌কে এক্ষণে বাচনি করিয়া নিযুক্ত করেন্ কিন্তু প্রত্যেক মোকদ্দমায় ঐ নিযুক্তকরণের সদর দেওয়ানী আদালত ও মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের নিকটে দিতে সমাচার হইবেক ইতি।

দুই জজযুক্ত মফঃসল আপীল আদালতের জজসাহেবেরদের ভিন্ন২ মত হইলে যেরূপ করিতে হইবে তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ঐ প্রকারে নিযুক্তহওয়া কার্য্যকারি সাহেব যদি মফঃসল আপীল আদালতের মোকামে বাস করেন্ তবে তাঁহার নিকটে উপস্থিতহওয়া সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি অন্য জজসাহেবেরা যে রূপ করিতেন তদ্রূপ করিবেন কিন্তু যদি মফঃসল আপীল আদালতের মোকামব্যতিরেকে অন্য কোন স্থানে তাঁহার বাস হয় তবে ঐ মোকদ্দমার রোয়দাদ পাঠকরণপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া উভয়পক্ষীয় লোক অথবা তাহারদের উকীলেরদের হাজিরহওনের নিমিত্তে তলব করণব্যতিরেকে আপনি নিষ্পত্তি করিলে ও রিকার্ড করিলে কর্ম্মসিদ্ধি হয় ইতি।

নিযুক্ত কর্ম্মকারি সাহেবেরা মফঃসল আপীল আদালতের মোকামে বাস করিলে অথবা অন্য কোন মোকামে বাস করিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—এই আইনের লিখিত কোন কথার অভিপ্রায় এমত নহে যে তাহাতে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৩ আইনেতে ও ১৮১৪ সালের ২৫ আইনেতে কি চলিত আর কোন আইনেতে মফঃসল আপীল আদালতের এক জন জজকে যে২ কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ক্ষমতার্পণ হইয়াছে তাহার মতান্তর কি হানি হয় ইতি।

মফঃসল আপীল আদালতের এক জন জজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ক্ষমতা এ আইন কি চলিত অন্য কোন আইনক্রমে মতান্তর কি হানি না হইবার কথা।

৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—মেদিনীপুরের অন্তঃপাতি নগওয়ান ও হিজলী ও নিজ মেদিনীপুরের নিমিত্তে কলিকাতার এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগ্‌কে ইহার পূর্ব্বে যে২ ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব দেওয়া গিয়াছিল তাহা কটকের এলাকার কমিস্যনরসাহেবকে ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ আইনের দ্বারা অর্পিত হইলেও কলিকাতার মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগ্‌কে এই প্রকরণক্রমে ক্ষমতা ও অনুমতি দেওয়া যাইতেছে যে তাঁহারা আপেলাণ্ট কি ফরিয়াদী যে২ মোকদ্দমা ঐ কমিস্যনরসাহেবের নিকটে

কলিকাতার মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে তাঁহারা মেদিনীপুরের অন্তঃপাতি নগওয়ান ও হিজলী ও মেদিনীপুর জিলায় যে২ মোকদ্দমা ইঙ্গরে

জী ১৮২৯ সালের ১ মার্চের পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়া থাকে যাহাহইলে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন তাহার কথা।

অর্পণ করিবার নিমিত্তে দরখাস্ত করে তাহাব্যতিরেকে মেদিনীপুরের জিলায় যে সকল মোকদ্দমার হেতু হইয়া কি ঐ মফঃসল আপীল আদালতে ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ মার্চের পূর্ব্বে প্রথমতঃ উপস্থিত কি আপীল করা গিয়া থাকে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ এবং ঐ আদালতের জজসাহেবেরদের ক্ষমতা আছে যে ঐ২ মোকদ্দমার ভদ্রাভদ্র বিবেচনা ও নিষ্পত্তিকরণের নিমিত্তে ও করা ঐ ডিক্রী ও নিষ্পত্তি জারীকরণের নিমিত্তে যাহা২ আবশ্যক হয় তাহা ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ আইন জারীকরণের পূর্ব্বে যেরূপ করিতেন তদ্রূপ করেন্ ইতি।

পূর্ব্বোক্ত ব্যতিরিক্তব্যতিরেকে ঢাকার মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা ঐ প্রকারে ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ মার্চের পূর্ব্বে চাটিগাঁ ও নওয়াখালি ও সিলোটের জিলাতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—চাটিগাঁ ও নওয়াখালি জিলা আরাকাণের কমিস্যনরসাহেবের অধীন রাখা গেলে ও সিলোটের জিলা আশামের কমিস্যনরসাহেবের অধীন করা গেলে ঢাকার মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগ্‌কে ঐ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ও পূর্ব্বোক্ত ব্যতিরিক্তব্যতিরেকে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে তাঁহারা ঐ২ জিলাতে যে২ মোকদ্দমার হেতু হইয়া প্রথমতঃ ঐ২ আদালতে উপস্থিত কি আপীল হয় এবং পূর্ব্বোক্ত তারিখের মধ্যে ঐ২ আদালতে নিষ্পত্তি করা না গিয়া থাকে সে সকলের বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ ইতি।

৬ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ২৫ আইনের ও ১৮২৫ সালের ৮ আইনের কোন২ কথা সরকারী কার্য্যকারকব্যতিরেকে কাগজ ও রোয়দাদআদির নকলকরণ বিষয়ে সম্পর্ক না রাখিবার কথা।

যে২ হুকুমেতে কালেক্টরসাহেবেরা ও আদালতের সাহেবেরা আপন২ নিজ চাকরকে সরকারী কার্য্য দেওয়া নিষিদ্ধ আছে তাহা সাব্যস্ত থাকিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ২৫ আইনের ১২ ধারার যে২ কথাক্রমে এবং ইঙ্গরেজী ১৮২৫ সালের ৮ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণক্রমে এই অভিপ্রায় জানা গেল যে তাহাতে কালেক্টরসাহেবেরদের ও আদালতের সকল সাহেবের প্রতি নিষেধ আছে যে সরকারী কোন কর্ম্মসিদ্ধির নিমিত্তে সরকারী কর্ম্মকারক নিযুক্তকরণের বিষয়ে যে২ হুকুম চলিত আছে তদনুসারে উপযুক্তরূপে নিযুক্ত কি বাচনীকরা সরকারী কার্য্যকারক ব্যতিরেকে অন্য কোন জনকে কর্ম্মের ভার না দেন্ এই ধারাক্রমে জানান যাইতেছে যে ঐ হুকুম কাগজপত্র এবং রোয়দাদইত্যাদির নকলকরণার্থে কি তদ্রূপ অন্য কোন কর্ম্মকরণার্থে যে২ লোক নিযুক্ত হয় তাহাতে তাহারদের সহিত সম্পর্ক রাখে না যেহেতুক ঐ সকল কর্ম্ম উপযুক্তরূপে করণের জওয়াব দেওনের ভার ঐ কার্য্যকারক সাহেবেরদের উপর রহিল কিন্তু ঐ শেষোক্ত প্রকরণ এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২ আইন ও ১৭৯৫ সালের ৫ আইনের যে২ হুকুমের দ্বারা কালেক্টরসাহেবদিগ্‌কে ও আদালতের সাহেবদিগ্‌কে নিজে কি অন্যের দ্বারা আপন২ নিজ চাকরকে কর্ম্ম দিতে নিষেধ আছে তাহা প্রবল থাকিবেক ইতি।

৭ ধারা।

মফঃসল আপীল আদা

মফঃসল আপীল আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবীপ্রভৃতির পদ এই ধারাক্রমে রহিত

হইল

হইল এবং হিন্দুর শাস্ত্র কি মুসলমানের শরার যে কোন কথা জিজ্ঞাস্য হয় ঐ কথা মফঃসল আপীল আদালতের জজসাহেবেরা তাঁহারদের নিকটস্থ জিলা কি শহরের আদালতের পণ্ডিত কি মৌলবীর নিকটে অথবা সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত কি মৌলবীর নিকটে সিদ্ধান্তের নিমিত্তে অর্পণ করিতে পারেন ইতি।

লতের পণ্ডিত ও মৌলবী প্রভৃতির পদ রহিত হইবার ও জজসাহেবেরা জিজ্ঞাস্য কোন কথা অন্যং আদালতে সমর্পণ করিতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের ৩ আইনের ২ ধারার ৪।৫ প্রকরণের যেং হুকুম ঐ আইনানুসারে নিযুক্ত বিশেষ কমিস্যনরসাহেবের নিকটে আপীলকরণের বিষয়ে আছে বিষয় বিশেষে তাহা শুধরণের এবং ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ আইনের ১০ ধারার ২ প্রকরণের কোনং কথাও শুধরিবার অর্থে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের তারিখ ৫ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৬ সালের ২৪ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৬ সালের ১৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৬ সালের ২৫ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৬ সালের ২ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৪ সালের ১ জীকাদে নির্দ্দিষ্ট করিলেন।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের ৩ আইনের ২ ধারার ৫ প্রকরণক্রমে ঐ আইনানুসারের নিযুক্ত বিশেষ কমিস্যনরসাহেবের নিকটে যেং আপীল করা যায় কিন্তু যাহাতে যে হুকুম কি নিষ্পত্তির উপর আপীল হয় তাহা প্রথমতঃ ঐ কমিস্যনরসাহেবের নিকটে হইলে ঐং আপীলের বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে হুকুম দিবার আবশ্যক বুঝা গেল এবং ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ প্রথম আইন জারীকরণ কালে আদালতে উপস্থিতহওয়া যে সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণের ভার ঐ আইনানুসারে রেবিনিউ ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবকে অর্পণ করা গিয়াছিল তাহা ঐ বিবাদীভূত ধন যে এলাকাতে থাকে ঐ এলাকার কমিস্যনরসাহেবের প্রতি অর্পণ করা যাইবেক এতদ্বোধক ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ আইনের ১০ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণেতে যে হুকুম আছে তাহা শুধরা আবশ্যক বোধ হইল অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এবং তাহা এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশের সর্ব্বত্র প্রবল হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের ৩ আইনের ২ ধারার ৪। ৫ প্রকরণ যে কর্ম্ম কি নিষ্পত্তির

শুধরণার্থে

উপর আপীল হয় তাহা ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের ৩ আইনানুসারে নিযুক্ত বিশেষ কমিস্যনরসাহেবের দ্বারা করা গেলে ঐ মোকদ্দমা ঐ কমিস্যনরসাহেবেরদের বিচার্য্য নাহইবার কথা।

শুধরণার্থে এ প্রকরণেতে নির্দ্দিষ্ট হইল যে যদি উপরের লিখিত আইনানুসারে নিযুক্ত বিশেষ কমিস্যনরসাহেবের করা কর্ম্ম কি নিষ্পত্তির উপর আপীল হয় তবে ঐ কর্ম্ম কি নিষ্পত্তিকরণসময়ে ঐ কমিস্যনরসাহেব কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতানুসারে কর্ম্মকারি অথবা বোর্ড রেবিনিউর মধ্যের এক জন সাহেব কি কোন জিলা কি শহরের আদালতের অথবা মফঃসল আপীল আদালতের এক জন জজ হইয়া ঐ কর্ম্ম কি নিষ্পত্তি করিলে ঐ আপীলী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি ঐ কমিস্যনরসাহেবের দ্বারা হইতে পারিবেক না ইতি।

উপরের লিখিত প্রকার আপীলের দরখাস্ত কোন বিশেষ কমিস্যনরসাহেবের নিকটে করা গেলে তদ্বিষয়ের হুকুমের নিমিত্তে সরকারের নিকটে তাহার সকল বেওরার সম্বাদ লিখিতে হইবার কথা।

শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে অন্য কোন আদালত প্রভৃতির সাহেবকে ঐ আপীল গ্রাহ্য ও নিষ্পত্তি করিতে হুকুম দিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— উপরের লিখিত প্রকার আপীলী মোকদ্দমার দরখাস্ত কোন বিশেষ কমিস্যনরসাহেবের নিকটে করা গেলে ঐ সাহেবকে এই প্রকরণের দ্বারা উপদেশ ও অনুমতি দেওয়া যাইতেছে যে সরকারের হুকুম পাওনের নিমিত্তে ঐ মোকদ্দমার সকল বেওরার সম্বাদ তথায় দেন্ এবং শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে এমত কর্ত্তৃত্ব আছে যে যদি তিনি উপযুক্ত বোধ করেন্ তবে অন্য কোন বিশেষ কমিস্যনরসাহেব কি আদালতের সাহেবকে ঐ মোকদ্দমাসম্পর্কীয় আইনানুসারে তাহা গ্রাহ্য ও নিষ্পত্তি করিতে হুকুম দেন্ ইতি।

৩ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ আইনের ১০ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত হুকুম সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের সহিত সম্পর্ক না রাখিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ প্রথম আইন জারীকরণসময়ে আদালতে উপস্থিতহওয়া যে সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করণের ভার ঐ আইনানুসারে রেবিনিউ ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবকে অর্পণকরা গিয়াছিল তাহা ঐ বিবাদীভূত ধন যে এলাকাতে আছে ঐ এলাকার কমিস্যনরসাহেবের প্রতি অর্পণ করা যাইবেক এতদ্বোধক ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ আইনের ১০ ধারার ২ প্রকরণের হুকুমের অভিপ্রায় এমত নহে যে তাহা সদর দেওয়ানী আদালতের সহিত সম্পর্ক রাখে কেননা ঐ আইনেতে তাহার প্রকারান্তর কোন কথা থাকিলেও ঐ আদালতের সাহেবেরা ঐ আইন নির্দ্দিষ্ট হইবার পূর্ব্বে যেমত২ ঐ২ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতেন তদ্রূপে এখনও করিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১০ আইনের কতক২ এবং ইঙ্গরেজী ১৮২৫ সালের ২১ আইনের কতক২ রদ করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের তারিখ ১২ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৬ সালের ৩১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৬ সালের ২৩ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৬ সালের ১ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৬ সালের ৯ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৪ সালের ৮ জীকাদে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক দেরাদূন নামেতে খ্যাত দেশ কুমাউর জিলার কমিস্যনরসাহেবের এলাকা হইতে ভিন্নকরণ তথাকার কোন২ বিষয়প্রযুক্ত আবশ্যক হইল এবং দেরাদূন ও জোনসার ও বাওর ও পুন্দর ও সন্দোকইত্যাদি যে২ ক্ষুদ্র দেশ যমুনা ও সত্লেজ নদীর মধ্যবর্ত্তী আছে ঐ২ দেশে যে২ লোক উৎকটাপরাধেতে অপবাদগ্রস্ত হয় তাহারদের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণের নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১০ আইনেতে যে২ হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা রদ করিবার আবশ্যক বোধ হইল অতএব শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সলে নীচের লিখিতব্য আইন নির্দ্দিষ্ট করিতে মনস্থ করিলেন এবং তাহা ঐ আইন জারীকরণের তারিখঅবধি প্রবল হইবে ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮২৫ সালের ২১ আইনের যে২ কথাতে জানান গিয়াছে যে দেরাদূন কুমাউর জিলার কমিস্যনরসাহেবের এলাকাভুক্ত হইবে ঐ২ কথা এবং ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১০ আইনের যে হুকুম দেরাদূনের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহাও রদ হইবার কাথা।

ইঙ্গরেজী ১৮২৫ সালের ২১ আইনের যে২ কথাক্রমে ইহা জানান গিয়াছে যে দেরাদূন কুমাউর জিলার কমিস্যনরসাহেবের এলাকাভুক্ত হইবে এবং ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১০ আইনের নির্দ্দিষ্ট হুকুম ঐ দেশের সহিত সম্পর্ক রাখিবে এই ধারার দ্বারা ঐ২ হুকুম রদ হইল ইতি।

৩ ধারা।

দেরাদূন এবং যমুনা ও

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১০ আইনের যে২ কথাতে হুকুম হই

সত্লেজ নদীর মধ্যবর্ত্তি বিশেষরূপে রাখা দেশে যে উৎকটাপরাধ করা যায় ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১০ আইনের যেং কথাক্রমে ঐ অপরাধের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে বিশেষ কমিস্যনর নিযুক্ত করিতে হইবে তাহা এবং যেং কথাতে হুকুম হইয়াছে যে কোনং মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে অর্পণ করা যাইবে তাহাও রদ হইবার কথা।

ইহার পর দেরাদূন এবং যমুনা ও সত্লেজ নদীর মধ্যবর্ত্তি দেশে ফৌজদারী মোকদ্দমার ন্যায় যেং রূপে করা যাইবে তাহার কথা।

য়াছে যে দেরাদূন এবং যমুনা ও সত্লেজ নদীর মধ্যবর্ত্তি বিশেষরূপে রাখা অন্যং দেশে যে উৎকটাপরাধ করা যায় ঐ অপরাধকারিরদের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণের নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে এক জন বিশেষ কমিস্যনরসাহেব নিযুক্ত হইবেন এবং কোনং কারণ হইলে ঐ মোকদ্দমা চূড়ান্ত হুকুম পাওনের নিমিত্তে নিজামৎ আদালতে অর্পণ করা যাইবে এই প্রকরণদ্বারা ঐং কথা রদ হইল ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— দেরাদূন এবং উপরের লিখিত যমুনা ও সত্লেজ নদীর মধ্যবর্ত্তি দেশের ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার ও ন্যায়করণের নিমিত্তে ইহার পর শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যেং হুকুম ও কর্ম্মোপদেশ নিযুক্ত সাহেবদিগের প্রতি করিবেন ঐং হুকুম ও উপদেশানুসারে তাহা করা যাইবে ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

চুরীকরণ অপরাধের কোন২ বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরদের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণার্থে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের তারিখ ৯ জুন মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৬ সালের ২৮ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৬ সালের ২২ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৬ সালের ৯ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৬ সালের ৮ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৪ সালের ৬ জিহিজ্জাতে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক চলিত আইনানুসারে মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরদের ক্ষমতা আছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ১২ আইনের ২ ধারার ৪ চতুর্থ প্রকরণের লিখিত কথাতে জানান গিয়াছে যে দুই কি ততোধিক ক্ষুদ্র চুরীকরণ অপরাধ প্রমাণের দ্বারা সাব্যস্ত হইলে সেই অপরাধি লোককে ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ১৯ ধারার নিরূপিত শাস্তির অধিক কঠিন শাস্তি দেন্ এবং ঐ প্রকার দুই কি ততোধিক অপরাধেতে অপবাদিত লোকেরদের মোকদ্দমা দায়েরসায়েরী আদালতে হইবার কারণ তাহারদিগ্কে কয়েদকরণে ফরিয়াদী ও সাক্ষিরদের যথেষ্ট ব্যামোহ হয় এবং ঐ২ আদালতের যথেষ্ট সময় ইহাতে যায় অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এবং তাহা এ আইন জারীকরণের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে প্রবল হইবে ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ৬ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণের হুকুম ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ১২ আইনের ৩ ধারার ২। ৪ প্রকরণের লিখিত অপরাধব্যতিরিক্ত ক্ষুদ্র২ চুরীকরণের সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ৬ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণের লিখিত হুকুমের বৃদ্ধি এই প্রকরণক্রমে এমত হয় যে মাজিষ্ট্রেট্ অথবা জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্ সাহেবেরদের সাক্ষাৎ ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ১২ আইনের ৩ ধারার ২। ৪ প্রকরণের লিখিত প্রকারব্যতিরেকে কোন অপরাধির দুই কি ততোধিক পৃথক্২ চুরীকরণঅপরাধের মোকদ্দমা পূর্ব্বে হয় নাই এমত অপরাধেতে অপবাদিত কয়েদী লোকের সহিত সম্পর্ক রাখে এবং ঐ২ প্রকার মোকদ্দমাতে উপরের লিখিত প্রথম কথাতে যে২ প্রকার কর্ম্ম করা নির্দ্দিষ্ট হইল ঐ প্রকারে ঐ সাহেবেরা তদ্বিষয়ে কার্য্য করেন্ ইতি।

মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা দুই কি ততোধিক অপরাধ প্রমাণের দ্বারা সাব্যস্ত হইলে ঐ অপরাধিরদিগ্কে শাস্তি দিতে হুকুম করিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— অপবাদিত লোকের উক্ত দুই কি ততোধিক অপরাধের প্রমাণ হইলে মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগ্কে ক্ষমতার্পণ হইতেছে যে চলিত আইনানুসারে যে শারীরিক শাস্তি দিতে পারেন্ তদতিরিক্ত কঠিন শ্রমযুক্ত দুই বৎসরের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ থাকনের হুকুম দেন্ ইতি।

এবং কোন২ বিষয় হইলে দুই কি ততোধিক অপরাধেতে অপবাদিত লোকেরদের মোকদ্দমা দায়েরসায়েরী আদালতে হইবার নিমিত্তে তাহারদিগ্কে কয়েদ করিতে পারিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের বিবেচনায় ঐ কয়েদী লোকেরদের অপরাধ এমত ভারি বিষয়যুক্ত যে তাহারদিগ্কে ঐ সাহেবেরা যে শাস্তি দিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন যদি ততোধিক কঠিন শ্রমযুক্ত শাস্তি দেওয়া উপযুক্ত বোধ হয় তবে উপরের লিখিত দুই কি ততোধিক অপরাধেতে অপবাদিত লোকেরদের মোকদ্দমা দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবদিগের সাক্ষাৎ হইবার নিমিত্তে কয়েদ করিতে পারেন্ ইতি।

৩ ধারা।

এই আইনানুসারে দেওয়া সকল হুকুম দায়েরসায়েরী আদালতে পাঠাইবার বেওরাপত্রেতে লিখিতে হইবার কথা।

চলিত আইনানুসারে দায়েরসায়েরী ও নিজামৎ আদালতে অর্পিত ক্ষমতা এই আইনানুসারে দেওয়া হুকুমের সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

মাজিষ্ট্রেট্ এবং জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ১২ আইনের ৬ ধারার ১ প্রকরণ ও ১৮২০ সালের ৪ আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণক্রমে যে সকল বিবরণের কাগজপত্র নিরূপিত সময়ে দায়েরসায়েরী আদালতে পাঠাইতে আজ্ঞা পাইয়াছেন ঐ বেওরাপত্রেতে এই আইনানুসারে শাস্তি দেওনের বিষয়ে ঐ দুই সাহেবের দেওয়া সকল হুকুম লিখিবেন এবং উপরের লিখিত ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ১২ আইনের ৬ ধারার ১ প্রথম প্রকরণ এবং ইঙ্গরেজী ১৮২০ সালের ৪ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণানুসারে যে২ ক্ষমতা দায়েরসায়েরী ও নিজামৎ আদালতে অর্পণ করা গিয়াছে তাহা এই আইনানুসারে দেওয়া সকল হুকুমের সহিত সম্পর্ক রাখে ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of the Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সাল ৭ সপ্তম আইন।

চলিত আইনের যেং অংশে নিরূপিত সময়ে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের সাহেবদিগের দাতব্য যেং বেওরাপত্র ও কালেণ্ডর ও রেজিষ্টরপ্রভৃতি অন্য যেং কাগজপত্রের প্রকার নিরূপণ করা গিয়াছে এবং তাহা পাঠাইবার হুকুম চলিত আইনের যেং অংশে লেখা গিয়াছে ঐং আইনের ঐং অংশ রদ করিবার এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১০ আইনের ৩ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ২০ আইনের ৩ ধারাক্রমে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতে ঐং বিবরণপত্রাদির প্রকার নিরূপণ করিতে যে ক্ষমতা অর্পণ করা গিয়াছে তাহা সুস্পষ্টরূপে জানাইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের তারিখ ৯ জুন মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৬ সালের ২৮ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৬ সালের ২২ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৬ সালের ২৯ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৬ সালের ৮ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৪ সালের ৬ জিহিজ্জাতে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক দেওয়ানী আদালতসকল ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের ও মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের নিরূপিত সময়ে দাতব্য বেওরাপত্র এবং কালেণ্ডর ও রেজিষ্টর প্রভৃতি অন্যং কাগজপত্রের প্রকারের হুকুম করিতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১০ আইনের ৩ ধারা ও ১৮০৩ সালের ২০ আইনের ৩ ধারানুসারে সদর দেওয়ানীও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগকে যেং ক্ষমতা অর্পণ করা গিয়াছে তাহা আরো সুস্পষ্টরূপে জানাইবার আবশ্যক বোধ হইল এবং যেহেতুক চলিত যেং আইনক্রমে উক্ত ঐ প্রকার নিরূপণকরণেতে ঐ ক্ষমতার হানিহওয়া বোধ হয় তাহা রদ করিতে উপযুক্ত বোধ হইল অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এবং তাহা এ আইন জারীকরণের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে প্রবল হইবেক ইতি।

২ ধারা।

সাময়িক কাগজপত্রের

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ১৩। ২৮। ৩০ ধারা এবং ঐ সালের ২৮ আ

ইনের

প্রকার নিরূপণকারি আইনের কতকং রদ হইবার কথা।

ইনের ১১।১২।১৩।১৫।১৬।১৭।১৮ ধারা এবং ঐ সালের ৪০ আইনের ১৫। ১৬।১৭।১৮ ধারা এবং ঐ ১৭৯৫ সালের ৩৭ আইন এবং ১৮০৩ সালের ৬ আইনের ১৩।২৭।২৯।৩০ ধারা এবং ঐ সালের ১৩ আইনের ১০।১১।১৩।১৪। ১৬ ধারা এবং ঐ সালের ১৬ আইনের ১৩।১৪।১৫।১৬ ধারা এবং ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৩ ধারার ২।৫। প্রকরণ এবং ১৮১৬ সালের ২২ আইনের ২৪ ধারা এবং ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ৩১ ধারার ৩ প্রকরণ এবং ১৮১২ সালের ৩ আইনের ৯ ধারার এবং ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২৮ ধারার এবং ঐ সালের ২৭ আইনের ৩ ধারার এবং ১৮১৬ সালের ১৯ আইনের ১৪ ধারার ২ প্রকরণের এবং ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ১০ ধারার ৪ প্রকরণের ও ১৬ ধারার ১০ প্রকরণের ও ১৯ ধারার ১৬ প্রকরণের ও ২৩ ধারার ২ প্রকরণের যেং কথাতে বেওরাপত্র ও কালেণ্ডর ও রেজিষ্টরপ্রভৃতি অন্যং কাগজপত্রের প্রকারের হুকুম করা গিয়াছে তাহা এবং চলিত আইনের মধ্যের যেং কথাতে দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতের সাহেবদিগ্‌কে বিবরণপত্র ও কালেণ্ডর ও রেজিষ্টরপ্রভৃতি অন্যং কাগজপত্রের প্রকার করিতে হুকুম দেওয়া গিয়াছে অথবা ঐং আইনের নিরূপিত সময়ে পাঠাইতে হুকুম হইয়াছে তাহাও এই ধারার দ্বারা রদ হইল ইতি।

৩ ধারা।

ঐ পত্রসকলের প্রকার এবং পাঠাইবার সময় সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরদের দ্বারা নিরূপণ করা যাইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা আবশ্যকমতে সময়েং সকল বিবরণপত্র ও কালেণ্ডর ও রেজিষ্টরপ্রভৃতি অন্য যেং কাগজপত্র এ রাজধানীর তাবে দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতের ইউরোপীয় কি এদেশীয় কার্য্যকারকেরদের অথবা আদালতের কিম্বা পোলীসের কার্য্যকারক লোকেরদের দ্বারা পাঠাইতে হয় তাহার প্রকার ও পাঠাইবার সময় ও লিখনের প্রকার নিরূপণ করিবেন ইতি।

সদর দেওয়ানী কি নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা অন্য প্রকার করিতে হুকুম না দিলে পূর্ব্বের নিরূপিত বিবরণপত্রইত্যাদি করা ও পাঠাইবার আবশ্যক থাকিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এই আইনের লিখিত কোন কথার তাৎপর্য্য এমত নহে যে সদর দেওয়ানী কি নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা কোন বিশেষ বিবরণপত্রইত্যাদি মতান্তর করা কি না করার হুকুম না দিলে পূর্ব্বের নিরূপিত বিবরণপত্রইত্যাদি মতান্তরকরণ এবং পাঠাইবার আবশ্যক হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,
W. CAREY,
Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সাল ৮ অষ্টম আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৫ আইন এবং ১৮২২ স্যালের ১ আইন নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের তারিখ ৯ জুন মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৬ সালের ২৮ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৬ সালের ২২ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৬ সালের ২৯ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৬ সালের ৮ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৪ সালের ৬ জিহিজ্জাতে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

যেহেতুক ব্রিটনীয় অধিকারদেশের সীমার বাহিরে করা অপরাধেতে অপবাদিত এতদ্দেশজাত লোকেরদের মোকদ্দমা করিবার নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৫ আইন এবং ১৮২২ সালের ১ আইনের ৬ ধারার লিখিত কথা ঐ অপরাধেতে অপবাদিত এদেশীয় যে লোক ব্রিটনীয় অধিকারের সীমার বাহিরে ধরা গিয়া থাকে তাহারদিগের সহিত সম্পর্ক রাখে না এ প্রকার বোধ হইল এবং ব্রিটনীয় অধিকারের অধীন লোকেরা যে কোন স্থানে ধরা যায় ঐ২ কথা তাহারদের সহিত সম্পর্ক রাখণের অত্যাবশ্যক বোধ হইল অতএব শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিতে মনস্থ করিলেন ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

এই ধারাক্রমে জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৫ আইন এবং ১৮২২ সালের ১ আইনের ৬ ধারার লিখিত কথা ব্রিটনীয় অধিকারদেশের সীমার বাহিরে করা অপরাধেতে অপবাদিত ব্রিটনীয় অধিকারদেশবাসি এতদ্দেশীয় যে২ প্রজা লোক কোন স্থানে ধরা গিয়া থাকে তাহারা কোন জিলা কি দেশের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হস্তগত হইলে তাহারদিগর সহিত সম্পর্ক রাখে ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৫ আইন ও ১৮২২ সালের ১ আইনের ৬ ধারার লিখিত কথা ব্রিটনীয় অধিকারদেশের বাহিরে করা অপরাধেতে অপবাদিত লোকেরা যে কোন স্থানে ধরা যায় তাহারদের সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

৩ ধারা।

৩ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৫ আইনও ১৮২২ সালের ১ আইনের ৬ ধারানুসারে কোন অপরাধির মোকদ্দমাকরণের অনুমতি পাইবার নিমিত্তে যে দরখাস্ত শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠান যায় তাহাতে যাহা লিখিতে হইবে তাহার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৫ আইনের ও ১৮২২ সালের ১ আইনের ৬ ধারার কথানুসারে কোন অপরাধি লোকের মোকদ্দমা করিবার হুকুম পাওনের নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে কোন মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের দরখাস্ত দাখিল করিতে হইলে কর্ত্তব্য যে ঐ প্রত্যেক দরখাস্তে ঐ কয়েদী লোক যে অপরাধেতে অপবাদিত হইয়াছে তাহার ও যে স্থানে ও যে প্রকারে ধরা গিয়াছে তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ এবং যে লোকের দ্বারা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হস্তগত করা গিয়াছে তাহারদিগের নাম লেখা যায় ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation.

W. CAREY,

Bengalee Translator of the Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সাল ৯ নবম আইন।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩১ আইনের কোন২ হুকুম এবং তদনুসারে বারাণস ও দত্ত দেশের মিমিত্তে যে হুকুম হইয়াছে তাহা রদ করিবার এবং এতদ্দেশজাত লোকেরদের প্রতি অন্য২ লোক যে অবস্থাতে আছে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের বাণিজ্যের কুঠীর কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগ্কে ঐ অবস্থাতে রাখিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের তারিখ ৯ জুন মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৬ সালের ২৮ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৬ সালের ২২ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৬ সালের ২৯ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৬ সালের ৮ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৪ সালের ৬ জিহিজ্জাতে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

বাণিজ্যের কুঠীর রেসিডেণ্টসাহেবেরা এদেশীয় তাঁতী এবং কোম্পানি বাহাদুরের কাপড়ইত্যাদি প্রস্তুতকারি অন্য২ লোকেরদের সহিত যেং কর্ম্ম করিবেন তাহার হুকুম দেওনের নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩১ আইন এবং তদনুসারে যে২ হুকুম বারাণস ও দত্ত ও জয়করা দেশের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ঐ সময়ে ঐ২ হুকুমের এমত আবশ্যক হইল যে যেমত শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের বাণিজ্যের কুঠীর রেসিডেণ্ট ও এজেণ্টসাহেবদিগের ক্ষমতাপ্রযুক্ত অন্যায়করণের নিবারণার্থে নির্দ্দিষ্ট হয় তেমন ঐ বাণিজ্যের কুঠীর সাহেবদিগ্কেও প্রতারণা ও চুরীইত্যাদিহইতে রক্ষা করিবার নিমিত্তে এবং ঐ২ কর্ম্মকারি সাহেবেরদের সহিত যে২ চুক্তি করা যাইত তদনুসারে কর্ম্মনির্ব্বাহ করিবার নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের কাপড়ইত্যাদি বাণিজ্য দ্রব্য যোগাইবার নিমিত্তে যে২ চুক্তি করা যায় বিশেষ আইনের দ্বারা তাহার প্রকার নিরূপণকরণের ঐ মত আবশ্যক এখন নাই অতএব ঐ প্রকার বিশেষ আইনেতে আইন নির্দ্দিষ্টকারকেরদের যে২ অনুগ্রহ ও উপরোধ জানা গিয়াছে তাহা দূর করিবার নিমিত্তে আবশ্যক বোধ হইল যে ঐ উপরোধইত্যাদিসূচক যে২ কথা চলিত আইনে লেখা আছে তাহা রদ করা যায় এবং সামান্য বাণিজ্যকারক এদেশীয় লোকেরা চুক্তি পূর্ণ করিবার নিমিত্তে আদালতে নালিশইত্যাদির দ্বারা যে২ প্রকার কর্ম্মসাধন করে কোম্পানি বাহাদুরের বাণিজ্যের কুঠীর রেসিডেণ্টসাহেব এবং অন্য২ কর্ম্মকারকেরদিগ্কে ঐ প্রকার করিতে দেন্ অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ

সকল

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সাল ৯ নবম আইন।

সকল হুকুম এ-আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে প্রবল হইবেক ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩১ আইনের ২ অবধি ১৮ ধারাপর্য্যন্ত ও বারাণস ও দত্ত দেশের নিমিত্তে তদনুসারে হুকুম রদ হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩১ আইনের ২ অবধি ১৮ ধারাপর্য্যন্তের লিখিত কথা ও ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৯ আইনের ৩। ৪ ধারাতে তদর্থবোধক যে২ কথা লেখা গিয়াছিল ঐ২ কথা ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ৪ আইনের ২ ধারাক্রমে বারাণসদেশে ও ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৩৭ আইনের কোন২ ধারাক্রমে দত্ত দেশে চলিত হয় ঐ২ আইনের ঐ২ কথা এই ধারার দ্বারা রদ হইল ইতি।

৩ ধারা।

বাণিজ্যের কুঠীর রেসিডেণ্টসাহেবেরা দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের এলাকার অধীন অন্য ব্রিটনীয় প্রজার মত হইবার কথা।

সরকারী মোকদ্দমায় বিশেষ হুকুম হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের বাণিজ্য বস্তু যোগাইবার এবং বাণিজ্য বস্তু ক্রয়করণের কি অন্য কোন প্রকারে পাওনের ভারাক্রান্ত বাণিজ্যের কুঠী রেসিডেণ্টসাহেব ও অন্য২ কর্ম্মকারিরা যেমত অন্য মহাজন লোকেরদের কর্ম্মকর্ত্তা ও গোমাস্তারা নালিশ করে ও তাহারদের নামে নালিশ করা যায় এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের হুকুম ও এলাকার তাবে আছে ব্রিটনীয় প্রজাভাবেতে যে২ অনুগ্রহ পান তদ্ব্যতিরেকে তদ্রূপ থাকিবেন এবং শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের নামে যে২ নালিশইত্যাদি তাঁহারা সরকারের তরফহইতে চাকরহওয়াপ্রযুক্ত করেন তাহার বিষয়ে সামান্য আইনের লিখিত হুকুমে দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম্ম করিবেন ইতি।

মজুরপ্রভৃতি ও চুক্তিকারক অন্য২ লোকের উপর অন্য২ লোকের মত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের পরওয়ানাইত্যাদি জারী হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— কোম্পানির বাণিজ্যের কুঠীর রেসিডেণ্টসাহেবের অধীন কর্ম্মকর্ত্তা এতদ্দেশীয় মজুরইত্যাদি অন্য২ লোক এবং তাঁতিরা ও বাণকের কর্ম্মকারিরা ও যে২ লোক কোম্পানি বাহাদুরের বাণিজ্যকারি সাহেবেরদের স্থানে দ্রব্য দাখিল করিতে একরার লিখিয়া দিয়াছে তাহারা ঐ২ আদালতের এলাকার মধ্যের বাসকারি এদেশীয় অন্য লোক এবং সরকারের কার্য্যকারক সাহেবদিগের অধীন থাকা এতদ্দেশীয় অন্য২ লোকের মত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের সাহেবেরদের ও দেশের সরকারী কর্ম্মকারক অন্য২ সাহেবেরদের অধীন থাকিবে এবং এই প্রকরণদ্বারা তাহারদের এই প্রকার অধীনহওয়া জানান যায় এবং তাহারদের উপর আদালতের পরওয়ানাইত্যাদি জারীকরণের প্রকারের কিছু বিশেষ হইবেক না ইতি।

৪ ধারা।

কুঠীর রেসিডেণ্টসাহে

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২ আইনের ৩ ধারার লিখিত হুকুম স্থিরণার্থে এই ধারাতে

লেখা

লেখা ও নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে যেকোন আদালতের এলাকার অধীন কোম্পানি বাহাদুরের বাণিজ্যের কুঠীর রেসিডেণ্টসাহেবের কি অন্য২ কার্য্যকারকের নামে কোন আদালতে নালিশের দরখাস্ত দাখিল হইলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩১ আইনের ১৯ ধারাতে যে প্রকার হুকুম করা গিয়াছে তাহার ঐ সম্বাদপত্র তদ্রূপে কর্ম্মকারি সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হইবে ও তাহার এক নকল বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইতে হইবে এবং ঐ সম্বাদপত্রপাওনের তারিখঅবধি ৬ সপ্তাহের মধ্যে ঐ আদালতের সাহেবদিগ্‌কে জানাইবেন যে ঐ মোকদ্দমার সওয়ালজওয়াব সরকারের তরফহইতে করা যাইবে কি সরকারের কর্ম্মকারি ঐ আসামীর নিজ খরচে করা যাইবে উপরের লিখিত মিয়াদের মধ্যে ডাকেতে চিঠীপত্র যাওন আইসনের উপযুক্ত সময় গণনা করিয়া যদি তাহার মধ্যে কোন সমাচার না পাওয়া যায় তবে ঐ মোকদ্দমার বিবেচনাইত্যাদি করা যাইবে এবং কোম্পানি বাহাদুরের বাণিজ্যের কুঠীর রেসিডেণ্ট কিম্বা অন্য কার্য্যকারকের নিজের হইলে যেমত তাহার নিষ্পত্তি করা যাইত সেইমত করা যাইবেক ইতি।

বেরদের পদপ্রযুক্ত কোন কর্ম্মের বিষয়ে তাঁহারদের নামে নালিশ হইলে তাহার নকল বোর্ড ত্রেডে পাঠাইবার কথা।

ঐ সাহেবেরা ৬ সপ্তাহের মধ্যে আদালতে সমাচার পাঠাইবেন যে ঐ মোকদ্দমা সরকারের তরফহইতে হইবার কি না হইবার কথা।

সরকারী মোকদ্দমা হওনের সমাচার না দেওয়া গেলে ঐ সাহেবের নিজের মোকদ্দমার মত নিষ্পত্তি হইবার কথা।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সাল ১০ দশম আইন।

ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়জাত মাসুলের বিষয়ি নির্দ্দিষ্ট আইনসকলের কতক২ শুধরণপূর্ব্বক একত্র করিয়া এক আইনে সংগ্রহ করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের তারিখ ১৬ জুন মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৬ সালের ৪ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৬ সালের ২৯ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৬ সালের ৫ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৬ সালের ১৪ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৪ সালের ১৩ জিহিজ্জাতে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

যেহেতুক ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর অধীন দেশে ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়েতে যে মাসুল উৎপন্ন হয় এবং তলব ও আদায় করা যায় তাহার বিষয়ি চলন আইন কোন২ বিষয়ে কার্য্যনির্ব্বাহের অনুপযোগী বোধ হইল এবং ঐ২ ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়েতে জাত মাসুলের শুধরণ আবশ্যক বোধ হইল সেইহেতুক চলিত আইনের পুনর্দৃষ্টি ও পুনর্ব্বার নির্দ্দিষ্টকরণ এবং প্রজারদের প্রতি অধিক ভার না দিয়া ঐ২ আইনের যাহা২ নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্তকরণের দ্বারা সরকারী রাজস্বপ্রাপ্তি সিদ্ধ হয় ঐ২ নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্তকরণপূর্ব্বক ঐ সকল আইন একত্র করিয়া এক আইনে সংগ্রহকরা উপযুক্ত বোধ হইল অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ সকল হুকুম এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে প্রবল হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইন ও ১৮২৪ সালের ১৬ আইন ও ঐ২ আইনের দ্বারা যে২ আইন রদ হইয়াছে তাহা এবং অন্য২ চলিত আইনের মধ্যে ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর অধীন দেশে ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়েতে জাত মাসুল নির্দ্দিষ্ট করণ ও সংগ্রহকরণবিষয়ে যে২ কথা আছে তাহাও এই ধারার দ্বারা রদ হইল ইতি। পূর্ব্বের আইনের কথা রদ হইবার কথা।

৩ ধারা।

৩ ধারা।

A চিহ্নিত তফসীলের মতে ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয় করণের দ্বারা মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি এ আইনের শেষের লিখিতব্য A চিহ্নিতে চিহ্নিত তফসীলের বিশেষ করিয়া লিখিত মূল্যানুসারে প্রতিজ্ঞাপত্র ও নিদর্শনপত্র ও লেখাপড়ার উপর পূর্ব্বমতে ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়করণের দ্বারা মাসুল তলব করা ও লওয়া যাইবেক এবং টাকা শোধকরণ কি লওনবিষয়ের কি এ আইন যে সকল দেশে কি স্থানে চলে ঐ২ দেশে কি স্থানে থাকা কোন স্থাবর কি অস্থাবর বস্তুর বিক্রয় কি হস্তান্তরকরণ কি অর্পণকরণবিষয়ের অথবা ঐ২ বস্তুতে কোন অধিকারিত্ববিষয়ের কোন এক রারনামা কি চুক্তিপত্র কি টাকাইত্যাদি দিবার অনুজ্ঞাপত্র কি কবুলিয়ৎ কি নিরূপণপত্র পূর্ব্বোক্ত কোন দেশ কি স্থানে সফল হইবার নিমিত্তে ঐ২ একরারনামাইত্যাদি এ আইন কি চলিত অন্য কোন আইনানুসারের ইষ্টাম্পকাগজে না লেখা গেলে কোন আদালতে সাক্ষ্য কি অন্য কোন কার্য্যের নিমিত্তে গ্রাহ্য হইবেক না এবং হিন্দুস্থানের মধ্যবর্ত্তি কোন স্থানে করা সামান্য প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়া ঐ উপরের উক্ত তফসীলেতে ঐ প্রকার প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়া করিবার নিমিত্তে নিরূপিত ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট কি অন্য কোন বস্তুতে লিখিত না হইলে কোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর অধীন কোন জিলা কি আদালতে কি সরকারী অন্য কোন কাছারীতে দাখিলকরণের যোগ্য কি গ্রাহ্য হইবেক না এবং উপরের উক্ত তফসীল সর্ব্বপ্রকারে ও সর্ব্বতোভাবে এই আইনের এক অংশ বোধ করা যাইবেক ইতি।

এতদ্দেশীয় লোকেরদের হিন্দুস্থানের মধ্যবর্ত্তি কোন স্থানে করা প্রতিজ্ঞাপত্রাদি নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজে লিখিত না হইলে কোন আদালতে গ্রাহ্য না হইবার কথা।

অধিক মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতহওয়াতে আপত্তি না হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কিন্তু ইহা নির্দিষ্ট হইল যে এ আইনের শেষের লিখিতব্য তফসীলের নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজে না লেখা কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়া যদি তাহার নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজের অধিক মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যায় অথবা এই আইন নির্দিষ্ট ও জারী করিবার পূর্ব্বে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়া যে কাগজইত্যাদিতে লেখা গিয়াছে তাহাতে যে ইষ্টাম্প ছাপা হইয়াছে তাহা যদি ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদিকরণসময়ে তাহার ইষ্টাম্পকাগজের যে মূল্য উপযুক্ত তাহার সহিত মিলে তবে তাহা গ্রাহ্যহওনে কোন আপত্তি হইবেক না ইতি।

এ আইন জারীহওনের পূর্ব্বের লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্রাদি তাহার দস্তখতাদি হওনের তারিখে যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজের হুকুম হইয়াছে এমত কাগজে লিখিত হইলে আপত্তি না হইবার কথা।

এবং মফঃসলের নিমিত্তে লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্রাদিতে কলিকাতার নিমিত্তে করা ইষ্টাম্পছাপা হওয়াপ্রযুক্ত আপত্তি না হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—কলিকাতা শহর এবং দেশের অন্য২ স্থানের নিমিত্তে ভিন্ন২ ইষ্টাম্প ব্যবহার করা গেলে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি এবং তাহাতে ছাপা ইষ্টাম্প অন্য২ প্রকারে শুদ্ধ হইলে এবং ঐ ইষ্টাম্পেতে জানান মূল্য এই আইনের নিরূপিত ইষ্টাম্পের মূল্যের সহিত মিলিলে কলিকাতা শহরের মুদ্রাতে ছাপাকরা ইষ্টাম্পকাগজ দেশের মধ্যবর্ত্তি অন্য কোন স্থানে সফল হইবার অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত হইলে ঐ ইষ্টাম্প অনুপযুক্ত বলিয়া কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়াতে কোন আপত্তি হইতে পারিবেক না ইতি।

৪ ধারা।

৪ ধারা।

ইষ্টাম্পকাগজের নিশ্চয়করণার্থে উপযুক্তরূপে নিযুক্তহওয়া আসিষ্টাণ্টসাহেবেরদের দ্বারা তাহা হইলে ঐ আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের বিষয়ি চলিত আইন স্থধরণার্থে এই ধারা ক্রমে জানান ও নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে যে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে২ প্রকার কাগজের বিষয়ের হুকুম দেন্ তাহাব্যতিরেকে অন্য কোন কাগজের উপর সরকারী ছাপাকরা ইষ্টাম্পের অতিরিক্ত ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের দস্তখৎস্বরূপ নিশ্চয়হওনের আবশ্যক নাহি। ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়েতে জাত মাসুলের প্রত্যেক কালেক্টর এবং ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়কারকেরা আপন২ নিকটে ঐ নিশ্চয় করণবিষয়ে শেষে যে হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল তাহার এক নকল ও তাহার তরজমা ক্রয়কারকেরদিগ্‌কে ও সকল লোককে দেখাইবার কারণ রাখিবেন এবং কোন কাগজ কি পার্চমেণ্ট কি অন্য কোন দ্রব্য তাহার নিরূপিত মতানুসারে না হইলে কোন দোকান কি বিক্রয়স্থানইত্যাদিহইতে বিক্রয় করা ও দেওয়া যাইবেক না এই হুকুমের ব্যতিক্রমে কোন বিক্রয়করণিয়া নিশ্চয় না করা কাগজ বিক্রয় করিলে তাহার প্রমাণ হইহে প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে ১০০৲ এক শত টাকা করিয়া জরীমানা দিবেক ইতি।

ইষ্টাম্পকাগজের নিশ্চয় করা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুকুমমতে হইবার কথা।

কালেক্টর ও ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়কারকের নিকটে এই বিষয়ের হুকুমের নকল রাখিবার এবং কাগজের নিশ্চয়করার হুকুম হইলে নিশ্চয় না করা কাগজবিক্রয়করণপ্রযুক্ত তাহারদিগের ১০০৲ টাকা জরীমানা দিতে হইবার কথা।

৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করাতে উৎপন্ন রাজস্বের সরবরাহকরণের সামান্য অধ্যক্ষতা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সময়ে২ যে বোর্ড অথবা কমিস্যনর অথবা কর্ত্তৃত্বকারি সাহেবদিগ্‌কে অর্পণ করেন্ তাঁহারদের ঐ অধ্যক্ষতা থাকিবেক এবং শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে কর্ত্তৃত্ব আছে যে ঐ২ অধ্যক্ষতার সমুদয় ভার আপন বিবেচনামতে এক জনকে কিম্বা নীচের লিখিতব্য কর্ত্তব্য যে কার্য্য কোন বোর্ড কি অন্য উপরিস্থ কর্ত্তৃত্বকারি সাহেবদিগের দ্বারা করিতে হুকুম দেওয়া যায় তাহা অনেক কার্য্যকারক এক ক্ষমতাপন্ন সাহেবদিগ্‌কে অর্পণ করেন্ কিন্তু এই বিষয়ে কোন মতান্তর হইলে গবর্ণমেণ্ট গেজেটের দ্বারা তাহা ছাপা করাইয়া জানাইতে হইবেক ইতি।

সামান্য অধ্যক্ষতা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরের হুকুমানুসারে কোন বোর্ড কি কমিস্যনরেতে অর্পিত হইবার কথা।

এবং ঐ শ্রীযুত অধ্যক্ষের কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনেক লোককে অর্পণ করিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— এই আইনের দ্বারা হুকুমকরা যে সকল প্রকার ইষ্টাম্পকাগজ প্রস্তুত করা ও রাখা যাইবেক এমত এক ইষ্টাম্প আফিস পূর্ব্বকালের মত শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে রাজধানী কি তাহার নিকটে যে কোন ঘর কি স্থান উপযুক্ত বোধ করেন্ সেই ঘর কি স্থান স্থির করা যাইবেক এবং তাহা ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট নামে খ্যাত এক কার্য্যকারক সাহেবের অধীন রাখা যাইবেক এবং এই আইনের সকল হুকুমমতাচরণ করিবার ও করাইবার সম্বন্ধে যে সকল বিষয় উপস্থিত হয় তদ্বিষয় শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে রাজস্বের এই অংশের

ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীন ইষ্টাম্পআফিস রাখা যাইবার কথা।

ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব কোন বোর্ড কি কর্ত্তৃত্বকারি সাহেবদিগের অধীন থাকিবার কথা।

শের কর্তৃত্বইত্যাদির অর্থে যে বোর্ড কিম্বা অন্য কর্তৃত্বকারিদিগ্‌কে নিযুক্ত করেন্‌ তাঁহারদিগের অধীন থাকিবেক ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব সরকারী কার্য্যকারকেরদের দ্বারা ছাপা কি প্রস্তুতকরা সকল প্রকার ইষ্টাম্পকাগজের এবং ঐ আফিসহইতে যত ইষ্টাম্পকাগজইত্যাদি বিক্রয়করাকি অন্য কোন প্রকারে বাহিরে যায় তাহার ও যে প্রত্যেক প্রকার ইষ্টাম্পকাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট মৌজুদ থাকে তাহারো প্রকৃত হিসাব রাখিবেন ও ইষ্টাম্প ছাপা না হওয়া জলীয় চিহ্নবিশিষ্ট কাগজ ও তাহার আয় ও ব্যয়ের অন্য এক হিসাবও রাখিবেন এবং উপরের উক্ত বোর্ড কিম্বা কর্তৃত্বকারি সাহেবেরা সময়ে২ যে রিপোর্ট ও বিবরণপত্রইত্যাদির হুকুম করেন্‌ তাহা প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন ও ঐ২ বোর্ডইত্যাদির সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন ইতি।

৬ ধারা।

ইষ্টাম্পকাগজ যে প্রকারে ও যেখানে ছাপা করা যাইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে কোন বেলম কি পার্চমেণ্ট কি কাগজ কি অন্য কোন বস্তু বিক্রয় করা যায় কি বিক্রয় করিবার নিমিত্তে দেওয়া যায় তাহার উপর ইষ্টাম্পের মাসুল নামে যত মূল্য লেখা যায় তাহার নিমিত্তে দুই মুদ্রা ছাপা করা যাইবেক তাহার প্রত্যেকের উপর ইঙ্গরেজী ও পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষরে মূল্যের সংখ্যাবোধক শব্দ লেখা যাইবেক ঐ উপরের উক্ত মুদ্রার মধ্যে এক মুদ্রা ইষ্টাম্প আফিসে ছাপা করা যাইবেক ও তাহাতে উপরের লিখিত মূল্যের সংখ্যাবোধক শব্দের অতিরিক্ত ইঙ্গরেজী অক্ষরে ইষ্টাম্প আফিস এই কথা এবং উপরের উক্ত বোর্ড কি কর্তৃত্বকারি অন্য সাহেবেরা অন্য যে কোন লেখা কি চিহ্ন ছাপাকরণের হুকুম দেওয়া উপযুক্ত বোধ করেন্‌ তাহাও থাকিবেক অন্য মুদ্রা তাহার প্রতিরূপ মুদ্রা হইবেক এবং শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে স্থানে ও যে আফিসে তাহা ছাপা করাইতে হুকুম করেন্‌ সেই স্থানে সেই আফিসে তাহা ছাপা করা যাইবেক এবং তাহাতে ঐ কাগজের মূল্যের বেওরার অতিরিক্ত যে আফিসে তাহা ছাপান যায় ইঙ্গরেজী অক্ষরে তাহার নাম থাকিবেক অথবা তাহার প্রকার জানাইবার কারণ কৌণ্টর ইষ্টাম্প এই শব্দ ছাপা করা যাইবেক ইতি।

প্রতিরূপ মুদ্রার কথা।

বোর্ডের সাহেবেরা উপযুক্ত মুদ্রা প্রস্তুত করাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—পূর্ব্বোক্ত মতে নিযুক্ত বোর্ড কি কর্তৃত্বকারি সাহেবেরদের কর্ত্তব্য যে এই আইনের নীচের লিখিতব্য তফসীলে ইষ্টাম্পকাগজের যে২ বিশেষ মূল্যইত্যাদি লেখা যায় তাহা জ্ঞাপনার্থে উপযুক্ত মুদ্রা প্রস্তুত করেন্‌ কি করান্‌ এবং উপরের উক্ত কর্তৃত্বকারি সাহেবদিগের এই ক্ষমতা আছে যে উপযুক্ত বোধ হইলে বেলম কি পার্চমেণ্ট কি কাগজ কি অন্য কোন দ্রব্যের এক২ ফর্দ্দের যে মূল্য হয় তাহা জ্ঞাপনার্থে দুই কি ততোধিক ইষ্টাম্প ছাপা করাইতে হুকুম দেন্‌ কিন্তু ইহার আবশ্যক যে ইষ্টাম্প আফিস এই কথাযুক্ত ছাপাকরা ইষ্টাম্প তাহার প্রতিরূপ যে মুদ্রা ছাপান যাইবেক তাহার নম্বর ও মূল্যবোধক কথার সহিত ঠিক মিলে ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—উপরের উক্ত ঐ বোর্ড কি কর্তৃত্বকারি অন্য সাহেবদ্বিগের কর্তৃত্ব থাকিবেক যে যে কোন সময়ে ঐ মুদ্রার বদল কি মতান্তর করিতে উপযুক্ত বোধ হইলে তাহা করেন্ কিম্বা আপন বিবেচনানুসারে তাহার আয়তন কি প্রকার কিম্বা ছাপান কথা মতান্তর করেন্ কেবল ইহার আবশ্যক যে ইষ্টাম্প আফিসে যে মুদ্রা ছাপান যায় তাহাতে স্পষ্ট ও সুপঠনীয় অক্ষরে এই ধারার ১৬ প্রকরণের হুকুম করা বাক্যইত্যাদি থাকে এবং প্রতিরূপ মুদ্রাতে তদনুরূপও তাহাই থাকে কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঐ বোর্ড কি কর্তৃত্ব কারি অন্য সাহেবেরা এই আইনক্রমে তাঁহারদিগের প্রতি অর্পিত কর্তৃত্ব ও কার্য্যকারিত্বভার নির্ব্বাহকরণে সরকারী রাজস্বের এই অংশসম্পর্কীয় সকল বিষয়েতে ইহার পূর্ব্বে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যেমন যে বিশেষ হুকুম পাইয়াছেন তেমন ঐ বিশেষ হুকুমমতে কার্য্য করেন্ ইতি।

বোর্ডের সাহেবেরা সময়েং মুদ্রা মতান্তর করাইবার কথা।

কিন্তু সকল বিষয় শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের তাবে থাকিবার কথা।

৭ ধারা।

ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর অধীন সকল জিলাতে ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়েতে উৎপন্ন রাজস্বসংগ্রহ ও সরবরাহকরণের ভার শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে কোন সময়ে অন্য কোন চিহ্নিত চাকরসাহেবের প্রতি অর্পণ করণ অথবা ঐ ভার ঐ প্রকার অন্য কোন কার্য্যকারকসাহেবের প্রতি অর্পণকরণ উপযুক্ত বোধকরণব্যতিরেকে ভূমির রাজস্বের কালেক্টরসাহেবের প্রতি অর্পণকরা যাইবেক অন্য কর্ম্মকারি সাহেবের প্রতি ঐ ভারার্পণ হইলে ঐ প্রকার নিযুক্তকরা কার্য্যকারক সাহেব ঐ নিয়োগপত্রেতে অন্য প্রকার বিশেষ হুকুম না থাকিলে এই আইনের দ্বারা ভূমির মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবের প্রতি যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্পণ হইল সেই ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তাঁহার প্রতি থাকিবেক ইতি।

ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়েতে উৎপন্ন মাসুলের সংগ্রহকরণের ভার ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর সাহেব অথবা সরকারহইতে নিযুক্ত অন্য কোন কর্ম্মকারি সাহেবের প্রতি থাকিবার কথা।

৮ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়করণের নিমিত্তে যে কালেক্টরসাহেব কি অন্য চিহ্নিত চাকরসাহেব অনুমতি পাইয়াছেন তাঁহারা ইষ্টাম্পের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নিকটে যে প্রকার ও যত ইষ্টাম্পকাগজের প্রয়োজন হয় তাহার এক ফর্দ্দ পাঠাইলে ঐ প্রকার তত ইষ্টাম্পকাগজ পাইবেন এবং তাঁহাকে দুই রসীদ দিবেন ইতি।

ইষ্টাম্পকাগজ পাওয়া যাওনের মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়করণার্থে নিযুক্ত কালেক্টর কি অন্য চিহ্নিত চাকরসাহেবেরা ইষ্টাম্পের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেবকে কি আপনং পূর্ব্বপদস্থ সাহেবকে যত ইষ্টাম্পকাগজের রসীদ উপরের লিখিতমতে দিয়াছেন তাহার মূল্য টাকার দায়ী সরকারে ঐং সাহেবেরা হইবেন ইতি।

কালেক্টরসাহেবেরা আপনারদের নিকটে রাখা সকল ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের দায়ী হইবার কথা।

৯ ধারা।

৯ ধারা।

ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয় করণিয়ারদের নিরূপণের প্রকারের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— সদর কাছারীর ইষ্টাম্পকাগজের কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে কালেক্টরসাহেব যে২ লোককে নিযুক্ত করিতে উপযুক্ত বোধ করেন্ আপনার বিবেচনায় যে জামিনীইত্যাদি লওয়া আবশ্যক ও উপযুক্ত বোধ হয় তাহা তাহারদিগের স্থানে লইয়া কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন কিন্তু ইহাও হুকুম করা যাইতেছে যে ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়করণের নিমিত্তে যত লোক নিযুক্ত হয় তাহারা অনুমতিপত্রপাওয়া ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়কারকেরদের বিষয়ি হুকুমের অধীন থাকিবেক ইতি।

বোর্ডের সাহেবেরদের বিশেষ অনুমতিপত্র পাওনব্যতিরেকে কোন কেহ প্রকাশমতে ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয় না করিবার কথা।

ঐ২ হুকুমের অন্যথাচরণ করিলে যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

কিন্তু ইষ্টাম্পকাগজক্রেতারা তাহা হস্তান্তর করিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইহার পরে যেপ্রকার লেখা যাইবেক ঐ প্রকার অনুমতিপত্র না পাইয়া কেহ বিক্রয়ের নিমিত্তে ইষ্টাম্পকাগজ কি পার্চমেণ্ট কি অন্য কোন প্রকার বস্তু দেখাইতে কি প্রকাশ করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেক না এবং এই বিষয়ে যে কেহ অপরাধ করে তাহার প্রমাণ হইলে প্রথম অপরাধহেতুক সরকারে সিক্কা ৫০০ পাঁচ শত টাকা জরীমানা দিবেক এবং দ্বিতীয় কি ততোধিক অপরাধহেতুক সিক্কা ১০০০ এক হাজার টাকা জরীমানা দিবেক কিন্তু ইহাতে লিখিত কোন কথার এমত অভিপ্রায় নহে যে সরকারী অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত বিক্রয়কারকের স্থানে উপযুক্ত মতে যে২ লোক কোন ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজ কি অন্য বস্তু ক্রয় করিয়া থাকে কিম্বা নীচে যে প্রকার লেখা যাইবেক সে প্রকারে ইষ্টাম্পআফিসহইতে পাইয়া থাকে তাহা হস্তান্তর করিতে নিষেধ আছে ইতি।

১০ ধারা।

ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণিয়ারা আপনারদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপযুক্ত মত করিবার নিমিত্তে মাতবর জামিন দিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সরকারের তরফহইতে ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণের নিমিত্তে যে২ লোক কোন কালেক্টর কি অন্য চিহ্নিত সাহেবের দ্বারা নিযুক্ত হয় সে প্রত্যেক ব্যক্তি এই আইন কি ইহার পরের লিখিতব্য অন্য কোন আইনেতে বিক্রয়কারকেরদের কর্ত্তব্য কার্য্যের নিমিত্তে বোর্ডের সাহেবেরা কি কর্ত্তৃত্বকারি অন্য সাহেবেরা যে২ প্রকার হুকুম দেন্ সেই প্রকারে এক কি ততোধিক মাতবর জামিনীর সহিত এক একরারনামা লিখিয়া দিবেক ও যত টাকা জরীমানাকরণের হুকুম দেন্ তাহা তাহাতে লেখা থাকিবেক এবং ঐ একরারনামার লিখিত সকল কথা পূর্ণকরণের ত্রুটি হইলে তাহাতে লিখিত জরীমানার অতিরিক্ত ঐ অপরাধি ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়করণের পদহইতে চ্যুতহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

অনুমতিপত্র এবং ইষ্টাম্পকাগজের তফসীল বিক্রয়করণিয়াদিগের দোকানে লট্কাইয়া রাখা যাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয় করিতে অনুমতিপত্রপাওয়া সকল লোক আপন২ অনুমতিপত্র এবং এ আইনের শেষের লিখিতব্য তফসীলের নকল কিম্বা ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের পদবিশিষ্ট দস্তখতী ঐ নকলের সংক্ষেপ লিখন ও এই আইনের ৪ ধারার লিখিত ইষ্টাম্পকাগজ নিশ্চয়করণ বিষয়ে ঐ ধারার শেষে যে২ হুকুম

লেখা

লেখা গিয়াছে তাহার এক নকল যে দোকান কি অন্য যে কোন স্থানে বিক্রয় করে সেই স্থানে সকলের দৃষ্টিগোচর স্থানে সর্ব্বদা লট্‌কাইয়া রাখিবেক এবং তাহারা অনুমতিপত্র পাইলে যেং লিখনইত্যাদির হুকুম ঐ বোর্ড কি কর্ত্তৃত্বকারি অন্য সাহেবেরা করেন্ তা হাও ঐ দোকান কি অন্য ঘরের বাহির দ্বারে লট্‌কাইয়া রাখিবেক উপরের লিখিত হুকুম জানিতে কি তাহার মতাচরণ করিতে তাচ্ছল্য কি ত্রুটি করিলে জিলার কালেক্‌টরসাহেবের সাক্ষাৎ তাহার প্রমাণ হইলে প্রত্যেক অপরাধহেতুক ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরীমানা দিবেক ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— উপরের উক্ত অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত লোকেরা বোর্ড কি কর্ত্তৃত্বকারি অন্য সাহেবেরা যেমত হুকুম করেন্ তদনুসারে তাঁহারদের দ্বারা দেওয়া ও পাওয়া ইষ্টাম্পকাগজের হিসাব রাখিবেক এবং যে কালেক্টর কি কর্ত্তৃত্বকারি অন্য সাহেবের অধীন তাহারা কর্ম্ম করে তিনি নিরূপিত কালের যেং সময়ে তাহারদের হিসাবের নকল কি বিবরণপত্র কি সংক্ষেপপত্র দিতে হুকুম করেন্ ঐং সময়ে তাহা দিবেক ঐং লোকেরা সরকারহইতে তাহারদের প্রতি অর্পিত ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়েতে যত টাকা পায় তাহা দিতে ঐ কালেক্টর কি কর্ত্তৃত্বকারি অন্য সাহেব যেং সময়ে হুকুম করেন্ ঐং সময়ে ত্রুটি কি বিলম্বইত্যাদি না করিয়া তাহা দিবেক এবং হুকুম পাইলে সর্ব্বদা ঐ সাহেবকে কি ঐ সাহেবের অনুমতিপত্রপাওয়া অন্য জনকে তাহার করা হিসাবের বিবেচনা করিতে ও যত ইষ্টাম্পকাগজ কি ঐ ইষ্টাম্পযুত অন্য যে বস্তু বিক্রয়ের নিমিত্তে মৌজুদ থাকে তাহাও দেখিতে দিবেক ইতি।

ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়করণিয়ারা হিসাব রাখিবার এবং হুকুম পাইলে কালেক্টরসাহেবের নিকটে পাঠাইবার কথা।

বিক্রয়করণিয়ারা যে টাকা পায় তাহার হিসাবদেওনের কথা।

হুকুম মতে হিসাব ও ইষ্টাম্পকাগজ দেখাইবার নিমিত্তে উপস্থিত করিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়কারক কোন জন জিলার কালেক্টর কি ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের বিষয়ে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতাপন্ন অন্য কোন সাহেবের নিকটে উপরের লিখিত মতে তাহার কর্ত্তব্য হিসাব ঐ কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবের লিখিত হুকুম পাইয়া উপস্থিত না করিলে এবং ঐ ত্রুটির বিষয়ে ঐ কালেক্টর কি অন্য চিহ্নিত চাকর সাহেব কি বোর্ডের কি কর্ত্তৃত্বকারি অন্য সাহেবদিগের হৃদ্বোধজনক প্রমাণ দিতে না পারিলে প্রত্যেক অপরাধের কারণ ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরীমানা দিবে এবং তদতিরিক্ত ঐ হুকুমনামাতে ঐ কাগজইত্যাদি দিবার নিমিত্তে যে মিয়াদ লেখা গিয়াছে ঐ মিয়াদের তারিখঅবধি ঐ হিসাব উপস্থিতকরণ দিনপর্য্যন্ত প্রতিদিন উপরের উক্ত জরীমানা দিবেক কোন বিক্রয়কারক কালেক্টরসাহেবকে কি তাঁহার ক্ষমতাপন্ন অন্য কোন সাহেবকে কিম্বা ঐ কর্ম্মকারি সাহেবের মোহর ও দস্তখতী অনুমতিপত্র পাওয়া অন্য জনকে ঐ উপরের উক্ত হিসাব দেখাইতে ও ঐ সময়ে ঐ বিক্রয়করণিয়ার নিকটে মৌজুদ থাকা ইষ্টাম্পকাগজ দেখাইবার হুকুম পাইবামাত্র বিবেচনা করিবার অর্থে দিতে অসম্মত হইলে ঐ অপরাধের প্রমাণ হইলে সে জন ঐ প্রকার প্রত্যেক অস্বীকারহেতুক সিক্কা ১০০৲ এক শত টাকা করিয়া জরীমানা দিবেক এবং কালেক্টরসাহেবের হুকুমমত

বিক্রয়করণিয়ারা উপরের লিখিত আজ্ঞার অতিক্রম করিলে যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

 কার্য্য

কার্য্য যেপর্য্যন্ত না করে সেপর্য্যন্ত প্রতিদিন তাহার অতিরিক্ত ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরীমানাদেওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

বিক্রয়করণিয়ারা ইষ্টাম্পকাগজ অন্যকে দিবার পূর্ব্বে মূল্য লইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— ইষ্টাম্পকাগজের কোন বিক্রয়কারক কাগজের উপর ছাপা ইষ্টাম্পের দ্বারা জ্ঞাপিত সমপূর্ণ মূল্য না পাইয়া ঐ কালেক্টরসাহেব কি কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবের পরওয়ানা কি হুকুমনামাতে বিশেষরূপে অনুমতি কি হুকুম না থাকিলে কোন ইষ্টাম্পকাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট কি অন্য কোন বস্তু কাহাকেও দিবেক না এবং ইষ্টাম্পকাগজের যে কোন বিক্রয়কারক কালেক্টরসাহেব কি পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মকর্ত্তা অন্য সাহেবের লিখিত অনুমতিপত্র কি হুকুমপাওনব্যতিরেকে কাগজে ছাপা ইষ্টাম্পের দ্বারা জ্ঞাপিত মূল্যের সমস্ত টাকা না পাইয়া কোন ইষ্টাম্পকাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট কি ইষ্টাম্প ছাপাকরা অন্য কোন বস্তু দিলে কি বিক্রয় করিলে তাহার প্রমাণ হইলে ঐ প্রকার দেওয়া কি বিক্রয়করা প্রত্যেক ফর্দ্দ কাগজ কি অন্য দ্রব্যপ্রযুক্ত ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরীমানা ও তদতিরিক্ত প্রথমবার কাগজের মূল্যদেওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

পূর্ণ মূল্য লওনব্যতিরেকে ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয় কি দেওয়াপ্রযুক্ত যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

বিক্রয়করণিয়ারা আপনারদিগের দ্বারা বিক্রয়করা ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয় ও দেওয়ার তারিখ এবং ক্রয়কর্ত্তার নাম লিখিয়া রাখিবার কথা।

দস্তখৎ না করিলে যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়কারকেরা সরকারের মুদ্রাতে ছাপা প্রত্যেক ফর্দ্দ কাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট কি অন্য দ্রব্যের পৃষ্ঠে তাহা বিক্রয় কি দেওন সময়েসেই বিক্রয় কি দেওনের তারিখ ও যে জনকে তাহা দেওয়া যায় তাহার নাম স্পষ্টরূপে লিখিবেক ও তাহারদের সামান্য দস্তখৎমতে ঐ কাগজের পৃষ্ঠে দস্তখৎ করিবেক এবং ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়করণিয়া কোন জন ইষ্টাম্পকাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট কি অন্য কোন দ্রব্যের প্রত্যেক ফর্দ্দের পৃষ্ঠে আপন নাম ও পূর্ব্বোক্তমতে বিক্রয় ও দেওনের তারিখ না লিখিলে তাহার প্রমাণ হইলে আপানার দ্বারা এই প্রকার অনুচিতরূপে দেওয়া কি অর্পণকরা প্রত্যেক ফর্দ্দ ইষ্টাম্পকাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট কি অন্য কোন বস্তুহেতুক ঐ বিক্রীত ইষ্টাম্পকাগজ কি অন্য বস্তুইত্যাদির মূল্য ১৬৲ ষোল টাকার অধিক না হইলে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা জরীমানা দিবেক এবং পৃষ্ঠে উপযুক্তরূপে দস্তখৎকরণব্যতিরেকে বিক্রেতার দেওয়া কি বিক্রয়করা ইষ্টাম্পকাগজ কি অন্য বস্তুর মূল্য ১৬৲ ষোল টাকার অধিক হইলে তাহার প্রমাণ হইলে ঐ বিক্রেতা ঐ প্রকার করা প্রত্যেক অপরাধপ্রযুক্ত আপনার দ্বারা এইমত অনুপযুক্তরূপে বিক্রয়করা ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের তিনগুণ করিয়া জরীমানা দিবেক ইতি।

মিথ্যা তারিখ লিখনপ্রযুক্ত জরীমানার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।— ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়কারক কোন জন আপনার দ্বারা বিক্রয়করা কি দেওয়া কোন ইষ্টাম্পকাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট কি অন্য বস্তুর পৃষ্ঠে মিথ্যা তারিখ লিখিলে কি দস্তখৎ করিলে তাহার প্রমাণ হইলে ঐ প্রকার প্রত্যেক অপরাধপ্রযুক্ত ১০০৲ এক শত টাকা করিয়া জরীমানা দিবেক এবং যদি ঐ বিক্রয়করা ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য ১৬৲ ষোল টাকার অধিক হয় তবে তাহারি প্রমাণ হইলে ঐ ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের

ছয়গুণ

ছয়গুণ জরীমানা দিবেক ও তদতিরিক্ত উপরের লিখিত ঐ দুই অপরাধ হইলে তাহার একরারনামার নিয়মক্রটিকরণের যে জরীমানা লেখা গিয়াছে তাহা দিবার যোগ্যও হইবেক ইতি।

ইষ্টাম্পকাগজ দিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিলম্ব করাহেতুক জরীমানার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।— কোন জন ইষ্টাম্পকাগজইত্যাদি ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহার সম্পূর্ণ মূল্য চলন টাকা ইত্যাদিতে দিতে উদ্যত হইলে যদি কোন ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়কারক তাহার নিকটে বিক্রয়ের নিমিত্তে ঐ প্রকার ইষ্টাম্পকাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট থাকিলে তাহা দিতে অসম্মত হয় কি দিতে অনুপযুক্ত মতে বিলম্ব করে তবে তাহার নিকটহইতে অনুমতিপত্র ফিরিয়া লওনের অতিরিক্ত সে ব্যক্তি ১০০৲ এক শত টাকা জরীমানাদেওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

অতিরিক্ত মূল্য ঠগামিপূর্ব্বক লওনহেতুক জরীমানার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।— ইষ্টাম্পকাগজের কোন বিক্রয়করণিয়ার বিক্রীত কাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট কি অন্য কোন বস্তুতে ছাপাহওয়া ইষ্টাম্পের দ্বারা জানান মূল্যের অতিরিক্ত মূল্য কোন গ্রাহকের নিকটহইতে লওয়া প্রমাণ হইলে সে জন ঠগের অপরাধেতে অপরাধী বোধ করা যাইবেক এবং কালেক্টরসাহেবের কি ঐ অপরাধের বিষয়ের বিচার করিবার যোগ্য অন্য কোন চিহ্নিত চাকরসাহেবের সমক্ষে তাহার প্রমাণ হইলে ছয় মাস কয়েদথাকনের হুকুম হইবেক এবং তদতিরিক্ত ঐ কাগজের উপযুক্ত মূল্যের অধিক যত টাকা লওয়া প্রমাণ হয় তত টাকা ফিরিয়া দেওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

কালেক্টরসাহেবেরা বিক্রয়কর্ত্তাদিগের স্থানে প্রতিপোষক জামিনীপত্র লইতে পারিবার কথা।

১০ দশম প্রকরণ।— কালেক্টরসাহেবেরদের ও তৎক্ষমতাপন্ন কার্য্যকারক অন্য সাহেবদিগের কর্তৃত্ব আছে যে তাঁহারা উপরের লিখিত একরারনামার অতিরিক্ত ইষ্টাম্প কাগজ বিক্রয়কর্ত্তার নিকটে দেওয়া কাগজের কুব্যবহারকরণেতে যে নোক্সান হয় তাহার নিমিত্তে কি তাহারা যে টাকা আদায় করে তাহা চুরীকরণের নিবারণার্থে যে আমানৎ রাখা উপযুক্ত বোধ করেন তাহাও তাহার নিকটহইতে লন্ এবং যদি ঐ সাহেবেরা কোন সময়ে ঐ আমানৎ তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া কিম্বা তাহার স্থানে অন্য জামিনীপত্রইত্যাদি লওয়া উপযুক্ত বোধ করেন্ তবে তাহার হুকুম করেন্ এবং কোন বিক্রয়কর্ত্তা ঐ প্রকার জামিনীপত্রইত্যাদি দিতে অসমর্থ কি অসম্মত হইলে ঐ কর্ম্মেতে নিযুক্ত হইবেক না কিম্বা নিযুক্ত হইলে তৎক্ষণেই তাহার অনুমতিপত্র ফিরিয়া লওয়া যাইতে পারিবেক ইতি।

ইষ্টাম্পকাগজইত্যাদি বিক্রয়করণিয়া পদচ্যুত হইলে কি কর্ম্ম ত্যাগ করিলে তাহার নিকটে মৌজু

১১ একাদশ প্রকরণ।— ইষ্টাম্পকাগজের কোন বিক্রয়কারকের অনুমতিপত্র ফিরিয়া লওয়া গেলে অথবা ঐ বিক্রয়কর্ত্তা তাহার পদ ত্যাগ করিলে পদচ্যুতহওন কি কর্ম্মত্যাগ করণসময়ে তাহার স্থানে মৌজুদথাকা ইষ্টাম্পকাগজের এবং তাহার নিকটে কোন সময়ে দেওয়া ইষ্টাম্পকাগজইত্যাদিদেওনের হিসাবকিতাব এবং তাহার পদচ্যুতি কি ত্যাগকর

শের

কার্য্য যেপর্য্যন্ত না করে সেপর্য্যন্ত প্রতিদিন তাহার অতিরিক্ত ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরীমানাদেওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

বিক্রয়করণিয়ারা ইষ্টাম্পকাগজ অন্যকে দিবার পূর্ব্বে মূল্য লইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— ইষ্টাম্পকাগজের কোন বিক্রয়কারক কাগজের উপর ছাপা ইষ্টাম্পের দ্বারা জ্ঞাপিত সমপূর্ণ মূল্য না পাইয়া ঐ কালেক্টরসাহেব কি কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবের পরওয়ানা কি হুকুমনামাতে বিশেষরূপে অনুমতি কি হুকুম না থাকিলে কোন ইষ্টাম্পকাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট কি অন্য কোন বস্তু কাহাকেও দিবেক না এবং ইষ্টাম্পকাগজের যে কোন বিক্রয়কারক কালেক্টরসাহেব কি পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মকর্ত্তা অন্য সাহেবের লিখিত অনুমতিপত্র কি হুকুমপাওনব্যতিরেকে কাগজে ছাপা ইষ্টাম্পের দ্বারা জ্ঞাপিত মূল্যের সমস্ত টাকা না পাইয়া কোন ইষ্টাম্পকাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট কি ইষ্টাম্প ছাপাকরা অন্য কোন বস্তু দিলে কি বিক্রয় করিলে তাহার প্রমাণ হইলে ঐ প্রকার দেওয়া কি বিক্রয়করা প্রত্যেক ফর্দ্দ কাগজ কি অন্য দ্রব্যপ্রযুক্ত ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরীমানা ও তদতিরিক্ত প্রথমবার কাগজের মূল্যদেওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

পূর্ণ মূল্য লওনব্যতিরেকে ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয় কি দেওয়াপ্রযুক্ত যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

বিক্রয়করণিয়ারা আপনারদিগের দ্বারা বিক্রয় করা ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয় ও দেওয়ার তারিখ এবং ক্রয়কর্ত্তার নাম লিখিয়া রাখিবার কথা।

দস্তখৎ না করিলে যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়কারকেরা সরকারের মুদ্রাতে ছাপা প্রত্যেক ফর্দ্দ কাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট কি অন্য দ্রব্যের পৃষ্ঠে তাহা বিক্রয় কি দেওন সময়ে সেই বিক্রয় কি দেওনের তারিখ ও যে জনকে তাহা দেওয়া যায় তাহার নাম স্পষ্টরূপে লিখিবেক ও তাহারদের সামান্য দস্তখৎমতে ঐ কাগজের পৃষ্ঠে দস্তখৎ করিবেক এবং ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়করণিয়া কোন জন ইষ্টাম্পকাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট কি অন্য কোন দ্রব্যের প্রত্যেক ফর্দ্দের পৃষ্ঠে আপন নাম ও পূর্ব্বোক্তমতে বিক্রয় ও দেওনের তারিখ না লিখিলে তাহার প্রমাণ হইলে আপানার দ্বারা এই প্রকার অনুচিতরূপে দেওয়া কি অর্পণকরা প্রত্যেক ফর্দ্দ ইষ্টাম্পকাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট কি অন্য কোন বস্তুহেতুক ঐ বিক্রীত ইষ্টাম্পকাগজ কি অন্য বস্তুইত্যাদির মূল্য ১৬৲ ষোল টাকার অধিক না হইলে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা জরীমানা দিবেক এবং পৃষ্ঠে উপযুক্তরূপে দস্তখৎকরণব্যতিরেকে বিক্রেতার দেওয়া কি বিক্রয়করা ইষ্টাম্পকাগজ কি অন্য বস্তুর মূল্য ১৬৲ ষোল টাকার অধিক হইলে তাহার প্রমাণ হইলে ঐ বিক্রেতা ঐ প্রকার করা প্রত্যেক অপরাধপ্রযুক্ত আপনার দ্বারা এইমত অনুপযুক্তরূপে বিক্রয়করা ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের তিন গুণ করিয়া জরীমানা দিবেক ইতি।

মিথ্যা তারিখ লিখনপ্রযুক্ত জরীমানার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।— ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়কারক কোন জন আপনার দ্বারা বিক্রয়করা কি দেওয়া কোন ইষ্টাম্পকাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট কি অন্য বস্তুর পৃষ্ঠে মিথ্যা তারিখ লিখিলে কি দস্তখৎ করিলে তাহার প্রমাণ হইলে ঐ প্রকার প্রত্যেক অপরাধপ্রযুক্ত ১০০৲ এক শত টাকা করিয়া জরীমানা দিবেক এবং যদি ঐ বিক্রয়করা ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য ১৬৲ ষোল টাকার অধিক হয় তবে তাহার প্রমাণ হইলে ঐ ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের

ছয়গুণ

ছয়গুণ জরীমানা দিবেক ও তদতিরিক্ত উপরের লিখিত ঐ দুই অপরাধ হইলে তাহার একরারনামার নিয়মক্রটিকরণের যে জরীমানা লেখা গিয়াছে তাহা দিবার যোগ্যও হইবেক ইতি।

ইষ্টাম্পকাগজ দিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিলম্ব করাহেতুক জরীমানার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।— কোন জন ইষ্টাম্পকাগজইত্যাদি ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহার সম্পূর্ণ মূল্য চলন টাকা ইত্যাদিতে দিতে উদ্যত হইলে যদি কোন ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়কারক তাহার নিকটে বিক্রয়ের নিমিত্তে ঐ প্রকার ইষ্টাম্পকাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট থাকিলে তাহা দিতে অসম্মত হয় কি দিতে অনুপযুক্ত মতে বিলম্ব করে তবে তাহার নিকটহইতে অনুমতিপত্র ফিরিয়া লওনের অতিরিক্ত সে ব্যক্তি ১০০৲ এক শত টাকা জরীমানাদেওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

অতিরিক্ত মূল্য ঠগামিপূর্ব্বক লওনহেতুক জরীমানার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।— ইষ্টাম্পকাগজের কোন বিক্রয়করণিয়ার বিক্রীত কাগজ কি বেলম কিপার্চমেণ্ট কি অন্য কোন বস্তুতে ছাপাহওয়া ইষ্টাম্পের দ্বারা জানান মূল্যের অতিরিক্ত মূল্য কোন গ্রাহকের নিকটহইতে লওয়া প্রমাণ হইলে সে জন ঠগের অপরাধেতে অপরাধী বোধ করা যাইবেক এবং কালেক্টরসাহেবের কি ঐ অপরাধের বিষয়ের বিচার করিবার যোগ্য অন্য কোন চিহ্নিত চাকরসাহেবের সমক্ষে তাহার প্রমাণ হইলে ছয় মাস কয়েদথাকনের হুকুম হইবেক এবং তদতিরিক্ত ঐ কাগজের উপযুক্ত মূল্যের অধিক যত টাকা লওয়া প্রমাণ হয় তত টাকা ফিরিয়া দেওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

কালেক্টরসাহেবেরা বিক্রয়কর্ত্তাদিগের স্থানে প্রতিপোষক জামিনীপত্র লইতে পারিবার কথা।

১০ দশম প্রকরণ।— কালেক্টরসাহেবেরদের ও তৎক্ষমতাপন্ন কার্য্যকারক অন্য সাহেবদিগের কর্ত্তৃত্ব আছে যে তাঁহারা উপরের লিখিত একরারনামার অতিরিক্ত ইষ্টাম্প কাগজ বিক্রয়কর্ত্তার নিকটে দেওয়া কাগজের কুব্যবহারকরণেতে যে নোকসান হয় তাহার নিমিত্তে কি তাহারা যে টাকা আদায় করে তাহা চুরীকরণের নিবারণার্থে যে আমানৎ রাখা উপযুক্ত বোধ করেন তাহাও তাহার নিকটহইতে লন এবং যদি ঐ সাহেবেরা কোন সময়ে ঐ আমানৎ তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া কিম্বা তাহার স্থানে অন্য জামিনীপত্রইত্যাদি লওয়া উপযুক্ত বোধ করেন তবে তাহার হুকুম করেন এবং কোন বিক্রয়কর্ত্তা ঐ প্রকার জামিনীপত্রইত্যাদি দিতে অসমর্থ কি অসম্মত হইলে ঐ কর্ম্মেতে নিযুক্ত হইবেক না কিম্বা নিযুক্ত হইলে তৎক্ষণেই তাহার অনুমতিপত্র ফিরিয়া লওয়া যাইতে পারিবেক ইতি।

ইষ্টাম্পকাগজইত্যাদি বিক্রয়করণিয়া পদচ্যুত হইলে কি কর্ম্ম ত্যাগ করিলে তাহার নিকটে মৌজু

১১ একাদশ প্রকরণ।— ইষ্টাম্পকাগজের কোন বিক্রয়কারকের অনুমতিপত্র ফিরিয়া লওয়া গেলে অথবা ঐ বিক্রয়কর্ত্তা তাহার পদ ত্যাগ করিলে পদচ্যুতহওন কি কর্ম্মত্যাগ করণসময়ে তাহার স্থানে মৌজুদথাকা ইষ্টাম্পকাগজের এবং তাহার নিকটে কোন সময়ে দেওয়া ইষ্টাম্পকাগজইত্যাদিদেওনের হিসাবকিতাব এবং তাহার পদচ্যুতি কি ত্যাগকর

ণের

দথাকা ইষ্টাম্পকাগজ ও টাকাইত্যাদি কালেক্টর সাহেবকে দেওয়া যাইবার কথা।

ণের তারিখপর্য্যন্ত তাহার দ্বারা বিক্রয়ইত্যাদিতে যত টাকা পাওয়া গিয়াছে পূর্ব্বে ঐ কালেক্টর কি তৎক্ষমতাপন্ন অন্য কর্ম্মকারি সাহেবের নিকটে তাহা কি তাহার হিসাব না দিয়া থাকে ঐ২ টাকার বাকী টাকা এবং ঐ কর্ম্মকারি সাহেবের নিকটহইতে ইষ্টাম্প কাগজবিক্রয়কারক যে সকল অনুমতিপত্র কি হুকুমনামা কি অন্য লেখাপড়া পাইয়া থাকে তাহা তৎক্ষণে ঐ কালেক্টরসাহেবকে কি তাঁহার দস্তখৎ ও মোহরযুক্তপত্রের দ্বারা তৎক্ষমতাপ্রাপ্ত নিযুক্ত কোন জন কি জনেরদিগকে ঐ বিক্রয়কারকের দিতে হইবেক এবং এই আইন কি অন্য কোন আইনের হুকুমানুসারে নগদ টাকার নিমিত্তে যে ইষ্টাম্পকাগজ তাহাকে দেওয়া গিয়া থাকে তাহার কোন অংশের নিমিত্তে এই আইনের হুকুমকরা প্রকারে ঐ টাকা লওয়া যাইবেক পদচ্যুত কি পদত্যাগকরণিয়া কোন বিক্রয়কর্ত্তা ঐ হিসাব ও ইষ্টাম্পকাগজইত্যাদি ও হিসাবের বাকী টাকা কি তাহার কোন অংশ

অসম্মতিহেতুক জরীমানার কথা।

দিতে অসম্মত হইলে কি ত্রুটি করিলে তাহার প্রমাণ হইলে কালেক্টরসাহেবের আফিসেতে রাখা হিসাবানুসারে ঐ বিক্রয়কর্ত্তার নিকটে যত ইষ্টাম্পকাগজ কি নগদ টাকা মৌজুদথাকন বোধ হয় তাহার তিনগুণ টাকা জরীমানা দিবেক ও ঐ ইষ্টাম্পকাগজ ও হিসাব ও অন্য লেখাপড়া যেপর্য্যন্ত উপস্থিত না করা যায় সেপর্য্যন্ত প্রতিদিন ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার অনূর্দ্ধ টাকা তাহার জরীমানা দিতে হইবেক ইতি।

বিক্রয়করণিয়ার মৃত্যু হইলে তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির নিকটে মৌজুদথাকা দ্রব্যাদির তলবকরণের প্রকারের কথা।

১২ দ্বাদশ প্রকরণ।— ইষ্টাম্পকাগজের কোন বিক্রয়কর্ত্তার মৃত্যু হইলে কালেক্টর সাহেব অথবা কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন কার্য্যকারক অন্য সাহেব ঐ মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারির কিম্বা তাহার দ্রব্যজাতের বিষয়ে যে ব্যক্তি আডমিনিষ্টর করে তাহার কি যাহার নিকটে ঐ দ্রব্যজাত থাকে সে জনের স্থানে ঐ বিক্রয়করণিয়ারদের নিকটে মৌজুদ থাকা ইষ্টাম্পকাগজ কি বেলম কি প্যার্চমেণ্ট কি অন্য কোন বস্তু এবং তাহার মৃত্যু সময়ে সরকারে তাহার যত দেনা হইল এবং ঐ কাগজবিক্রয়করণের সকল হিসাব কিতাব ও অনুমতিপত্র কি হুকুমনামা কি পূর্ব্বোক্ত অন্য যে২ লেখাপড়া ঐ মৃত ব্যক্তির দ্রব্যজাতের মধ্যে থাকে সেই সকল তলব করিবেন এবং ঐ দ্রব্যের উপযুক্ত রসীদ দিতে

স্থলাভিষিক্ত লোক তালাশী করিতে না দিলে তাহার জরীমানার কথা।

উদ্যত হইলে ঐ উত্তরাধিকারী কি আডমিনিষ্টরকরণিয়া কি মৃত ব্যক্তির দ্রব্যজাত যে জনের জিম্মায় থাকে সে জন ঐ২ দ্রব্য দিতে অসম্মত হইলে কি কালেক্টরসাহেব কি কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবকে উপরের উক্ত ঐ দ্রব্যজাত কি লেখাপড়া ঐ মৃত ব্যক্তির দ্রব্যের মধ্যে তালাশী করিতে না দিলে কি নিষেধ করিলে ঐ উত্তরাধিকারী অথবা আডমিনিষ্টরকরণিয়া কি ঐ দ্রব্যজাত যাহার জিম্মায় থাকে এমত কোন লোক ঐ অপরাধের প্রমাণ হইলে প্রত্যেক অপরাধপ্রযুক্ত ১০০৲ এক শত টাকা করিয়া জরীমানা দিবেক ও তদতিরিক্ত ঐ কাগজপত্র ও হিসাবকিতাব ও লেখাপড়াইত্যাদি যেপর্য্যন্ত উপস্থিত না করে কি তাহার তালাশী করিতে না দেয় সেপর্য্যন্ত প্রতিদিন ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার অনূর্দ্ধ জরীমানা দিবেক ইতি।

যাহা হইলে জামিনের

১৩ ত্রয়োদশ প্রকরণ।— আরো নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে যে কোন ইষ্টাম্পকাগজ

বিক্রয়

বিক্রয়ককরণিয়া যে ইষ্টাম্পকাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট কি অন্য কোন বস্তু সরকারের তরফহইতে বিক্রয়করণের নিমিত্তে পাইয়া থাকে তাহার হিসাব এবং তাহার মূল্য টাকা দাখিল করিতে বিলম্ব কি ত্রুটি করিলে কালেক্টরসাহেব তৎক্ষণাৎ ঐ বিক্রয়করণিয়ার জামিন কি জামিনদিগকে ঐ বিক্রয়করণিয়ার বাকী যে টাকা কি কাগজইত্যাদি দাখিল করিতে হয় তাহা দাখিল করিতে হুকুম দিবেন এবং সে জন কি জনেরা তাহা দাখিল করিতে ত্রুটি করিলে সদর ইজারদারের মালগুজারীর বাকী টাকা আদায় করিবার নিমিত্তে যে২ প্রকার করা যায় সে সকল জনের কি তাহার কোন এক জনের নামে নালিশ করিয়া ঐ২ প্রকার করিবেন ইতি।

স্থানে টাকাইত্যাদি তলব করা যাইবেক তাহার কথা।

১১ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—মহাজনেরা ও নীলকুঠীর কর্ত্তারা ও টর্ণিরা এবং অন্য যে২ লোক নানাপ্রকার ইষ্টাম্পযুত কাগজ কি পার্চমেণ্টইত্যাদি প্রয়োজনানুসারে লেখাপড়া করণার্থে আপন২ নিকটে রাখিতে চাহে তাহারদিগের উপকারের কি কার্য্য সহজে হইবার অর্থে এই প্রকরণেতে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে যে ইষ্টাম্পকাগজ কি অন্য বস্তুর সমূহ পাইবার ইচ্ছুক ঐ২ লোক ঐ জিলার কালেক্টরসাহেব অথবা ঐ কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য যে চিহ্নিত চাকরসাহেবকে শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সময়ে২ নিযুক্ত করেন্‌ তাঁহার নিকটে দরখাস্ত করিলে এবং ঐ ইষ্টাম্প কাগজইত্যাদির মূল্য দিলে ঐ কালেক্টরসাহেব কি পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মকারি অন্য সাহেবের নিকটহইতে এক সর্টিফিকট অথবা রসীদ পাইবেক এবং তাহাতে যত টাকা দেওয়া গিয়াছে তাহা এবং যে২ মূল্যের যত ইষ্টাম্পকাগজইত্যাদি চাহে তাহাও লেখা যাইবেক এবং ঐ সর্টিফিকট উপস্থিত করিলে ও যত সাদা কাগজ কি পার্চমেণ্ট কি অন্য দ্রব্যের আবশ্যক হয় তাহাও ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবকে অথবা ইষ্টাম্প আফিসের কার্য্যভারাক্রান্ত অন্য সাহেবকে দিলে ঐ সাহেব তৎক্ষণে লিখিত ঐ২ ইষ্টাম্প তাহাতে ছাপান্‌ এবং প্রতিরূপ মুদ্রা করাইতে হুকুম দেন্‌ ইতি।

আপন২ কার্য্যসাধনের নিমিত্তে বিশেষ ব্যক্তির দিগকে যে প্রকারে ইষ্টাম্পকাগজ দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— কালেক্টর কি পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মকারি অন্য সাহেবের দস্তখতী সর্টিফিকট অথবা ঐ কাগজইত্যাদির উপর যে ইষ্টাম্প ছাপা করাইতে দরখাস্ত করে তাহার সমুদয় মূল্য পাওয়া গিয়াছে এতদ্বোধক রসীদ সঙ্গে না থাকিলে অথবা এ আইন ক্রমে বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা কর্ত্তৃত্বকারি অন্য সাহেবেরদের দ্বারা যে হুকুম হয় ঐ বোর্ড ইত্যাদির সাহেবদিগের সেই হুকুমেতে তাহা ছাপা করাইতে না পাঠান গেলে কোন কাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট কি অন্য কোন বস্তু কোন ব্যক্তির নিমিত্তে ইষ্টাম্প ছাপা হইবার জন্যে ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের দ্বারা কোন প্রকারে লওয়া যাইবেক না কালেক্টরসাহেব কি পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মকারক অন্য সাহেবের সর্টিফিকট কি রসীদ রাখণ

সাদা কাগজের উপর ইষ্টাম্প ছাপা করাইতে ইচ্ছুক লোকেরা ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে যে রসীদ দিবেক তাহার কথা।

বিষয়ে

বিষয়ে বোর্ডের সাহেবেরা কি কর্ত্তৃত্বকারি অন্য সাহেবেরা যাহা করিতে হুকুম করেন তাহার মত ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব করিবেন ইতি।

বিশেষ ব্যক্তিকে ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের দেওয়া কাগজের বিবেচনা ও নিশ্চয় করার প্রকারের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— উপরের লিখিত মত যত সাদা কাগজ কি অন্য দ্রব্য ইষ্টাম্প ছাপা করাইবার কারণ আনান কি পাঠান যাইবেক সেই সকল লইতে এবং কালেক্টর কি পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মকারি অন্য সাহেবের রসীদের সহিত বিবেচনাপূর্ব্বক মিলাইতে ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব ঐ ইষ্টাম্প আফিসের এক কি ততোধিক কর্ম্মকারি জনকে নিযুক্ত করিবেন এবং ইষ্টাম্প ছাপা গেলে পর তদ্রূপ নিযুক্ত কর্ম্মকারি অন্য এক জন পুনর্ব্বার সে সকল গণনা করিবেন এবং কাগজ কি অন্য দ্রব্যের প্রত্যেক ফর্দ্দের পৃষ্ঠে আপনার নাম দস্তখৎ করিবেন এবং যে তারিখে ঐ কাগজ ফিরিয়া দিবার নিমিত্তে প্রস্তুত হয় ঐ তারিখও লিখিবেন কি লেখাইবেন এবং আপনার নিকটে তদর্থে রাখা বহীতে ঐ কাগজ কিম্বা অন্য দ্রব্য যত ছাপান গিয়াছে ঐ সকল এবং প্রত্যেক ইষ্টাম্পের বেওরা বিশেষ করিয়া লিখিবেন উপরের উক্তমতে ঐ কাগজ কি অন্য দ্রব্য প্রস্তুত হইলে তাহার এক পুলিন্দা করা গিয়া ঐ পুলিন্দার উপর ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের মোহর করা যাইবেক ও যে জন তাহার উপর ইষ্টাম্প ছাপা করাইবার কারণ পাঠাইয়াছে ঐ প্রকারে তৎক্ষণাৎ তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক অথবা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের মনস্থ হইলে এমত খবর পাঠান যাইবেক যে তাহার নিমিত্তে লোক পাঠাইলে তৎক্ষণে তাহা পাইতে পারিবেক ইতি।

যাহা হইলে যত ছুট দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—কোন জন ইষ্টাম্প ছাপাইবার কারণ উপরের লিখিত মতে ঐ২ দ্রব্য উপস্থিত করিলে ঐ সমুদয় কাগজইত্যাদির মূল্য ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার অধিক হইলে শতকরা ৪ চারি টাকার হারে ছুট পাইবেক এবং ঐ ছুটের মোট টাকা ঐ কালেক্টরসাহেবের কি কর্ম্মকারি অন্য যে সাহেবের দ্বারা ঐ কাগজইত্যাদি ক্রয় করা গিয়াছে তাঁহার হিসাবের কাগজে দিসবর্সমেণ্ট নামে খাতায় খরচ লেখা যাইবেক ইতি।

উপরের লিখিত নিয়মানুসারে বোর্ডের সাহেবেরা অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত বিক্রয়করণিয়াদিগকে ইষ্টাম্পকাগজআদি দিতে হুকুম করিতে পারিবার কথা।

অপদস্থ হইলে কি মরিলে মৌজুদথাকা ইষ্টাম্প

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— বোর্ডের সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত কর্ত্তৃত্বকারি অন্য সাহেবেরদের কর্ত্তৃত্ব থাকিবেক যে তাঁহারা এই ধারার বেওরা করিয়া লিখিত মত ইষ্টাম্পকাগজ কিনিতে ইচ্ছুক অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত বিক্রয়করণিয়াদিগকে ইষ্টাম্পকাগজইত্যাদি দিতে হুকুম করেন কিন্তু ঐ প্রকার বিক্রয়করণিয়ারা তাহারদিগকে ঐ মত দেওয়া ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়করণের বিষয়ে সরকারের তরফহইতে তাহারদিগের প্রতি বিক্রয়করণার্থে যে২ হুকুম দেওয়া গিয়াছে ঐ২ হুকুমের অনুসারে বিক্রয় করিবেক কিন্তু ইহা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে যে উপরের লিখিত প্রকারে অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত ইষ্টাম্পকাগজবিক্রেতা যদি মরে কি কর্ম্ম ত্যাগ করে অথবা কর্ম্মচ্যুত হয় কি তাহার অনুমতিপত্র অন্য কোন প্রকারে নিরর্থক হয় তবে সেই জন জীবৎ থাকিলে কালেক্টরসাহেব তাহার স্থানে এবং সেই জন মরিলে তা

হার জামিন অথবা তৎস্থলাভিষিক্ত লোকদিগের স্থানে এই ধারার হুকুমানুসারে যত ইষ্টাম্পকাগজ কি বেলমইত্যাদি ঐ বিক্রয়কর্ত্তাকে দেওয়া গিয়া থাকে তাহা অথবা তাহার যে অংশ বিক্রয়ইত্যাদি না করা গিয়া থাকে সে সকল তলব করিবেন ও লইবেন এবং সেই জন ঐ কাগজইত্যাদির নিমিত্তে যত টাকা দিয়াছে তাহা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ইষ্টাম্পকাগজ কি অন্য বস্তুর উপর লেখা মোট টাকা তাহার উপর যত ছুট তাহাকে দেওয়া গিয়া থাকে তাহা বাদে সেই জন কি তাহার স্থলাভিষিক্ত জন ফিরিয়া পাইবেক ইতি।

কাগজইত্যাদি ফিরিয়া দিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।— কালেক্টর কি তদ্রূপ কর্ম্মকারি অন্য সাহেবের পরওয়ানা অথবা হুকুমনামাব্যতিরেকে এদেশীয় কোন কর্ম্মকারি কি অন্য লোক ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন ইষ্টাম্প ছাপা করিলে কি অন্যের দ্বারা করাইলে অথবা কোন সর্টিফিকট দেওয়াইলে কিম্বা ঐ প্রকার ইষ্টাম্পছাপাকরণিয়া কি সর্টিফিকটদেওনিয়া অন্য লোকের সহিত যোগ করিলে ঐ২ লোক প্রত্যেক অপরাধপ্রযুক্ত ১০০০৲ এক হাজার টাকা করিয়া জরীমানা দেওনের অথবা জরীমানার বদলে এক বৎসর মিয়াদে জেলখানায় কয়েদথাকনের যোগ্য হইবেক তদতিরিক্ত ঐ জন ঐ প্রকার ছাপাহওয়া ইষ্টাম্প অথবা ঐ সর্টিফিকটে লিখিত কাগজের মূল্যের দায়ী হইবেক ইতি।

অনুপযুক্ত প্রকারে ইষ্টাম্প ছাপান অথবা সর্টিফিকট দেওনপ্রযুক্ত জরীমানার কথা।

১২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— কোন ইষ্টাম্পকাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্টইত্যাদি উপযুক্তমতে পাওয়া গেলে পর কোন দৈবঘটনাতে ময়লা কি নষ্ট হইলে অথবা ঐ কাগজআদিতে যে বিষয় লেখা যায় কি নকল করা যায় তাহাতে দস্তখৎহওনের পূর্ব্বে ঐ লেখাপড়াতে ঐ কাগজ ব্যর্থ হইবার মত কোন ভ্রান্তি প্রকাশহওনপ্রযুক্ত অকর্ম্মণ্য হইলে অথবা ঐ লেখাপড়া সাব্যস্তহওনের নিমিত্তে যে জন কি জনেরদের দস্তখতের আবশ্যক তাহারদের মৃত্যুপ্রযুক্ত কি দস্তখৎ করিতে অসম্মতহওয়াপ্রযুক্ত ঐ লেখাপড়া অসম্পূর্ণ এবং নিরর্থক হইলে কিম্বা যে কোন পদ কিম্বা কর্ম্ম কোন লেখাপড়ার দ্বারা অর্পিত হয় ঐ পদ কি কর্ম্মের স্বীকার না করণপ্রযুক্ত ঐ লিখনের অভিপ্রায় সিদ্ধ না হইলে কিম্বা করারী তমঃসুক কি হুণ্ডীইত্যাদি তাহা শোধকরণিয়ার অথবা ঐ শোধকরণিয়ার স্থলাভিষিক্ত কোন জনের নিকটে না দেওন কি আর কোন কারণপ্রযুক্ত তাহা কখন ব্যবহারে না আসিলে বোর্ডের সাহেবদিগের কি উপরের লিখিত মত নিযুক্তহওয়া কর্তৃত্বকারি অন্য সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সেই প্রকারে ময়লা কি নষ্ট কি ব্যর্থহওয়া ইষ্টাম্পকাগজ কি পার্চমেণ্ট কি বেলমইত্যাদি তাঁহারদিগের নিকটে দাখিল হইলে তত্তুল্য মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজ উপরের লিখিত মত ঐ ময়লা কি নষ্টহওয়া ইষ্টাম্পকাগজইত্যাদির স্বামী অথবা তাহার স্থলাভিষিক্ত জনকে দিতে হুকুম করেন কিন্তু যে হুণ্ডী দোকর তেকর পাঠান যায়

ময়লা কি নষ্টহওয়া ইষ্টাম্পকাগজ পুনর্ব্বার দেওয়া যাইবার মতের কথা।

তাহার

তাহার মধ্যে কোন হুণ্ডী টাকাদেওনিয়ার নিকটে পহুঁছিলে সেই হুণ্ডীর সহিত ঐ হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

ইষ্টাম্পকাগজের স্বামির দরখাস্তকরণের প্রকারের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—পূর্ব্বোক্ত মত নষ্ট কি ময়লা হওয়া ইষ্টাম্পকাগজের স্বামিরা যেং জিলাতে ঐ কাগজ কিনিয়াছে ঐ জিলার কালেক্টরসাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবেক যদি ঐ কালেক্টরসাহেবের বিবেচনায় ঐ দরখাস্ত মঞ্জুর করা উপযুক্ত বোধ হয় তবে তিনি যে বোর্ড কি কর্ত্তৃত্বকারি অন্য সাহেবদিগের অধীন থাকেন্ ঐ সাহেবেরদের নিকটে ঐ বিষয়ের সম্বাদ পাঠাইবেন এবং বোর্ডইত্যাদির সাহেবদিগের এই প্রকরণের দ্বারা কর্ত্তৃত্ব হইতেছে যে তাঁহারা যত ইষ্টাম্পকাগজ নষ্ট কি ময়লা হইয়াছিল তাহা ঐ দরখাস্তকরণিয়া কি তাহার স্থলাভিষিক্ত জনকে সামান্য ব্যক্তিরদিগকে ইষ্টাম্পকাগজ দিবার নিমিত্তে যেং প্রকার ও নিয়ম আছে ঐং প্রকার ও নিয়মে দৃষ্টি রাখিয়া তত্তুল্য ইষ্টাম্পকাগজ দেন্ কিন্তু ইহাও নির্দ্দিষ্ট হইতেছে যে ঐ ময়লা ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য ১০৲ দশ টাকার অধিক না হইলে ঐ কাগজআদি ময়লা হওয়ার কি অন্য কোন প্রকারে নষ্ট কি নিরর্থকহওয়ার সময়াবধি ৬ ছয় সপ্তাহের মধ্যে দরখাস্ত না করিলে এমত অনুগ্রহ করা যাইবেক না ইতি।

কুব্যবহারের নিষেধ অর্থাৎ ১০৲ দশ টাকার অধিক মূল্যের না হইলে ও ৬ সপ্তাহের মধ্যে দরখাস্ত না করিলে ঐ অনুগ্রহ না করা যাইবার কথা।

১৩ ধারা।

উপযুক্তরূপে পৃষ্ঠে দস্তখৎ না করা কাগজ নতীতে গাঁথাইবার কি রিকার্ড করাইবার জরীমানার কথা।

কৃত্রিম ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজ নতীতে গাঁথিলে যে প্রকার করিতে হইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি দরখাস্ত কি সওয়াল জওয়াব কি অন্য লেখাপড়া ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার হুকুম হইয়াছে এবং ঐ হুকুম করা ইষ্টাম্পকাগজের উপর লিখিত হইয়াছে যদি তাহা কোন আদালত কি সরকারী কোন কাছারী কিম্বা কোন জজসাহেব কি কালেক্টর কি রেজিষ্টর কি সরকারী কর্ম্মকারি কোন সাহেবের নিকটে নতীতে গাঁথান কি দাখিল করা কি রিকার্ড করা যায় এবং ঐ ইষ্টাম্পকাগজের পৃষ্ঠে অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়করণিয়ার দস্তখৎ না থাকে অথবা ঐ কাগজ এই আইনের নিরূপিত মত না পাওয়া গিয়া থাকে এবং অনুমতিপত্রপ্রাপ্তবিক্রেতার নিকটে পাওয়া গেলেও উপযুক্তরূপে ঐ মত দস্তখৎআদি তাহাতে না থাকে তবে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি দরখাস্ত কি সওয়ালজওয়াবের কাগজ কি অন্য লেখাপড়া যে জন কি জনেরা নতীতে গাঁথিয়াছে কি দাখিল করিয়াছে কি রিকার্ড করিয়াছে কি অন্যের দ্বারা ঐ সকল করাইয়াছে সে জন কি জনেরা ঐ ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজের মূল্যের পাঁচগুণ টাকা জরীমানা দিবেক এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি দরখাস্ত কি সওয়ালজওয়াবের কাগজ কি অন্য কোন লেখাপড়া যদি নতীতে গাঁথান কি দাখিল করা কি রিকার্ড করা যায় ও তাহাতে কৃত্রিম ইষ্টাম্প ছাপা কি দস্তখৎইত্যাদি থাকে তবে ঐং প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়াইত্যাদি নতীতে গাঁথনিয়া কি দাখিলকরণিয়া কি রিকার্ডকরণিয়া জন

অর্থাৎ যে জন নতীতে গাঁথান কি দাখিলকরণ কি রিকার্ড করণের নিমিত্তে তাহা আনিয়াছে সেই জন কি তাহার কর্ম্মকর্ত্তা জন এই আইনেতে যে প্রকার দস্তখৎ ও তাহার পৃষ্ঠে লেখা থাকনব্যতিরেকে অথবা ঐ জন কি জনেরা জিলার জজসাহেব কি কালেক্টরসাহেব কি ইহার পরে অনুসন্ধান করিতে কর্ম্মকারি অন্য যে২ সাহেব সরকারহইতে অনুমতি পান ঐ কৃত্রিম ইষ্টাম্পকাগজইত্যাদির পৃষ্ঠেতে লেখা তারিখ এপ্রকারে পাওয়া গিয়াছে অথবা এই আইনেতে হুকুমকরা কি অনিষিদ্ধ অন্য কোন প্রকারে পাওয়া গিয়াছে এবিষয়ে তাঁহার হৃদ্বোধজনক প্রমাণ দিতে না পারিলে ঐ কাগজে যে ইষ্টাম্প ছাপা উপযুক্ত ঐ ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের ২০ বিংশতিগুণ জরীমানা সরকারে দিবেক উপরের লিখিত মতে কৃত্রিম ইষ্টাম্প ছাপা কাগজইত্যাদির পৃষ্ঠে ঐ দস্তখৎ ও ক্রয়করণের তারিখইত্যাদি লেখা থাকিলে এবং ঐ ক্রয়করণের তারিখের প্রমাণ যদি জজসাহেব কি অন্য কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবের কাছারীতে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি অন্য লেখা নতীতে গাঁথান কি দাখিল কি রিকার্ড করা গিয়াছে ঐ২ সাহেবের হৃদ্বোধজনক হয় তবে ঐ কর্ম্মকারি জন আপনি কালেক্টরসাহেব না হইলে ঐ বিক্রয়কর্ত্তার নামে নালিশ করিবার নিমিত্তে তদ্বিষয়ে আপনার করা বিবেচনার কথার সহিত কালেক্টরসাহেবের নিকটে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি পাঠাইবেন এবং কালেক্টরসাহেব ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্রইত্যাদি যত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা উপযুক্ত তত টাকা ঐ জনের স্থানে পাইয়া উপযুক্ত মতে তাহাতে ইষ্টাম্প ছাপা করাইবার নিমিত্তে ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এবং ঐ প্রকারে দেওয়া মূল্যের টাকা ঐ ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়করণিয়ার স্থানে অথবা ঐ কর্ম্মহেতুক তাহার উপর করা কোন জরীমানার টাকাহইতে আদায় করা যাইবেক ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— কোন জন যদি জানিতে পায় যে আপনার নিকটে রাখা কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি অন্য লেখাপড়া কৃত্রিম ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজ কি অন্য দ্রব্যেতে লেখা গিয়াছে এবং ঐ কাগজ কি অন্য বস্তুর উপর এই আইনেতে যে দস্তখৎ ও পৃষ্ঠে লেখার হুকুম হইল তাহাতে তাহা থাকে ও আপনি যদি ঐ জিলার ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়েতে জাত রাজস্বের কার্য্যকারক কালেক্টর অথবা অন্য সাহেবকে ঐ বিষয় জানায় তবে ঐ কাগজ অথবা অন্য বস্তুর পৃষ্ঠে যে তারিখ লেখা গিয়াছে ঐ তারিখে কোন ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়করণিয়ার স্থানে পাওয়া গিয়াছে কি কেনা গিয়াছে অথবা পূর্ব্বোক্ত মত হুকুম কি অনুমতি কি অন্য কোনক্রমে পাওয়া গিয়াছে কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবের এমত হৃদ্বোধজনক প্রমাণ ঐ জন দিলে কোন ফীস কি অন্য কোন খরচাব্যতিরেকে ঐ কাগজ কি অন্য বস্তুর উপর উপযুক্তরূপে ইষ্টাম্প ছাপান যাইবেক ইতি।

আপনার নিকটে রাখা কৃত্রিম ইষ্টাম্পকাগজজান নিয়া লোকের কর্ত্তব্যের কথা।

১৪ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— দুর্ঘটনা কি অজ্ঞান কি অনবধানতা কি ভ্রান্তি কিম্বা অনিবার্য্য

দৈবঘটনা কি অনবধা

অন্য

নতাতে যে দোষ হয় তাহার প্রতিকারের কথা।

ইষ্টাম্পছাপা না করা কাগজে লিখিত নিদর্শনপত্রা দিরাখনিয়া লোক যে নিয়মেতে তাহার উপর ইষ্টাম্প ছাপাইতে পারিবেক তাহার কথা।

অন্য কোন কারণেতে যে প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি অন্য লেখাপড়া ইষ্টাম্প না ছাপা কাগজে কোন ব্যক্তির দ্বারা করা গিয়াছে অথবা দস্তখৎইত্যাদি করণানন্তর যে নিদর্শনপত্রইত্যাদি অন্য কাহার স্থানে পাওয়া গিয়াছে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদির উপর হুকুম করা ইষ্টাম্পছাপা না থাকিলে রাজস্বের এই অংশের কর্ম্মকারি কালেক্টর কি কর্ম্মকারি অন্য সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিলে নীচের লিখিতব্য জরীমানা অথবা তাহার বদলে বোর্ডের সাহেবেরা কি কর্তৃত্বকারি অন্য সাহেবেরা যে কম জরীমানার হুকুম দেন্ তাহা দিলে ঐ কাগজইত্যাদির উপর উপযুক্ত ইষ্টাম্প ছাপা করা যাইবেক ইতি।

মূল্য না দেওনের উদ্যোগ না থাকিলে ও ঐ কাগজের উপর ইষ্টাম্প ছাপা হবার কারণ আনা গেলে যে নিয়মেতে তাহার উপর ইষ্টাম্প ছাপাইতে পারিবেক তাহার কথা।

৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে আনিলে ও তিনগুণ টাকা দিলে যে নিয়মেতে তাহার উপর ইষ্টাম্প ছাপাইতে পারিবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— ঐ হুকুম করা মূল্য না দিবার উদ্যোগের বিষয়ি অপরাধ কি অপরাধের সংশয়রহিতকারি অজ্ঞান অথবা অনবধানতা কিম্বা অন্য কোন প্রকারে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদিতে যদি দস্তখৎ করা গিয়া থাকে তবে ঐ দস্তখৎআদিহওনের তারিখের পর ৩০ত্রিশ দিনের মধ্যে তাহা উপস্থিত করিলে ও তাহার মূল্য উপযুক্ত কাগজের তিনগুণ দিলে অথবা তাহা কম মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা গেলে ঐ কাগজ উপযুক্ত ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের যত টাকা কমে কিনিয়া থাকে তাহার তিনগুণ দিলে ঐ কাগজের উপর উপযুক্ত ইষ্টাম্প ছাপান যাইবেক ইতি।

৩০ ত্রিশ দিনের পরে আনিলে ও পাঁচগুণ মূল্য দিলে যে নিয়মে তাহার উপর ইষ্টাম্প ছাপাইতে পারিবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি দস্তখৎইত্যাদিকরণের তারিখের পর ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে ইষ্টাম্প ছাপাইবার নিমিত্তে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি না আনা যায় এবং ঐ ব্যক্তির প্রতি যদি ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য না দিবার উদ্যোগবিষয়ে কিছু সন্দেহ না থাকে তবে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রেতে দস্তখৎকরণের তারিখঅবধি ৩ তিন মাস গত না হইলে অথবা এই আইন জারীকরণের তারিখঅবধি ছয় মাসের মধ্যে উপস্থিত করা গেলে উপযুক্ত ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের পাঁচগুণ টাকা দিলে অথবা কম মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা গেলে তাহার যত টাকা কমে কেনা গিয়া থাকে তাহার পাঁচগুণ টাকা দিলে তাহার উপর উপযুক্ত ইষ্টাম্প ছাপান যাইবেক ইতি।

মূল্য না দিবার অভিপ্রায়বিষয়ে সন্দেহ হইলে যে নিয়মেতে তাহার উপর ইষ্টাম্প ছাপাইতে পারিবেক তাহার কথা।

এবং মূল্যের দশগুণ জরীমানা দিলে পুনর্ব্বার তাহার উপর ইষ্টাম্প ছাপাইতে পারিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— ইষ্টাম্পরহিত কাগজের উপর লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্রাদিতে দস্তখৎইত্যাদি দৈবঘটনা অথবা অজ্ঞান কি অনবধানতা কি ভ্রান্তিক্রমে অথবা মূল্য না দিবার অভিপ্রায়রহিত অন্য কোন কারণেতে না হইলে ঐ২ বিষয়ে যদি দরখাস্তকরণিয়া ব্যক্তি পুর্ব্বোক্ত কালেক্টর কি বোর্ডের সাহেবেরদের কি কর্তৃত্বকারি অন্য সাহেবেরদের হৃদ্বোধজনক প্রমাণ দিতে না পারে তবে ঐ ব্যক্তি এই আইন জারীকরণের তারিখহইতে ৬ ছয় মাসের মধ্যে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অথবা ঐ দস্তখৎইত্যাদিকরণের তারিখঅবধি ৩ তিন মাসের মধ্যে দরখাস্তকরণপূর্ব্বক উপস্থিত করিলে ও ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদির উপযুক্ত ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের দশগুণ জরীমানা দিলে

 ঐ

ঐ হুকুম করা ইষ্টাম্প ছাপান যাইবেক এবং বোর্ডের সাহেবেরদের কি পূর্ব্বোক্ত কর্তৃত্বকারি অন্য সাহেবদিগের করা নিষ্পত্তি ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি যে কাগজে লেখা গিয়াছে ঐ কাগজ মূল্য না দেওয়ার উদ্যোগবিষয়ে সন্দেহ্য বটে কি না এতদ্বিষয়ে চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— যদি ইষ্টাম্পরহিত কাগজে লেখা ও দস্তখৎইত্যাদি করা প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্রইত্যাদি এই আইন জারীকরণের তারিখঅবধি ৬ ছয় মাস অথবা ঐ দস্তখৎইত্যাদিকরণের তিন মাসের মধ্যে ইষ্টাম্প ছাপাইবার নিমিত্তে উপস্থিত না করা যায় তবে উপযুক্ত ইষ্টাম্প ছাপা করাইতে অসম্মতিপ্রযুক্ত তাহা রাখণিয়া ব্যক্তি অনুচিত ক্লেশ ও অন্যায়প্রাপ্ত হইবেক এই বিষয়ের প্রমাণ বোর্ডের সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত কর্তৃত্বকারি অন্য সাহেবদিগের হৃদ্বোধজনকহওয়াব্যতিরেকে ঐ কাগজইত্যাদির উপর ইষ্টাম্প ছাপান যাইবেক না ঐ২ কাগজে ইষ্টাম্প ছাপা করাইতে স্থির করা গেলে তদর্থে যে জরীমানা লওয়া যাইবেক তাহা সর্ব্বপ্রকারে ঐ সাহেবেরদের বিবেচনামত হইবেক কিন্তু ঐ ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য টাকার দশগুণের কম হইবেক না ইতি।

প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি দস্তখৎহওনানন্তর তিন মাসের অনধিক অথবা এই আইন জারীহওনাবধি ছয় মাসের মধ্যে উপস্থিত করা গেলে যে নিয়মেতে তাহার উপর ইষ্টাম্প ছাপা হইতে পারিবেক তাহার কথা।

বোর্ডের সাহেবেরদের বিবেচনানুসারে তাহার উপর ইষ্টাম্প ছাপা করা যাইবার কথা।

জরীমানা ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের দশগুণের কম না হইবার কথা।

১৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— সকল জিলায় ভূমির মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবেরা প্রথমতঃ এই আইনের হুকুমের অন্যথাচরণহেতুক যে২ জরীমানা উপযুক্ত বোধ করেন তাহার অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তি করিবেন এবং আবশ্যক হইলে ঐ অনুসন্ধানকরণসময়ে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি ক্রোক করিবেন অনুসন্ধান সম্পূর্ণ হইলে তাঁহারা বোর্ডের সাহেবদিগের কি শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে নিযুক্ত অন্য সাহেবের নিকটে আপনারদের হেতুযুক্ত রোয়দাদ পাঠাইবেন ঐ কর্তৃত্বকারি সাহেবেরা ঐ কালেক্টরসাহেবের করা নিষ্পত্তি সাব্যস্ত রাখণ অথবা শুধরণ কি অন্য প্রকারকরণযোগ্য বটে কি না ইহার নিশ্চয় করিবেন এবং ঐ বিষয়ে তাঁহারদিগের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

প্রথমানুসন্ধান কালেক্টরসাহেবদিগের দ্বারা করা যাইবার কথা।

শুধরণ কি স্থিরকরণ কি অন্যথাকরণের ক্ষমতা কর্তৃত্বকারি সাহেবদিগকে অর্পণ হইবার ও তাঁহারদের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— এই আইনানুসারে যে সকল জরীমানা লওয়া উচিত ও পূর্ব্বোক্ত রাজস্বের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবের দ্বারা যাহা লইতে হুকুম দেওয়া গিয়াছে তাহা এবং ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণিয়ারদের স্থানে অথবা তাহারদিগের ভূমিইত্যাদি ধনেতে বাকীর যত টাকা আদায় হয় তাহাও তৎশোধকরণিয়া ব্যক্তি অথবা জামিনদিগের স্থানে ভূমির রাজস্বের কালেক্টরসাহেবদিগের দ্বারা ভূমির কোন ইজারদার কি তাহার জামিনের ভূমির মালগুজারীর বাকী আদায়করণার্থে যে প্রকার করণ উপযুক্ত ঐ প্রকার করিলে আদায় করা যাইবেক ইতি।

এই আইনানুসারে যে জরীমানার হুকুম হয় তাহা সদর ইজারদারের স্থানে মালগুজারীর বাকী আদায়করণে যাহা করিতে হয় তাহার দ্বারা আদায় করা যাইবার কথা।

১৬ ধারা।

জরীমানা মাফকরণের ক্ষমতা বোর্ড কি কর্তৃত্বকারি অন্য সাহেবদিগকে অর্পণ হইবার কথা।

কৃত্রিম ইষ্টাম্পকাগজ ব্যবহার করা কি অন্য কাহাকেও দেওয়া যাইবার বিষয়ে বিশেষ হুকুমের কথা

বোর্ডের সাহেবদিগের অথবা উপরের লিখিত মত নিযুক্ত কর্তৃত্বকারি সাহেবদিগের ও শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে কর্তৃত্ব আছে যে তাঁহারা এই আইনের হুকুমানুসারে দাতব্য কোন জরীমানাইত্যাদি কি তাহার কোন অংশ মাফ করেন কিন্তু ইহা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে যে ইহার লিখিত কোন কথার অভিপ্রায় এমত নহে যে কৃত্রিম ইষ্টাম্পকাগজ প্রস্তুতকরণের বিষয়ে অথবা কৃত্রিম ইষ্টাম্প ছাপাকরা কাগজ ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্যবহার করা কি অন্য কাহাকেও দেওয়ার বিষয়ে যেং আইন ও হুকুম চলিত আছে তাহার হানি হয় ইতি।

১৭ ধারা।

আদালতের কাগজ অর্থাৎ নালিশের দরখাস্তইত্যাদি যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার কথা।

A চিহ্নিত তফসীলের লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র ও নিদর্শনপত্র ও অন্য লেখাপড়া যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা উপযুক্ত তাহার অতিরিক্ত পূর্ব্বমতে ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর অধীন দেশে আদালতের কাগজ অর্থাৎ নালিশের দরখাস্ত ও সওয়ালজওয়াবইত্যাদি লিখিবার কাগজের উপর B চিহ্নিত তফসীলের লিখিত মূল্য ও প্রকারে মাসুল লওয়া যাইবেক এবং ঐ B চিহ্নিত তফসীল ও তাহার মধ্যের লিখিত হুকুম কি আজ্ঞা এই আইনের এক অংশস্বরূপ বোধ করা যাইবেক এবং ঐ তফসীলের লিখিত ইষ্টাম্প উপযুক্তরূপে কোন কাগজইত্যাদিতে না ছাপান গেলে কোন আদালতে কোন কাগজ নত্তীতে গাঁথান ও দাখিল করা ও গ্রাহ্য করা যাইবেক না ইতি।

১৮ ধারা।

ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজে লিখিবার যোগ্য দরখাস্তইত্যাদি ইষ্টাম্পরহিত কাগজে লিখিত হইলে যে উকীল ঐ কাগজ উপস্থিত করে তাহার জরীমানার কথা।

আদালতের সাহেবেরা ঐ জরীমানা আদায় ও হুকুম করিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— যদি কোন আদালতে নিযুক্তথাকা প্রত্যেক উকীল কি অনুমতি পত্রপ্রাপ্ত সওয়ালজওয়াবকারক কি মোখ্তারকার কোন আদালত কি কাছারীতে নত্তীতে গাঁথাইবার কি রিকার্ড করাইবার নিমিত্তে এই আইনের হুকুমক্রমে ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার যোগ্য কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়া ইষ্টাম্পরহিত অথবা অনুচিত ইষ্টাম্পকাগজে আর উপযুক্তমত পৃষ্ঠে দস্তখৎ না হওয়া অথবা কৃত্রিম ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিয়া উপস্থিত করে এবং ঐ ইষ্টাম্পকাগজের পৃষ্ঠে উপরের উক্ত উপযুক্ত মত ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়কারকের দস্তখৎ না থাকে তবে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা উপযুক্ত তাহার মূল্য টাকার পাঁচগুণ জরীমানা দিবেক অথবা কম মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিত হইলে তাহার যত কমে কেনা গিয়া থাকে এই আইনের ১৩ ধারার লিখিত মত তাহার পাঁচগুণ জরীমানা দিবেক ঐ উকীল কি মোখ্তারকার যে আদালতে কার্য্য করে ঐ আদালতের প্রধান সাহেব ঐ জরীমানার হুকুম দিবেন ও তাহা আদায় করিবেন এবং ঐ জরীমানার টাকা ঐ জরীমানার বিষয়ি রোয়দাদ কি হুকুমনামার সহিত কালেক্টরসাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক ইতি।

২ দ্বিতীয়

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— কালেক্টরসাহেব অথবা কালেক্টরসাহেবের তুল্য ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মকারি অন্য সাহেবের ইহার অতিরিক্ত ক্ষমতা আছে যে ঐ আদালতের রোয়দাদে না লেখা কোন প্রকার কার্য্যের ভুমইত্যাদি জ্ঞাত হইলে যে জিলার আদালতে ঐ উকীল কিম্বা অন্য অপরাধি জন কর্ম্ম করে ঐ জিলার জজসাহেবের নিকটে পত্র লিখিয়া পাঠান্ যে ঐ জিলা কি শহরের এলাকার মধ্যবর্ত্তি কোন আদালতে ঐ জরীমানা দেওয়া উপযুক্ত বোধ হইলে ঐ উকীলইত্যাদির স্থানে ঐ উপরের লিখিত জরীমানা লওয়া যায় কিম্বা যদি ঐ প্রকার অপরাধি উকীল প্রবিন্স্যল কোর্টের কি সদর দেওয়ানী আদালতের কর্ম্মকারি এক জন হন্ তবে ঐ২ আদালতে সরকারের যে২ উকীল থাকেন্ তাঁহারদিগের দ্বারা ঐ কালেক্টরসাহেব ঐ২ আদালতে দরখাস্ত করিবেন এবং ঐ জরীমানা দেওয়া ও না দেওয়ার বিষয়ের মোকদ্দমার নিষ্পত্তি জিলার জজসাহেব অথবা ঐ উপরিস্থ আদালতের জজসাহেবেরা বিবেচনাপূর্ব্বক করিবেন ও তাঁহারদিগের করা নিষ্পত্তিই চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

উত্তর কালে অপরাধ জানা গেলে কালেক্টর সাহেবের লিখিত পত্রানুসারে ঐ জরীমানা যে রূপে আদায় করা যাইবেক তাহার কথা।

১৯ ধারা।

বোর্ডের সাহেবদিগের কি কর্তৃত্বকারি অন্য সাহেবেরদের এবং ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর অথবা ভূমির রাজস্বের কার্য্যভারাক্রান্ত অন্য সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা সাক্ষিরদের তলব করেন্ ও তাহারদিগ্কে দিব্য করান্ কি তাহারদিগের স্থানে মুকৃতিপত্র লেখাইয়া লন্ এবং জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের পাঠান হুকুমনামার অন্যথাকরণ কি মতাচরণ না করণ কি অবজ্ঞাকরণের বিষয়ে যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আছেন্ তদ্রূপ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের দ্বারা ঐ২ সাহেবেরা সক্ষিরদের তলব করিতে ও তাহারদিগ্কে দিব্য করাইতে ও তাহারদের স্থানে মুকৃতিপত্রাদি লেখাইয়া লইতে পারেন্ এবং যে কোন জন দিব্য করিয়া কি মুকৃতিপত্র লিখিয়া দিয়া পূর্ব্বোক্ত কর্তৃত্বকারি কোন সাহেবের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া ইচ্ছা ও বিবেচনাপূর্ব্বক মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় সে জন মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনাপরাধের অপরাধী বোধ করা যাইবেক এবং ঐহেতুক সরকারী উকীলের দ্বারা ফৌজদারী আদালতে তাহার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবেক এবং দায়েরসায়েরী আদালতে তাহার দোষ প্রমাণ হইলে ঐ অপরাধপ্রযুক্ত যে২ জরীমানার হুকুম করা গিয়াছে কি করা যাইবেক তাহা দেওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

কর্তৃত্বকারি সাহেব ও কালেক্টর সাহেবদিগ্কে দিব্য করাইবার ক্ষমতার্পণ হইবার কথা।

২০ ধারা।

বোর্ডের সাহেবেরা কিম্বা কর্তৃত্বকারি অন্য সাহেবেরা অথবা যে কর্তৃত্বেতে কালেক্টরসাহেবেরা এই আইনক্রমে কর্তৃত্ব পাইলেন ঐ কর্তৃত্বানুসারে কর্ম্মকারি কালেক্টর সাহেবেরা যে২ হুকুম দেন ঐ২ হুকুমেতে যে লোকেরদের প্রতি অপরাধ প্রমাণহওয়া

লোকেরদিগকে কয়েদ করণার্থে কালেক্টরসাহেবইত্যাদির হুকুম জিলার

তে

জজসাহেবেরা সফল করিবার কথা।

ঠগামী হইলে মাজিষ্ট্রেট্সাহেব অপরাধিকে ফৌজদারী জেলখানায় কয়েদ করিবার কথা।

তে জরীমানা দিতে হুকুম হইয়াছে তাহারদিগের এবং যে লোকেরা দিব্য করিতে কি সাক্ষ্য দিতে উপযুক্ত মত হুকুম পাইয়া অসম্মত হয় কিম্বা আদালতের অবজ্ঞাকরণের অপরাধেতে অপরাধী হয় তাহারদেরো দেওয়ানী জেলখানায় কয়েদ করার হুকুম উচিত হইলে জিলা ও শহরের জজসাহেব ঐ সকল হুকুমের মতাচরণ করিবেন এবং এই আইনের ১০ ধারার ৯ প্রকরণানুসারে ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়করণিয়ারদের ঠগিয়া লওনের দ্বারা টাকালওন অপরাধ প্রমাণ হইলে তাহারদিগ্‌কে ঐ জিলার মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটে ফৌজদারী জেলখানায় কয়েদথাকনের নিমিত্তে পাঠান যাইবেক ইতি।

২১ ধারা।

সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব কর্ম্মার্থে ভ্রমণসময়ে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে তাঁহার প্রতি অর্পিত ক্ষমতাতিরিক্ত কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার কথা।

ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব কিম্বা তাঁহার আসিষ্টাণ্টসাহেব কিম্বা উপযুক্তরূপে ক্ষমতাপাওয়া অন্য কোন সাহেব বোর্ডের সাহেবেরদের কি কর্ত্তৃত্বকারি অন্য সাহেবেরদের কি শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরের দেওয়া হুকুমক্রমে ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়েতে জাত রাজস্বযুক্ত কোন বিষয় অথবা অন্য কোন কর্ম্মহেতুক যখন মফঃসলে যান্ তখন যে জিলা কি স্থানে যান্ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে তাঁহার প্রতি অর্পিত অন্য ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্বাতিরিক্ত ঐ জিলা কি স্থানের ভূমির মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন্ ইতি।

এ আইনের ৩ ধারার উক্ত A চিহ্নিতে চিহ্নিত তফসীলের লিখিত হস্তান্তর করণপত্র ও চুক্তিপত্র ও তমঃসুক ও জামিনীপত্র এবং সামান্যতঃ সকল প্রকার প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি যেং মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার বিশেষ নীচে লেখা যাইতেছে।

১ প্রথম।—আগ্রিমেণ্ট অর্থাৎ একরারনামা অথবা একরারনামার বিষয় স্মরণার্থে যে কোন লেখাপড়া এই তফসীলেতে অন্য প্রকার মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার হুকুম না হইল কিম্বা ইষ্টাম্পরহিত কাগজে লিখিতে নিষেধ না হইল চুক্তির প্রমাণের নিমিত্তে হউক কিম্বা ঐ একরারকরণিয়ার বন্ধহওনের নিমিত্তেই বা হউক অবধার্য্য মূল্য বস্তুর বিষয়ে হইলে এবং সেই মূল্যের কথা তাহাতে লেখা গেলে। ————

যত টাকার তমঃসুক যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার হুকুম হইল তত টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক।

২ দ্বিতীয়।—মাসমাসে কি বৎসরেং টাকা দিবার একরারনামা। ————

যত টাকা দশ বৎসরে দিতে হইবেক তাহার তুল্য টাকার অথবা সমুদয় টাকা ঐ দশ বৎসরের টাকার কম হইলে তাহার তুল্য টাকার তমঃসুক যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা উচিত ঐ মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক।

৩ তৃতীয়।—আইনানুসারে কোন কর্ম্ম করিতে অথবা যে কোন কর্ম্ম টাকার সহিত সম্পর্ক না রাখে কি যাহাতে টাকা বিশেষরূপে না লেখা যায় এমত কোন বিশেষ একরারনামা। ————

উভয় পক্ষীয় লোক যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজ নিরূপণ করে সেই মত কাগজে লিখিতে হইবে কিন্তু এই তফসীলেতে তমঃসুকের নিমিত্তে যেং ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য লেখা যায় ঐ একরারনামা তাহার মধ্যের যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা গিয়াছে তাহার অধিক টাকা ঐ একরারনামাপ্রযুক্ত কোন আদালতে পাওয়া যাইবেক না।

বর্জ্জনীয়।

কর্ম্মের বেতনের নিমিত্তে একরারনামা।

মহাজন এবং অন্যং লোকেরদের যেং পত্র সরকারী ডাকে পাঠান যায় ঐ পত্রেতে যে একরার লেখা যায় তাহা।

---

৪ চতুর্থ।—হুণ্ডী অর্থাৎ এক কি তাহাহইতে অধিক সাক্ষির দস্তখৎযুক্ত প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়াব্যতিরেকে দৃষ্টিমাত্র দিতেহইবার কি লেখা যাওনের তারিখহইতে

		দৃষ্টিমাত্র কি চাহিবা মাত্র কি তিন মাসের অনধিক মিয়াদী হইলে।	তিন মাসের অধিক কিন্তু এক বৎসরের অনধিক মিয়াদী হইলে।
থহইতে নীচের বিশেষ লিখিতব্য মিয়াদী বরাৎ চিঠী কি করারী তমঃসুক কি হুণ্ডী কি টীপ কি বরাৎ কি টাকা দিবার অনুজ্ঞাপত্র কি অঙ্গীকারপত্র যাহার টাকা এ রাজধানীর তাবে কোন দেশেতে পাওয়া যাইবেক তাহা এবং এ সকল দেশের বাহিরে দিতে হইবার টাকার হুণ্ডী তাহার মিয়াদ যাহা হউক ২৫৲ পঁচিশ টাকার অধিকের না হইলে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য।		/০	৵০
অধিকের হইলে।			
যাহার উপর।	যেপর্য্যন্ত।		
২৫৲	৫০৲	৵০	।০
৫০৲	১০০৲	।০	॥০
১০০৲	২০০৲	॥০	৸০
২০০৲	৪০০৲	৸০	১৲
৪০০৲	৮০০৲	১৲	১॥০
৮০০৲	১৬০০৲	১॥০	২৲
১৬০০৲	৩০০০৲	২৲	২॥০
৩০০০৲	৫০০০৲	২॥০	৪৲
৫০০০৲	১০০০০৲	৪৲	৬৲
১০০০০৲	২০০০০৲	৬৲	৮৲
২০০০০৲	৩০০০০৲	৮৲	১২৲
৩০০০০৲	৫০০০০৲	১২৲	১৬৲
৫০০০০৲	১০০০০০৲	১৬৲	২০৲
১০০০০০৲ এক লক্ষের উপর যত হউক।		২০৲	২৫৲

৫ পঞ্চম।—যে সকল হুণ্ডী কি অনুজ্ঞাপত্রইত্যাদি পুনর্ব্বার চালান হয়। ——

তাহা তিন মাসের অনূর্দ্ধ মিয়াদে যে অনুজ্ঞাপত্র বোধ করিতে হইবেক ঐ পত্র যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হয় তত্তুল্য মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক।

৬ ষষ্ঠ।—যে হুণ্ডী কি অনুজ্ঞাপত্রইত্যাদির এক বৎসরের অধিক মিয়াদ নাহি।——

তাহার তমঃসুক যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যায় ঐ ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

মন্তব্য।—শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে এমত কর্তৃত্ব থাকিবেক যে কোন বাঙ্ক কি সম্প্রদায় যে২ অনুজ্ঞাপত্র চালান করেন্ ঐ পত্র যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক তদ্বিষয়ে ঐ বাঙ্ক কি সম্প্রদায়ের সহিত চুক্তি করেন্ এবং ঐ২ চুক্তির সমাচার সরকারী গাজেটেতে ছাপা করা যাইবেক।

বর্জনীয়।

বর্জ্জনীয়।

যেং হুণ্ডীর টাকা যেং স্থানে পাওয়া যাইবেক ঐং স্থানহইতে এক শত মাইলের অধিক দূর কোন স্থানেতে যেং হুণ্ডী কোন সংখ্যার টাকার নিমিত্তে লেখা যায় এবং গ্রাহ্যকরণানন্তর চালান না হয় তাহা এবং দোকর তেকর একরূপ যে হুণ্ডী ভিন্নাধিকারের কোন দেশহইতে আইসে তাহা।

কিন্তু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে যদি হিন্দুস্থানের মধ্যবর্ত্তি কোন স্থানে যে কোন হুণ্ডী লেখা যায় এবং এই রাজধানীর তাবে কোন দেশে তাহার টাকা প্রাপ্তব্য হয় তাহা স্বাক্ষরকরণের পরে যদি অন্যকে দেওয়া যায় কিম্বা স্বাক্ষরহওনানন্তর ঐ স্বাক্ষরকারক এবং টাকাদেওনিয়াব্যতিরেকে তৃতীয় জনকে কোনপ্রকারে দেওয়া যায় তবে ঐ হুণ্ডীইত্যাদি চালাইবার পূর্ব্বে তাহার উপর ইষ্টাম্প ছাপাইবার নিমিত্তে তাহা ইষ্টাম্প আফিসে না লইয়া গেলে অথবা প্রত্যেক হুণ্ডীর সহিত এই তফসীলেতে যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজ ঐ প্রকার হুণ্ডীতে উপযুক্তরূপে লেখা গিয়াছে ঐ প্রকার ইষ্টাম্পকাগজের উপর লিখিত ঐ হুণ্ডীর নকল গাঁথা না গেলে ঐ প্রকার চালানকরা হুণ্ডীইত্যাদির সহিত এই রাজধানীর কথা সম্পর্ক রাখিবেক না।

অন্য বর্জ্জনীয়।

হুণ্ডী ও করারী তমঃসুক অর্থাৎ সরকারী কার্য্যের নিমিত্তে সরকারের যেং কার্য্যকারক সাহেবেরা সরকারের খাজানাদফ্তরের উপর হুণ্ডী দিবার ও তথাহইতে টাকা দেওয়া যাইবার অর্থে করারী তমঃসুকইত্যাদি লিখিয়া দিবার ক্ষমতা রাখেন তাঁহারদিগের দেওয়া হুণ্ডী ও করারী তমঃসুক।

লিখনের স্থানহইতে কুড়ি মাইলের মধ্যগত কোন বাঙ্কের কি বাঙ্কের কোন মালিকের কি মোখ্তারের নামে চাহিবামাত্র লইয়া যাওনিয়াকে টাকা দিবার নিমিত্তে লিখনের নাম যুক্ত যে সকল বরাৎ কি অনুজ্ঞাপত্র লেখা যায় তাহা।

বিক্রয়পত্র। ———————————————————

হস্তান্তরকরণপত্র ও বন্ধকীপত্রের প্রকরণ দেখ।

৭ সপ্তম।—বণ্ড অর্থাৎ তমঃসুক এতাবতা টাকা আদায়ের কারণ এক কি ততোধিক সাক্ষির দস্তখৎযুক্ত করারী তমঃসুক ও হুণ্ডী ও টীপ ও বরাৎইত্যাদি এক বৎসরের অধিক মিয়াদে হইলে ২৫৲ পঁচিশ টাকার অধিক হইলে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ৵০

 অধিকের

অধিকের হইলে।

যাহার উপর।	যেপর্য্যন্ত।	মূল্য।
২৫৲	৫০৲	।০
৫০৲	১০০৲	॥০
১০০৲	২০০৲	১৲
২০০৲	৩০০৲	২৲
৩০০৲	৫০০৲	৪৲
৫০০৲	১০০০৲	৬৲
১০০০৲	২০০০৲	১০৲
২০০০৲	৩০০০৲	১৬৲
৩০০০৲	৫০০০৲	২০৲
৫০০০৲	১০০০০৲	৩২৲
১০০০০৲	২০০০০৲	৪০৲
২০০০০৲	৫০০০০৲	৬৪৲
৫০০০০৲	৭৫০০০৲	৭০৲
৭৫০০০৲	১০০০০০৲	৮০৲
১০০০০০৲	১৫০০০০৲	১০০৲
১৫০০০০৲	২০০০০০৲	১২০৲
২০০০০০৲		১৫০৲

২০০০০০৲ দুই লক্ষের উর্দ্ধ যত হয় তাহার প্রত্যেক লক্ষের উপর ইহার অতিরিক্ত এক২ শত।

৮ অষ্টম।—তমঃসুক অর্থাৎ কোম্পানির কাগজ হস্তান্তরকরণের কিম্বা নিরূপিত সময় পর্য্যন্ত সালিয়ানা সংখ্যানিরূপিত টাকা দিবার অথবা মূল্য নিরূপণকরণযোগ্য কোন বিষয় কি বস্তু অর্পণের কি তাহার হিসাব দেওনের নিমিত্তে জামিনস্বরূপে যে তমঃসুক দেওয়া যায় তাহা।

উপরের লিখিত মত যে টাকা দিবার কি তাহার হিসাব দিবার কিম্বা যে দ্রব্য অর্পণকরণের কি হস্তান্তরকরণের কথা ঐ তমঃসুকে লেখা যায় সেই টাকার সংখ্যার কি দ্রব্যের মূল্যানুসারে নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

৯ নবম।—তমঃসুক অর্থাৎ যাবজ্জীবনইত্যাদির ন্যায় অনিরূপিত সময়পর্য্যন্ত সালিয়ানা টাকা দিবার তমঃসুক।

সনং যত টাকা দিতে হইবেক তাহার দশগুণ সংখ্যার নিমিত্তে নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

১০ দশম।—তমঃসুক অর্থাৎ যে টাকা রক্ষা পাওনের কি অবশেষে ফিরিয়া পাওয়া

যাওনের

যাওনের নিমিত্তে যে তমঃসুক লেখা যায় সেই টাকার সংখ্যা অলিখিত ও অনিরূপিত হইলে ঐ তমঃসুক।——

তাহা লেখনিয়া লোক যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে ইচ্ছা করে তাহা লিখিতে পারে কিন্তু ঐ ইষ্টাম্পকাগজ যত টাকার নিমিত্তে উপযুক্ত হয় তাহার অধিক টাকা ঐ তমঃসুকের দ্বারা কোন আদালতে পাইতে পারিবেক না।

১১ একাদশ।—তমঃসুক অর্থাৎ কোন পদের কর্ম্ম কিম্বা অন্য কোন কার্য্য উপযুক্তরূপে করিবার নিমিত্তে যে তমঃসুক অথবা মুচলকাইত্যাদি লওয়া যায় তাহা এবং অন্য মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে যাহা লিখিবার হুকুম নাহি কিম্বা ইষ্টাম্পরহিত কাগজে যাহা লিখিবার নিষেধ নাহি তদ্ব্যতিরেকে অন্য সকল প্রকার তমঃসুক।——

উপরের লিখিত মতে এবং নিয়মে যদৃচ্ছা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইতে পারিবেক।

১২ দ্বাদশ।—টাকার সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইলে।——

এমত নির্দ্ধারিত টাকার তমঃসুক যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যায় তত্তুল্য মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক।

বর্জ্জনীয়।

তমঃসুক অর্থাৎ সালিয়ানা।

তমঃসুক অর্থাৎ পরস্পর রাজ্যের নীতিবিষয়ক পদসম্পর্কীয় কিম্বা নিজ রাজ্য শাসন কর্তৃত্বপদসম্পর্কীয় সরকারী কোন কার্য্যের কি বস্তুর নিমিত্তে সরকারের কর্ম্মকারি সাহেবদিগের নিকটে দেওয়া কি তাঁহারদিগের নিকটহইতে দেওয়া তমঃসুক।

---

১৩ ত্রয়োদশ।—সিকুরিটিবণ্ড অর্থাৎ জামিনীপত্র এতাবতা কোন আদালতের সাহেব কি কালেকুটরসাহেব কি আদালত কি রাজসম্পর্কীয় কোন কার্য্যকারক সাহেবের লওয়া কি তাঁহারদিগের হুকুমদ্বারা লওয়া জামিনীপত্র এবং কোন আদালতে উপস্থিত হওয়া কোন মোকদ্দমাতে দাখিলহওয়া রাজীনামা ও সোলেনামা ও রফানামা।——

B চিহ্নিত তফসীলেতে আদালতের কাগজের নিমিত্তে যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজের হুকুম হইল ঐ মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

১৪ চতুর্দ্দশ।—চার্তরপাতি অর্থাৎ কোন জাহাজ কি নৌকার ভাড়ার নিমিত্তে কোন

 একরারনামা

একরারনামা কি চুক্তিপত্র কিম্বা জাহাজ কি নৌকার কাপ্তিনের কি কর্ত্তার কি স্বামির অন্য কাহারু সহিত ঐ জাহাজ কি নৌকাযোগে কোন মুদ্রা কি দ্রব্য কি মাল বোঝাই করিবার ও অন্য স্থানে লইয়া যাইবার বিষয়ে যে কোন লেখাপড়া ও পত্রাদি হয় তাহা লিখিবার ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য। ——

যদি ঐ তমঃসুকের দ্বারা এক হাজার টাকার অধিক পাওয়া যায় তবে ৮৲ আট টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে ও ১০০০৲ এক হাজার টাকার কম হইলে ঐ তমঃসুকের নিমিত্তে যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজের হুকুম হইল সেই মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

বর্জনীয়।

চার্ত্তরপাতি অর্থাৎ সিপাহীদিগকে কি সৈন্যসম্বন্ধীয় দ্রব্যজাত লইয়া যাইবার কিম্বা পরস্পর রাজসম্বন্ধীয় অন্য কোন কার্য্যের নিমিত্তে সরকারেতে ভাড়ালওয়া জাহাজ কি নৌকার বিষয়ে উভয়ের মধ্যে যে একরারনামা কি চুক্তিপত্র লেখা যায়।

---

১৫ পঞ্চদশ।—কন্ত্রাক্টর অর্থাৎ চুক্তিপত্র কি প্রতিজ্ঞাপত্র তাহার কাগজের অন্য প্রকার মূল্যের নিরূপণ না হইয়া থাকিলে কিম্বা তাহা ইষ্টাম্পকাগজহইতে বর্জিত না হইলে। ——

চুক্তিপত্রানুসারে।

১৬ ষোড়শ।—কোপার্টনর্সিপ ডীড অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাপত্র এতাবতা যৌতা কারবারের লেখাপড়া অর্থাৎ সংসৃষ্টিপত্র। .... ৮৲

১৭ সপ্তদশ।—কম্পোজিসন্ ডীড অর্থাৎ সাধুখাতকী প্রতিজ্ঞাপত্র কিম্বা অশক্ত খাতক কি খাতকদিগের তাহার কি তাহারদিগের মহাজনের মধ্যেতে রফাসূত্রে দেনা পরিশোধকরণার্থে অন্য যে কোন লেখাপড়া হয় তাহা যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। .... ৮৲

১৮ অষ্টাদশ।— কনবেয়েন্স অর্থাৎ হস্তান্তরকরণপত্র এতাবতা কওয়ালা কি বয়নামা কি হেবানামা কিম্বা কোন ভূমি কি ঘরবাটী কি খাজানা কি সালিয়ানা প্রাপ্তি পৈতৃক কি স্বোপার্জিত স্থাবর জঙ্গম অন্য কোন বস্তু বিক্রয়ের বিষয়ে কিম্বা কোন ভূমি কি ঘর বাটী কি খাজানা কি সালিয়ানা লাভ কি অন্য কোন বস্তুতে থাকা কোন স্বত্ব কি অধিকারিত্ব কি প্রাপ্য কিম্বা অন্য কোন প্রকার দাওয়ার বিষয় বিক্রয়ের বিষয়ে যে কোন

প্রকার

প্রকার লেখাপড়া হয় অর্থাৎ যে মুখ্য কি অদ্বিতীয়পত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়ার দ্বারা বিক্রয়করা বস্তু ক্রয়কর্ত্তা কি ক্রয়কর্ত্তাদিগের কি তাহার কি তাহারদিগের অনুমতিক্রমে অন্য কোন জনের হস্তগত হয় কি অর্পণ করা যায় ঐ২ বিষয়ের পত্র তাহার মধ্যে লেখা ক্রয়ের মূল্য কি তদ্ভিন্ন অন্য বিষয়ের টাকা ৫০৲ পঞ্চাশের অধিক না হইলে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। .... ৷৹

পঞ্চাশের অধিক হইলে।

যাহার উপর।	যেপর্য্যন্ত।	মূল্য।
৫০৲	১০০৲	১৲
১০০৲	২০০৲	২৲
২০০৲	৫০০৲	৪৲
৫০০৲	১০০০৲	৮৲
১০০০৲	২০০০৲	১২৲
২০০০৲	৩০০০৲	১৬৲
৩০০০৲	৫০০০৲	২০৲
৫০০০৲	৮০০০৲	৩২৲
৮০০০৲	১২০০০৲	৪০৲
১২০০০৲	২০০০০৲	৫০৲
২০০০০৲	৩০০০০৲	৬৪৲
৩০০০০৲	৫০০০০৲	৮০৲
৫০০০০৲	১০০০০০৲	১০০৲
১০০০০০৲	২০০০০০৲	১৫০৲
২০০০০০৲ দুই লক্ষের অধিক প্রত্যেক লক্ষের নিমিত্তে।		একং শত।

মন্তব্য।—অনেক প্রতিজ্ঞাপত্রের কি নিদর্শনপত্রের কি লেখাপড়ার মধ্যে কোন্ পত্র মুখ্য ইহাতে সন্দেহ হইলে ঐ পত্রাদির কর্ত্তারা তাহার মধ্যে যে পত্র মুখ্য হয় তাহা স্থির করিতে এবং ঐ পত্রেতে লিখিত টাকার সংখ্যাদৃষ্টে উপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজে কি পার্চমেণ্টে কি বেলমে তাহার নকল করাইতে পারে।

১৯ ঊনবিংশ।— কিন্তু ইহাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে একহইতে অধিক পত্রাদি থাকিলে ঐ মুখ্যপত্রভিন্ন অন্য২ সকল পত্র আট আট টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজআদিতে লেখা যাইবে এবং ঐ প্রতিপোষক পত্র আট টাকার অধিক মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার আবশ্যক নাই এবং ঐ সকল পত্রেতে বস্তু হস্তান্তরহওনের মুখ্যপত্রের নি

রূপণ এবং ঐ মুখ্যপত্র উপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজে লেখা গিয়া থাকনের কথা ঐ প্রতিপোষক পত্রেতে লেখা যাইবেক।

বৰ্জ্জনীয়।

যে সকল দানপত্র কি পাট্টা কি বিক্রয়পত্রাদিতে সরকার পরস্পর রাজ্যের নীতি বিষয়ক পদের কি স্বীয় রাজ্যশাসনকর্তৃত্ব পদের এক পক্ষ হন্ তাহা।

মন্তব্য।—মালগুজারী কি খাজানার বাকী উসুল করিবার কি আদালতের ডিক্রীর লিখন মতে কার্য্যকরণের নিমিত্তে যে ভূমি নীলামে বিক্রয় করা যায় তাহার বিক্রয়পত্রেতে ঐ বর্জনের কথা সম্পর্ক রাখিবেক না ও এমতে নীলাম হইলে তাহার খরীদারের খরীদের টাকার সহিত ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য দিতে হইবেক এবং যে কার্য্যকারক সাহেব ঐ নীলাম করেন তাঁহার নিকটহইতে ঐ খরীদার সেই মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিত বয়নামা অর্থাৎ বিক্রয়পত্র পাইবেক।

অন্য বৰ্জ্জনীয়।

সরকারের লওয়া কর্জের খত কি সরকারের লিখিয়া দেওয়া অন্য প্রকার খত এবং বাঙ্কের অংশ হস্তান্তরকরণের পত্র।

২০ বিংশ।—নকল কোন প্রকার প্রমাণযুক্ত কিম্বা ঠিক নকলবোধক দস্তখৎযুক্ত কোন তমঃসুকের কি প্রতিজ্ঞাপত্রের যে কোন নকল প্রমাণস্বরূপে দাখিল করিবার নিমিত্তে প্রকৃতরূপে করা যায় তাহা উভয় পক্ষের কোন পক্ষের হিতের নিমিত্তে করা গেলে তাহার ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য। —

এই আইনানুসারে আসল পত্রের কাগজের মূল্যের তুল্য।

২১ একবিংশ।—ঐ একরারনামা কি নিদর্শনপত্রাদির যে সকল উভয়পক্ষব্যতিরেকে অন্য জনের হিতের কি কার্য্যসাধনের নিমিত্তে করা যায় তাহার ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য। ॥০

২২ দ্বাবিংশ।—পূর্ব্বোক্ত কোন একরারনামা কি চুক্তিপত্র কি তমঃসুক কি প্রতিজ্ঞাপত্র কি অন্য নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠের লেখা কি তাহার সঙ্গে গাঁথা কোন তফসীলের ফর্দ্দের কি রসীদের কি অন্য কোন লিখনের কোন প্রকার প্রমাণযুক্ত কোন নকল লেখা যাইবার ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য। .... ॥০

২৩ ত্রয়োবিংশ

২৩ ত্রয়োবিংশ।— কোন রিকার্ড কি পত্র কি হিসাব কি বেওরাপত্র কি রিপোর্ট কিম্বা অন্য কোন লেখাপড়ার দস্তখৎকরা যে নকল সরকারের কোন কাছারীহইতে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায় তাহা ইষ্টাম্পআফিসে কাপিকাগজ নামেতে খ্যাত যে প্রকার কাগজে এখন লেখা যায় এমত কাগজে লিখিতে হইবেক এবং তাহার প্রত্যেক ফর্দ্দের মূল্য। .... ॥০

আদালতসম্পর্কীয় যে লেখাপড়ার নকল আদালতহইতে অথবা মালগুজারীর কাছারীহইতে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায় তাহার বিষয়ে B চিহ্নিত তফসীল দেখ।

বর্জ্জনীয়।

ঐ আসল পত্রাদি যাহার স্থানে থাকে তাহার কিম্বা তাহার উকীলের কি সালিসিটরের নিজ কর্ম্মের নিমিত্তে করা নকল এবং ফিরিয়া দেওনসময়ে সরকারী কাছারীতে রাখা প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদির নকল।

কোন আইনের দ্বারা সরকারী কর্ম্মকারক সাহেবদিগকে যে কোন কাগজের নকল করিতে কি চাহিতে কি অন্যেরে দিতে হুকুম আছে সেই নকল ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার নিমিত্তে বিশেষরূপে হুকুম না থাকিলে তাহা।

২৪ চতুর্বিংশ।— ডীড অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাপত্র এতাবতা এই তফসীলেতে বিশেষরূপে যে২ প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রসঙ্গ অন্য প্রকার না হইয়া থাকে সে সকল প্রতিজ্ঞাপত্রের ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য। ——

একরারনামার ইষ্টাম্পকাগজের তুল্য।

২৫ পঞ্চবিংশ।—এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ এওজনামা এতাবতা অন্য কোন প্রকার বস্তুর পরিবর্ত্তে স্থাবর কোন বস্তু যে প্রতিজ্ঞাপত্রের দ্বারা হস্তান্তর কি ত্যাগ হয় তাহা।

যদি ঐ এওজ সমান করিবার নিমিত্তে কিছু টাকা না দেওয়া যায় কি দিবার নিয়ম নাহয় তবে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য।...... .... ৮৲

২৬ ষড়্‌বিংশ।—যদি ঐ এওজ সমান করিবার নিমিত্তে কিছু টাকা দেওয়া যায় কি দিবার নিয়ম হয় তবে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ——

তত টাকার বস্তু হস্তান্তরকরণপত্রের ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের তুল্য।

২৭ সপ্তবিংশ

২৭ সপ্তবিংশ।— এঙ্গেজমেণ্ট অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাপত্র এতাবতা দেওয়া দাদনপ্রযুক্ত নীল গাছের কৃষিকার্য্যকরণের কি তাহা যোগাইবার কি দাখিলকরণের কিম্বা বাণিজ্যব্যাপারের অন্য কোন বস্তু জন্মাইবার কি বানাইবার কি যোগাইবার কি দাখিল করিবার অর্থে যে কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেওয়া যায় তাহা। ——

তমঃসুক কি অন্য খতের ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যানুক্রমে দাদনের টাকার সংখ্যানুসারে নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

২৮ অষ্টাবিংশ।— লীস অর্থাৎ পাট্টা এতাবতা কতক টাকা আগাম পাইয়া ইস্তমরারী পাট্টা কিম্বা এক জনের কি ততোধিক জনের পরমায়ুর সংখ্যাপর্য্যন্ত মিয়াদের কি অনিরূপিত অন্য কতক কাল মিয়াদের নিমিত্তে যে পাট্টা দেওয়া যায় যদি খাজানা দিতে না হয় তবে তাহার ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য। ——

ঐ আগাম দেওয়া টাকার তুল্য মূল্যের বস্তু হস্তান্তর কি বিক্রয়করণের কাগজের মূল্যের তুল্য।

	এক বৎসরের নিমিত্তে হইলে।	এক বৎসরের অধিক হইলে।
২৯ ঊনত্রিংশ।— আগাম কিছু টাকা পাওনব্যতিরেকে মাস২ কি সন২ খাজানা পাওনের কারণ ভূমি কি বাটীঘর কি অন্য স্থাবর বস্তুর যে পাট্টা লেখা যায় তাহার ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য সালিয়ানা খাজানা ১২৲ বার টাকার উপর ২৪ চব্বিশ টাকাপর্য্যন্ত হইলে।	।০	৷৷০

অধিকের হইলে

যাহার উপর।	যেপর্য্যন্ত।	মূল্য।	
২৪৲	৫০৲	৷৷০	৸০
৫০৲	১০০৲	৸০	১৲
১০০৲	২৫০৲	১৲	২৲
২৫০৲	৫০০৲	২৲	৪৲
৫০০৲	১০০০৲	৪৲	৮৲
১০০০৲	২০০০৲	৮৲	১২৲
২০০০৲	৪০০০৲	১২৲	১৬৲
৪০০০৲	৬০০০৲	১৬৲	২০৲
৬০০০৲	১০০০০৲	২০৲	৩২৲
১০০০০৲	৫০০০০৲	৩২৲	৬৪৲
৫০০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক যত হয়।		৬৪৲	৮০৲

৩০ ত্রিংশ।— আগাম টাকা পাওনপ্রযুক্ত বৎসর২ খাজানা পাইবার কারণ দেওয়া ভূমি কি বাটী কি অন্য কোন স্থাবর বস্তুর পাট্টা। ——

উপরের উক্ত দুই প্রকার মূল্য একুন করিয়া যত হয় তত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজআদিতে লেখা যাইবেক।

৩১ একত্রিংশ

৩১ একত্রিংশ।—পাট্টার প্রতিরূপ কবুলিয়ৎইত্যাদি।

আসল পাট্টার মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্টে লেখা যাইবেক।

বর্জ্জনীয়।

সালিয়ানা খাজানা ১২৲ বার টাকার অধিক না হয় এমত ভূম্যাদির পাট্টা।

সরকারের কি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের দেওয়া পাট্টা ও তাহার প্রতিরূপ কবুলিয়ৎ এবং ঐ কার্য্যের অংশস্বরূপে করা সকল জামিনী তমঃসুক এবং রাইয়ৎ ও অন্য২ কৃষিকারকেরদিগ্‌কে যে পাট্টা দেওয়া যায় তাহা ও তাহার প্রতিরূপ কবুলিয়ৎ।

মন্তব্য।— জমীদারেরদের কি তালুকদারদিগের কি ভূমির অন্য দখীলকার কি স্বত্বাধিকারিদিগের তাহারদিগের ভূমি সকর হউক কি নিষ্কর হউক এবং ইজারদার কি কট্‌কিনাদার কি ভূমির অন্য দখীলকারদিগের ও সদর মালগুজার কি লাখেরাজদারেরদের ও প্রজাদিগের মধ্যবর্ত্তি অন্য কোন তালুকদার কি কট্‌কিনাদার কি ইজারদার কি অন্য পাট্টাদারেরদের মধ্যে দেওয়ালওয়ার সকল পাট্টা ও কবুলিয়ৎ কি তদ্রূপ অন্য লেখাপড়া।

পাট্টার নিমিত্তে উপরের নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজআদিতে লেখা যাইবেক।

ওকালৎনামা অর্থাৎ ওকালৎনামা ও মোক্তারনামাইত্যাদি।

৩২ দ্বাত্রিংশ।—কোন মোকদ্দমা কি বিষয় কি কার্য্যসম্পর্কীয় বিশেষ কোন এক কর্ম্মকরণার্থের পত্র হইলে। .... ||০

৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশ।—সামান্য অর্থাৎ অনেক কর্ম্ম করিবার ক্ষমতার্পণের পত্র হইলে। .... ৪৲

বর্জ্জনীয়।

এতদ্দেশীয় আদালত অথবা ভূমির মালগুজারীর ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের সমক্ষে যেং মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহার সমাধাকরণের নিমিত্তে যে ওকালৎনামা কি মোক্তারনামা কি অন্য পত্রার্পণ করিতে হয় B চিহ্নেতে চিহ্নিত তফসীলেতে তদ্বিষয়ে যেং নিয়ম আছে তাহা আদালতের কাগজ শব্দ দেখ।

 ৩৪ চতুস্ত্রিংশ

৩৪ চতুস্ত্রিংশ।—বোধক লাইসেন্স লেটর অর্থাৎ অভয়পত্র এতাবতা খাতকদিগকে মহাজনদিগের দেওয়া অভয়পত্র যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। .... ৮৲

৩৫ পঞ্চত্রিংশ।—মর্টগেজ অর্থাৎ বন্ধকপত্র এতাবতা পূর্ব্বের করা কর্জ্জের টাকা কি যে টাকা কর্জ্জ করিতে হইবেক তাহা আদায় করিবার মাতবরীর নিমিত্তে দখলদেওনের সহিত কি তাহাব্যতিরেকে কোন ভূমি কি জমীদারী কি অন্য স্থাবর কিম্বা অস্থাবর বস্তুর বন্ধকপত্র কি সনিয়ম বিক্রয়পত্র কি কটকওয়ালা কি বয়বেলওফা কি সভোগ বন্ধকপত্র কি পূর্ব্বের করা কর্জ্জের টাকা কি যে টাকা কর্জ্জ করিতে হইবেক তাহা আদায় হইবার মাতবরীর নিমিত্তে কোন বস্তুর স্বত্বজ্ঞাপক প্রতিজ্ঞাপত্রের সহিত দেওয়া বন্ধকইত্যাদিপত্রের ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য। ——

বন্ধক না দিয়া কর্জ্জ লওয়া টাকার তমঃসুক লেখা যাইবার নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য।

৩৬ ষট্‌ত্রিংশ।—বন্ধকপত্র অর্থাৎ কোম্পানির কাগজ হস্তান্তরকরণের কিম্বা নিরূপিত সময়পর্য্যন্ত সালিয়ানা টাকা দিবার কিম্বা মূল্য নিরূপণ হওনযোগ্য কোন বস্তু উত্তর কালে কোন সময়ে অন্যের হস্তগতকরণের মাতবরীর নিমিত্তে দেওয়া বন্ধকপত্রইত্যাদি। ——

ঐ বস্তুর পূর্ণ ও যথার্থ মূল্যানুসারের নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজআদিতে লেখা যাইবেক।

৩৭ সপ্তত্রিংশ।—বন্ধকপত্র অর্থাৎ যাবজ্জীবনের ন্যায় অনিরূপিত সময়পর্য্যন্ত সালিয়ানা টাকা আদায় করিবার মাতবরীর নিমিত্তে যে বন্ধকপত্র দেওয়া যায় তাহার ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য। ——

সনং দিতে হইবার টাকার দশগুণ টাকা খতের নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের তুল্য।

৩৮ অষ্টাত্রিংশ।— যে বন্ধকপত্রের দ্বারা যে টাকা আদায়হওনের মাতবরী হয় সেই টাকার সংখ্যার নিরূপণ না থাকিলে। ——

ঐ বন্ধকপত্রলেখনিয়া যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে ইচ্ছা করে ঐ মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে পারে কিন্তু ঐ মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজের নিমিত্তে যত টাকা উপযুক্ত হয় তাহার অধিক টাকা কোন আদালতে পাওয়া যাইবেক না।

৩৯ উনচত্বারিংশ।—যে বন্ধকপত্রের দ্বারা যে টাকা আদায় হইবার মাতবরী হয় সেই টাকা নিরূপিত কোন সংখ্যার অধিক না হইবার নিয়ম তাহাতে লেখা থাকিলে। —

ঐ নিয়মানুসারে ইষ্টাম্পকাগজে ঐ বন্ধকপত্র লেখা যাইবেক।

মন্তব্য।—সমুদয় টাকা পাওয়া যাইবার নিমিত্তে পূর্ব্বে কোন তমঃসুক লওয়া গিয়া থাকিলে তাহার কিম্বা অন্য কোন কারণপ্রযুক্ত ইষ্টাম্পকাগজে লেখা অন্য পত্রের সহিত কেবল প্রতিপোষকের নিমিত্তে বন্ধকপত্র দেওয়া যাইতে হইলে ঐ কথা ঐ বন্ধকপত্রে লেখা গেলে ঐ বন্ধকপত্র লেখা যাওনের ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য।—

প্রতিপোষকপত্র যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা উপযুক্ত ঐ মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

৩ উভয়পক্ষের ইচ্ছামত বন্ধকপত্র পাকা করিবার নিমিত্তে একহইতে অধিক প্রতিজ্ঞাপত্রের আবশ্যক হইলে কেবল মুখ্য প্রতিজ্ঞাপত্রতাহার লিখিত টাকার সংখ্যার দৃষ্টে নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক এবং ঐ কার্য্যসম্বন্ধীয় অন্য২ প্রতিজ্ঞাপত্রের ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য।—

১৮ নম্বর কনবেয়নস নামেতে প্রতিপোষক পত্রের নিমিত্তে যে ইষ্টাম্পকাজের হুকুম হইয়াছে তত্তুল্য ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

৪০ চত্বারিংশ।—রসীদ কি করারী তমঃসুক অর্থাৎ বাঙ্গাল বাঙ্কের নিমিত্তে তথাকার খাজাঞ্চীসাহেবকে কিম্বা অন্য কর্ম্মকারির কিম্বা ঐ বাঙ্কব্যতিরেকে অন্য কোন বাঙ্কের মালিকের কি কর্ম্মকারির নিকটে বন্ধকস্বরূপ রাখা কোম্পানির কাগজ কি ধাতুদ্রব্য কি রূপাইত্যাদির বাসন কি জওয়াহের কি অন্য কোন দ্রব্যেতে লওয়া কর্জ্জ কি আগাম টাকা লওয়ার নিমিত্তে দেওয়া রসীদ কি করারী তমঃসুক।—

করারী তমঃসুকের ইষ্টাম্পকাগজের মত মূল্যের কাগজে লেখা যাইবেক।

৪১ একচত্বারিংশ।—পার্টিস্যান অর্থাৎ বিভাগপত্র এতাবতা সাধারণবিষয়ের অধিকারি কি অংশিদিগের পরস্পর একবাক্যতাক্রমে অথবা জমীদারীএতাবতা স্থাবর কি অস্থাবর বস্তুর বিষয়ে সরকারের কার্য্যকারক কোন সাহেবের হুকুমক্রমে কিম্বা হিন্দুর ব্যবহার মতে সাধারণ বস্তুর বিভাগ হইলে একং অংশির অংশ ৮০০৲ আট শত টাকার অধিক না হইলে প্রত্যেক অংশির ঐ বিভাগপত্রের নকল যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য।...... .... ৮৲

যদি প্রত্যেক ভাগির ভাগ আট শত টাকার অধিকের না হয় তবে এক শত টাকার অনধিক হইলে বিভাগপত্র যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ...... ।।০

এক শত টাকার অধিকের হইলে।

যাহার উপর।	যে পর্য্যন্ত।	
১০০৲	২০০৲	১৲
	২০০৲	

যাহার উপর।	যে পর্য্যন্ত।	
২০০৲	৪০০৲	২৲
৪০০৲	৬০০৲	৪৲
৬০০৲	৮০০৲	৬৲

ভাগ সমান হইবার নিমিত্তে যদি কিছু টাকা দেওয়া যায় কি দিবার নিয়ম হয় তবে।—

ঐ টাকা দিবার বিষয়ে যে মুখ্য প্রতিজ্ঞাপত্র হয় তাহা উপরের লিখিত মূল্যের অতিরিক্ত হইলে তত্তুল্য টাকার বস্তু হস্তান্তরকরণ কি বিক্রয়পত্রের নিমিত্তে নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

৪২ দ্বাচত্বারিংশ।— আসুরান্স কি ইনসুরান্স বোধক পলিসি অর্থাৎ বিমাপত্র এতাবতা বিমাপত্র কি অন্য যে কোন নামেতে খ্যাত অন্য যে কোন পত্রের দ্বারা কোন জনের কি জনেরদের আয়ুর উপর বিমা কিম্বা কোন জন কি জনেরদের আয়ুতে আর যে কোন বিষয়ের ঘটনা হইতে পারে তাহার উপর বিমা করা যায় তাহার বিমার নিরূপিত টাকা পাঁচ হাজারের অধিক না হইলে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। .... ৪৲

অধিকের হইলে।

যাহার উপর।	যেপর্য্যন্ত।	
৫০০০৲	১০০০০৲	৮৲
১০০০০৲	২০০০০৲	১২৲
২০০০০৲	৫০০০০৲	১৬৲
৫০০০০৲ পঞ্চাশ হাজারের উপর যত হয়।		২০৲

৪৩ ত্রয়শ্চত্বারিংশ।—বিমাপত্র অর্থাৎ কোন জাহাজ কি স্লুপ কি ভড় কি নৌকাইত্যাদির উপর কি কোন জাহাজ কি স্লুপ কি ভড় কি নৌকাইত্যাদিতে বোঝাইকরা মালের উপর কি ঐ জাহাজইত্যাদির ভাড়ার উপর কি তৎসম্পর্কীয় অন্য কোন বিষয়ের কিম্বা ঐ জাহাজইত্যাদি কি তাহাতে বোঝাইকরা মাল স্থানান্তরে পঁহুছনসম্পর্কীয় কোন বিষয়ের উপর যে বিমাপত্র হয় সেই পত্র বিমার টাকার উপর শতকরা যাহা দেওয়া যায় তাহা দুই টাকার অধিক না হইলে ও বিমার সমুদয় টাকা ১০০০৲ এক হাজারের অধিক না হইলে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। .. ৷৷০

এক হাজার টাকার অধিক হইলে যত অধিক হয় তাহার প্রতিহাজারেতে এবং হাজারের উপর হাজারের ন্যূন যত টাকা থাকে তাহার নিমিত্তেও। ৷৷০

বিমার নিমিত্তে শতকরা যাহা দিতে হয় তাহা দুই টাকার অধিক হইলে ও বিমার সমুদয় টাকা এক হাজারের অধিক না হইলে তাহার পত্রের ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য। .. ১৲

এক হাজারের অধিক হইলে যত অধিক হয় তাহার প্রতিহাজারেতে ও হাজারের উপর হাজারের ন্যূন যত থাকে তাহার নিমিত্তেও। .... ১৲

প্রমিসোরি নোট।—অর্থাৎ করারী তমঃসুক।

হুণ্ডীর কাগজের মত নিরূপিত মূল্য।

করারী তমঃসুক অর্থাৎ তারিখের পর এক বৎসরের অধিক মিয়াদে টাকা দিতে হইবার করারী তমঃসুক।

তমঃসুকের ইষ্টাম্পকাগজের নিরূপিত মূল্য।

৪৪ চতুশ্চত্বারিংশ।—করারী তমঃসুক অর্থাৎ নোটের সংখ্যা নিরূপণহওয়া টাকা কিস্তিবন্দীতে কি তারিখবিশেষে বিশেষ সংখ্যার আদায় করিবার করারে যে করারী তমঃসুক হয় তাহার ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য।

ঐ মোট টাকার তমঃসুক যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যায় সেই মূল্যের তুল্য।

রসীদ অর্থাৎ কোন বাঙ্ক কি বাঙ্কের মালিকের কি মোক্তারকারের নিকটে রাখা টাকার সকল রসীদ তাহাতে যদি ঐ রাখা টাকার সুদ দিবার করার থাকে তবে ঐ রসীদ করারী তমঃসুকের ন্যায় বোধ করা যাইবেক।

৪৫ পঞ্চচত্বারিংশ।—রসীদ অর্থাৎ কোন টাকা পাওনের যে রসীদ ও ফারখতী দেওয়া যায় তাহা যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য।

যাহার উপর	যেপর্য্যন্ত।	
৫০৲	১০০৲	৵০
১০০৲	২০০৲	।০
২০০৲	৫০০৲	॥০
৫০০৲	১০০০৲	৸০
১০০০৲	২০০০৲	১৲
২০০০৲	৩০০০৲	১॥০
৩০০০৲	৫০০০৲	২৲

৫০০০৲

যাহার উপর।	যেপর্য্যন্ত।	মূল্য।
৫০০০৲	৮০০০৲	২৷৷০
৮০০০৲ আট হাজারের অধিক যত হয়।		৪৲

পাওনা বেবাক টাকার রসীদের ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য। .... ৪৲

এবং টাকা দিবার সময়ে দাতব্য সমুদয় টাকা কি তাহার কোন অংশ আদায়হওন কি পাওয়া যাওনের অন্য উপায় করা যাওন কি অন্য প্রকারে পরিশোধহওনবোধক কথাযুক্ত যে নিদর্শনপত্র কি স্মৃতিজনক পত্র কি অন্য লেখাপড়া দেওয়া যায় তাহা তাহার লিখিত টাকার রসীদস্বরূপ বোধ করা যাইবেক।

এবং যদি ইষ্টাম্পকাগজে রসীদ লিখিয়া দিতে সে জন অসম্মত হয় তবে টাকা শোধকর্ত্তা জন ইষ্টাম্পকাগজ কিনিয়া দাতব্য টাকাহইতে তাহা বাদ দিতে পারে।

যদি ঐ নিদর্শনপত্র কি অন্য লেখাপড়াতে ঋণের টাকা কি হিসাবী টাকা কি আর কোন দেনার টাকার সংখ্যা লেখা না গিয়া ঐ দেনা কি হিসাবী টাকা পাওনের কি পাওনের উপায়ান্তরহওনের সামান্য অঙ্গীকার থাকে তবে ঐ নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়া বেবাক টাকাপাওনের রসীদের ন্যায় বোধ করা যাইবেক ও তাহার মত নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

এবং যদি হুণ্ডী কি বরাৎ কি করারী তমঃসুকইত্যাদি টাকা দিতে হইবার করারী অন্য কোন খতপত্রদেওনের দ্বারা দেনা শোধ করা যায় তবে সেই পত্রাদি এই তফসীলের লিখিত রসীদ শব্দের অন্তর্গত বোধ করা যাইবেক।

বর্জ্জনীয়।

সরকারের বাণিজ্যব্যাপারের ভারাক্রান্ত সাহেবব্যতিরেকে সরকারের অন্য কোন কার্য্যকারকের দেওয়া কি লওয়া টাকার রসীদ।

কোন জমীদার কি তালুকদার কি ইজারদার কি অন্য সদর মালগুজার কি নিষ্কর ভূমির কোন দখীলকার কি স্বত্বাধিকারী অথবা কোন মফঃসলী তালুকদার কি ইজারদার কি কট্‌কিনাদার কি অন্য কোন পাট্টাদার কি পূর্ব্বোক্ত ঐ জমীদারই

 ত্যাদির

ত্যাদির গোমাস্তা কি কর্ম্মকারি কি অন্য মোখ্তারকার কোন প্রজাকে কি অন্য কৃষি কারককে তাহার কৃষি করা ভূমির খাজানার জন্য যে রসীদ অর্থাৎ দাখিলা দেয় তাহা।

মন্তব্য।—কোন জমীদার কি তালুকদার কি ভূমির অন্য দখীলকার কি স্বত্বাধিকারী বা কোন ইজারদার কি কট্কিনাদার কি অন্য পাট্টাদার প্রজাদিগের কি বাস্তব কৃষিকারকদিগের ও সদর মালগুজার কি লাখেরাজদারদিগের মধ্যবর্ত্তি অন্য কোন তালুকদার কি কট্কিনাদার কি ইজারদার কি অন্য কোন পাট্টাদারকে যে রসীদ কি টাকা পাওনের অন্য অঙ্গীকারপত্র দেয় তাহা উপরের লিখিত রসীদের নিমিত্তে উপরের লিখিত প্রকার নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

অন্য বর্জ্জনীয়।

কোম্পানির কোন কাগজ কিম্বা বাঙ্গাল বাঙ্কের কোন অংশক্রয়ের টাকাপাওনের রসীদ কি অঙ্গীকারপত্র।

কোন বাঙ্কে কি সওদাগরী কুঠীতে যে টাকা চাহিবামাত্রে পুনর্ব্বার পাইবার নিমিত্তে রাখা যায় তাহার সুদ দিবার নিয়ম না থাকিলে ঐ টাকাপাওনের রসীদ কি অঙ্গীকারপত্র।

যদি সুদ দিবার নিয়ম থাকে তবে উপরের লিখিত মত ঐ রসীদ করারী তমঃসুকের নিমিত্তে নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

উপযুক্ত ইষ্টাম্পকাগজে লেখা করারী তমঃসুক কি হুণ্ডী কি বরাৎ কি টাকা দিবার অন্য কোন অনুমতিপত্রের কোন স্থানে লিখিত রসীদ কি অঙ্গীকারপত্র।

কোন করারী তমঃসুক কি হুণ্ডী কি টাকা রক্ষাহওনার্থে অন্য কোন পত্র পাইবার অঙ্গীকারযুক্ত যেং পত্র ডাকে পাঠান যায় তাহা।

উপযুক্ত ইষ্টাম্পকাগজে লেখা কোন তমঃসুক কি বন্ধকপত্র কি অন্য রক্ষাপত্র কি হস্তান্তরকরণের কোন পত্র কি অন্য প্রতিজ্ঞাপত্রের মধ্যে কি উপরে তাহার লিখিত টাকা কিম্বা কোন আসল কি সুদের টাকা কি দালিয়ানা টাকা পাইবার রসীদ কি অঙ্গীকার পত্র।

৪৬ ষট্চত্বারিংশ।— সেট্লমেণ্ট আর বিবাহ সেট্লমেণ্ট অর্থাৎ নিরূপণপত্র এতাবতা যে

কোন

কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্রেতে সংখ্যানিরূপিত কোন টাকা কিম্বা কোম্পানির কাগজ কি স্থাবর কি অস্থাবর কোন বস্তু কোন প্রকারে অন্য কোন জন কি জনেরদের হিতের নিমিত্তে সেই জন কি জনেরদিগকে দেওনের কি দিতে হইবার নিরূপণ হইয়া থাকে তাহা।——

তাহাতে টাকার কি বস্তুর মূল্যের যে সংখ্যা লেখা থাকে তত টাকার তমঃসুক যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যায় তত টাকার ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক টাকার কি মূল্যের নিরূপণ না থাকিলে তমঃসুক এবং একরারনামার নিমিত্তে যে নিয়ম করা গিয়াছে সেই নিয়মদৃষ্টে উভয় পক্ষে যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজ পসন্দ করে তাহা।

দানপত্র কি কাবীননামা তাহা তৎক্ষণেই কি উত্তরকালে নিরূপিত কি অনিরূপিত কোন সময়ে সফল হইবার নিয়মযুক্ত হইলে।——

নিরূপণপত্রের নিমিত্তে নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

বর্জ্জনীয়।

উইল অর্থাৎ ওসিয়ৎনামাইত্যাদি এবং পূর্ব্বের করা কোন নিরূপণপত্রের কি প্রতিজ্ঞাপত্রের কি ওসিয়ৎনামার অনুসারে তাহার লিখিত কার্য্যনির্ব্বাহবোধক পত্র।

সাধারণ বর্জ্জনীয়।

যে সকল প্রকার প্রতিজ্ঞাপত্র এবং নিদর্শনপত্র এবং লেখাপড়াতে সরকার কি কোন বোর্ড কি কমিস্যন কি আদালত কিম্বা সরকারী কার্য্যকারক কোন জন সরকারের কর্ম্মের নিমিত্তে এক পক্ষ হন্ অথবা শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের তেজারতের সিরিশ্তাসম্পর্কীয় কি তেজারতের অন্য কোন কর্ম্মসম্পর্কীয় কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি অন্য লেখাপড়াব্যতিরেকে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রাদি লেখা যাইবার ইষ্টাম্পকাগজের মুল্য লাগিবেক না কিন্তু ঐ সকল পত্র সামান্য লোকদিগের কারণ হইলে ঐ প্রকার প্রতিজ্ঞাপত্র কি লেখাপড়ার নিমিত্তে যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজ নিরূপণ হইল তত্তুল্য কাগজে লেখা যাইবেক।

মন্তব্য।—উপরের লিখিত বর্জ্জনীয় কথা কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের অথবা তাঁহারদিগের তাবে কর্ম্মকারি লোকদিগের লিখিত এবং দস্তখৎকরা প্রতিজ্ঞাপত্র ও নিদর্শনপত্র ও লেখাপড়াইত্যাদির সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না সামান্য লোক ঐ প্রকার

কর্ম্মের

কর্ম্মের নিমিত্তে যে ইষ্টাম্পকাগজে ঐ পত্রাদি লিখিত তুল্য ইষ্টাম্পকাগজে ঐ২ পত্র লেখা যাইবেক।

সামান্য নিয়ম।

এই তফসীলের লিখিত কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি অন্য লেখাপড়া এক ফর্দ্দ কাগজ কি অন্য কোন বস্তুতে যদি লিখিতে অকুলান হয় তবে উভয় পক্ষীয় লোক এবং সাক্ষিরদের দস্তখৎ কিম্বা মোহর তাহাতে থাকিলে এক ফর্দ্দরূপ ইষ্টাম্প ছাপা হইলে যথেষ্ট হয়।

B চিহ্নেতে চিহ্নিত তফসীল অর্থাৎ এই আইনের ১৭ সপ্তদশ ধারার লিখিত আদালত সম্পর্কীয় লেখাপড়া যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার বিশেষ কারক তফসীল।

১ এক।— বেলের তমঃসুক কি মুচলকা কি ফ্রিকগানিজাম্স কি হাজিরজামিনী কি ফিয়ালজামিনীপত্র তাহার বিশেষ মোট টাকা বিশেষ করিয়া তাহাতে লিখিত হউক অথবা জরীমানার টাকার সংখ্যা নিরূপিত কি অনিরূপিত বা হউক ঐ পত্র দেওয়ানী কিম্বা ফৌজদারী কোন আদালতের অথবা আদালতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারি কোন সাহেবের বিশেষ হুকুমের দ্বারা ঐ২ আদালতে উপস্থিত ও দাখিল করা গেলে।——

যে আদালত কিম্বা আদালতের সাহেব তাহার হুকুম দেন ঐ আদালত কি সাহেবের নিকটে দরখাস্ত যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যায় তত্তুল্য মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

কোন আদালতের হুকুম না হইলে জনেরা পরস্পর তাহা করিলে।——

তমঃসুকের মূল্যের তুল্য হইবেক A চিহ্নিত তফসীল দেখ।

বর্জ্জনীয়।

ফৌজদারী জেলখানাহইতে কয়েদী লোকের মুক্তহওনসময়ে যে মুচলকা লেখাইয়া লওয়া যায় তাহা এবং ফৌজদারী মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী ও সাক্ষিদিগের হাজির হইবার কারণ তাহারদিগের স্থানে লওয়া মুচলকা।

 ২ দ্বিতীয়

২ দ্বিতীয়।—নকল অর্থাৎ এই তফসীলের ৮ নম্বরের প্লেণ্টনামেতে যেরূপ লেখা যাইবেক তৎপ্রকার গণিত এক শত পঞ্চাশ টাকার অধিক সংখ্যার নিমিত্তে যে সকল মোকদ্দমা জাবেতামত উপস্থিত করা যায় তাহার ডিক্রীর নকল।

রেজিষ্টরসাহেবের অথবা জিলা কি শহরের জজসাহেবের আদালতে অথবা ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকরণের ক্ষমতাপন্ন সদর আমীনের দ্বারা নিষ্পত্তি করা গেলে। ...... ১৲

প্রবিন্স্যল কোর্ট আপীলেতে করা গেলে। .... ২৲

সদর দেওয়ানী আদালতে করা গেলে। .... ৪৲

৩ তৃতীয়।—মালগুজারী ও আদালতসম্পর্কীয় যে রোয়দাদের হিসাব ও নিবেদনপত্র ও বিবরণপত্রইত্যাদির যে নকল নতীতে গাঁথা যায় এবং কোন কর্ম্ম কি দৃষ্টির কারণ পুনর্ব্বার বাহির করা যায় অথবা আসল কাগজ লইয়া গেলে তাহার স্থানে রাখা যায় ঐ নকলইত্যাদি যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার প্রত্যেক ফর্দ্দের মূল্য। ৷৷০

এবং ইষ্টাম্প আফিসে নকলকরা কাগজের তিন নম্বরের প্রকার কাগজ যত বড় তাহাহইতে বড় হইবেক না এবং প্রত্যেক ফর্দ্দের কেবল এক পৃষ্ঠে লেখা যাইবেক।

৪ চতুর্থ।—সদর দেওয়ানী আদালতের রোয়দাদের নকল অর্থাৎ শ্রীল শ্রীযুত ইঙ্গরেজের বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গলণ্ড দেশে পাঠাইবার নিমিত্তে প্রস্তুতকরা নকল যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার প্রত্যেক ফর্দ্দের মূল্য। .... ২৲

বর্জ্জনীয়।

১৫০৲ এক শত পঞ্চাশ টাকার অনধিক বিষয়ের যে কোন মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি যেং আদালতে হয় তাহার ডিক্রীর নকল ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার আবশ্যক নাহি।

৫ পঞ্চম।— এক্সহিবিট অর্থাৎ নিবেদনপত্র নতীতে গাঁথা হইলে কিম্বা জাবেতামতে কোন মোকদ্দমার রোয়দাদে লেখা গেলে নম্বরঅনুসারের ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজে লিখিত দরখাস্ত কি অন্য কোন পত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবেক একং নিবেদনপত্র যে

 মূল্যের

মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহা রেজিষ্টরসাহেব ও সদর আমীনেরদের আদালতে দাখিল করিতে হইলে। .. .. ।।০

জিলা ও শহরের জজসাহেবের আদালতে দাখিল করিতে হইলে। .... ১৲

..রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরের সমক্ষে প্রবিন্স্যল কোর্ট কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতে দাখিল করিতে হইলে। .... ২৲

বৰ্জ্জনীয়।

৮ নম্বর প্লেণ্ট শব্দেতে লিখিত প্রকারে গণিত ১৫০৲ এক শত পঞ্চাশ টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যার যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি যেং আদালতে হয় তাহার নিবেদনপত্র নতীতে গাঁথা যাওনের নিমিত্তে ইষ্টাম্পরহিত কাগজে লেখা যাইবেক।

---

৬ ষষ্ঠ।—মোখ্তারনামা ও ওকালৎনামা এবং জাবেতামতে অথবা সরাসরীরূপে উপস্থিতহওয়া অথবা অন্য কোন প্রকার মোকদ্দমা কিম্বা এতদ্দেশীয় লোকের আদালতে অথবা মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত লোকদিগের সাক্ষাৎ উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাইত্যাদির কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে যে ক্ষমতার্পণপত্রের আবশ্যক হয়।

ঐ আদালত কিম্বা কর্ম্মকারিদিগের নিকটে উপস্থিতকরা দরখাস্তের নিমিত্তে যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজের আবশ্যক তত্তুল্য ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

বৰ্জ্জনীয়।

ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর যুদ্ধসম্পর্কীয় নিরূপিত মতহওয়া সৈন্যের অন্তঃপাতি এতদ্দেশীয় কোন সরদার কিম্বা সিপাহীর করা মোখ্তারনামা।

---

৭ সপ্তম।—নীচের লিখিতব্য কর্ম্মকারি লোকেরদের নিকটে তাহারদিগের পদপ্রযুক্ত উপস্থিতহওয়া কোন বিষয়ি প্রার্থনাপত্র অথবা দরখাস্তইত্যাদি এই তফসীলেতে অন্য প্রকারে তাহারদিগের বিষয়ে বিশেষ না লেখা গেলে কি বিশেষ হুকুম না হইলে।

যদি কোন রেজিষ্টরসাহেব কি সদর আমীন কিম্বা ভূমির মালগুজারীর কি মাসুলের

 কালেক্টরসাহেব

কালেক্টরসাহেব অথবা নিমক ও আফীনের সিরিশতার মধ্যের আদালতসম্পর্কীয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারি কোন সাহেব অথবা মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্ কি জিলা অথবা শহরের আদালতের কোন সাহেবের নিকটে উপস্থিত করিতে হইলে তাহার প্রত্যেক ফর্দ্দের মূল্য। ৷৷০

প্রবিন্স্যল কোর্ট আপীল অথবা রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেব কিম্বা জিলা আদালতের সাহেবের অধিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন সাহেবের নিকটে দরখাস্তইত্যাদি করিতে হইলে তাহার প্রত্যেক ফর্দ্দের মূল্য।...... .... ১৲

সদর দেওয়ানী অথবা নিজামৎ আদালতের সাহেব কিম্বা সদর বোর্ড রেবিনিউ অথবা বোর্ডকষ্টম ও নিমক ও আফীনের সাহেবদিগের নিকটে দরখাস্তইত্যাদি করিতে হইলে তাহার প্রত্যেক ফর্দ্দের মূল্য। .... ২৲

বর্জ্জনীয়।

আইনানুসারে জামিন লইয়া খালাশকরণের অযোগ্য অপরাধের বিষয়ের সকল এত্তেলানামা কি জ্ঞাপনপত্র।

কয়েদী কি দোষ সাব্যস্তহওয়া অথবা জোবানবন্দীদেওনিয়া অথবা অন্য কোন প্রকারে আটকহওয়া অথবা কোন আদালত কি তাহার কার্য্যকারক লোকের হুকুমে আটককরা লোকেরদের দরখাস্ত।

চৌকীদারের বেতনের বিষয়ে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটে দেওয়া আপীলের দরখাস্ত।

রিকার্ড না হওনের অভিপ্রায়ের যেং সমাচার পোলীসের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরদের নিকটে পাঠান যায় তাহা।

ভূমির জমার ধার্য্যবিষয়ক এবং ভূমির জমার নির্দ্ধার্য্যের সম্পর্কীয় অধিকার কি অন্য কোন বিষয়ের নিশ্চয়করণার্থে যে দরখাস্ত কালেক্টরসাহেবের কি বন্দোবস্তকারি অন্য সাহেবের নিকটে দেওয়া যায় ঐ বন্দোবস্তকরণের সময়ে উপস্থিত করা গেলে তাহা।

ভূমির মালগুজারের বিষয়ে বোর্ড রেবিনিউর অথবা রেবিনিউর কমিস্যনরের নিকটে করা দরখাস্ত।

৮ অষ্টম।—প্লেণ্ট অর্থাৎ নালিশের দরখাস্ত এতদ্দেশীয় কার্য্যকারকের আদালতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা ও আপীলের দরখাস্ত কোন সংখ্যার টাকা আদায় করিবার নিমিত্তে অথবা কোন প্রাপ্তি কি বিষয় কি বস্তু পাওয়া যাওনের নিমিত্তে হইলে।

ঐ।—দাওয়াকরা বস্তুর মূল্য ১৬ ষোল টাকার অধিক না হইলে। .... ১৲

অধিকের হইলে।

যাহার উপর।	যেপর্য্যন্ত।	
১৬৲	৩২৲	২৲
৩২৲	৬৪৲	৪৲
৬৪৲	১৫০৲	৮৲
১৫০৲	৩০০৲	১৬৲
৩০০৲	৮০০৲	৩২৲
৮০০৲	১৬০০৲	৫০৲
১৬০০৲	৩০০০৲	১০০৲
৩০০০৲	৫০০০৲	১৫০৲
৫০০০৲	১০০০০৲	২৫০৲
১০০০০৲	১৫০০০৲	৩৫০৲
১৫০০০৲	২৫০০০৲	৫০০৲
২৫০০০৲	৫০০০০৲	৭০০৲
৫০০০০৲	১০০০০০৲	১০০০৲
১০০০০০৲ এক লক্ষের উপর যত হয়।		২০০০৲

মন্তব্য।—সকর ভূমির বিষয়ি মোকদ্দমায় ঐ ভূমি যদি সমুদয় কি এক মহাল কি এক মহালের বিশেষ লেখা অংশ হয় ও তাহার জমার ধার্য্য হইয়া থাকে তবে দত্ত ও জয়করা দেশ ও কটক দেশে যেরূপ করা যায় সেই মত ঐ পূর্ব্বোক্ত মহাল কি তাহার অংশের বৎসরং যে জমা দিতে হয় তদনুসারে তাহার মূল্য নিরূপণ করা যাইবেক এবং ঐ ভূমির ইস্তমরারী খাজানা নিশ্চয় করা গেলে তাহার মূল্য সালিয়ানা জমার তিনগুণ ধরা যাইবেক।

লাখেরাজ ভূমি অর্থাৎ নিষ্কর ভূমির বিষয়ি মোকদ্দমায় তাহার মূল্য সালিয়ানা খাজানার ১৮ আঠারগুণ ধরা যাইবেক।

ক্ষতিপূরণের নিমিত্তে এবং হিংসা জাতিভংশইত্যাদির প্রতিফল পাওয়া যাওনের

 নিমিত্তে

নিমিত্ত মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী যত সংখ্যার টাকা বলে তত সংখ্যার টাকা ধরা যাইবেক।

উপরের বিশেষ করিয়া লেখা বস্তুব্যতিরেকে স্থাবর কি অস্থাবর কি ঘর কি বাগানইত্যাদি বস্তুর মূল্য এবং উপরের লিখিত নিয়মানুসারে যে মালগুজারীর ভূমিতে যাহার যে স্বত্বের মূল্য নিরূপণ করা যাইতে পারে না তাহার বিষয়ি মোকদ্দমায় তাহার মূল্যের সংখ্যা ঐ প্রকার বস্তু যে মূল্যেতে বিক্রয় হয় তদনুসারে ধরা যাইবেক এবং প্রত্যেক নালিশের কাগজেতে দাওয়াকরা বস্তুর মূল্য বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে এবং শতকরা দশ টাকার অনুসারে উপযুক্ত মূল্যের কম সংখ্যা লেখা গিয়া থাকিলে এবং সওয়ালজওয়াব সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে ফরিয়াদী ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৭ ধারার ১ প্রকরণের লিখিত হুকুমানুসারে ঐ কম টাকার নিমিত্তে যে ইষ্টাম্পকাগজ উপযুক্ত হয় এমত ইষ্টাম্পকাগজে দ্বিতীয় নালিশের আরজী না লিখিলে আসামী তাহার প্রমাণ দিলে নন্‌সুটের হুকুম পাইবেক এবং এই কথার দ্বারা আদালতের প্রতি ঐ২ প্রকার মোকদ্দমায় চলিত আইনে তাহার অন্যথায় কোন কথা থাকিলেও এমত হুকুম দিতে অনুমতি দেওয়া যায়।

৯ নবম।—প্লিডিং অর্থাৎ আদালতে করা সওয়ালজওয়াব এতাবতা কোন মোকদ্দমায় উপস্থিতকরা প্রত্যেক জওয়াব কি রদ্দজওয়াব কি জওয়াবোলজওয়াব কি সওয়াল জওয়াবকরণের পর দেওয়া সওয়ালজওয়াব নীচের লিখিতব্য মতে লেখা যাইবেক।

রেজিষ্টরসাহেব কি সদর আমীনের আদালতে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। .... ။০

জিলা ও শহরের আদালতে যে ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক তাহার মূল্য। ...... ১৲

প্রবিন্স্যাল কোর্ট আপীল ও সদর দেওয়ানী আদালতে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। .... ৪৲

মন্তব্য।— সদর ও মফঃসলের বিশেষ কমিস্যনরের আদালতে এবং অতিরিক্ত অন্য কোন আদালতে সওয়ালজওয়াবের নিয়ম ঐ২ আদালতে যে২ নিয়ম এখন চলিতেছে কি ইহার পরে স্থির করা যাইবেক তদনুসারে হইবেক।

বর্জ্জনীয়।

৮ নম্বর প্রেণ্ট শব্দের নীচের বিশেষরূপে লিখিত মত গণিত ১৫০৲ এক শত পঞ্চাশ

পঞ্চাশ টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যার যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি যেং আদালতে করা যায় তাহার সওয়ালজওয়াব ইষ্টাম্প রহিত কাগজে লেখা যাইবেক।

১০ দশম।—রাজীনামা ও রফানামা ও সোলেনামাইত্যাদি অর্থাৎ কোন দেওয়ানী আদালতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা যে লিখনের দ্বারা কি যদনুসারে রফা করা যায় কিম্বা আদালতে যে জজসাহেব কি অন্য কর্ম্মকারি সাহেব বৈঠক করেন তাঁহার সাক্ষাৎ সওয়ালজওয়াবব্যতিরেকে রফা করিতে না পারা যায় এমন দরখাস্ত।

তাহা যে আদালতে উপস্থিত করা যায় ঐ আদালতে সওয়ালজওয়াব যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যায় তত্তুল্য।

ঐ মোকদ্দমার সওয়ালজওয়াব করা পূর্ণ না হইবার এবং ঐ মোকদ্দমার বিচার করিতে হুকুম হইবার এবং ঐ মোকদ্দমার বিচার করিতে হুকুম দেওয়া যাইবার পূর্ব্বে উপরের লিখিত প্রকার দরখাস্তপ্রযুক্ত ঐ মোকদ্দমা ডিস্মিস্ হইলে ফরিয়াদী ঐং আদালতের সাহেবের নিকটে ঐ নালিশের দরখাস্ত যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা গিয়াছে তাহার মূল্য এবং তাহার নম্বর ও পৃষ্ঠে লেখা বিশেষ কথাবোধক সর্টিফিকট পাইতে পারে ঐ সর্টিফিকট জিলার কালেক্টরসাহেবের নিকটে উপস্থিত করিলে ঐ ফরিয়াদী ঐ ইষ্টাম্পকাগজের সমুদয় মূল্য ফিরিয়া পাইবেক কিন্তু সর্ব্বদা ইহা জানা কর্ত্তব্য যে ঐ কাগজ কি তাহার উপর দস্তখৎ কি পৃষ্ঠে লেখায় কোন দোষ না থাকে।

সওয়ালজওয়াব সম্পূর্ণ হইলে এবং নিষ্পত্তির নিমিত্তে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিতকরণের হুকুম হইলে অথবা শুননি ও বিচারের নিমিত্তে যেং মোকদ্দমার ফর্দ্দ লেখা কি দাখিল করা গিয়াছে ঐং মোকদ্দমা তাহার মধ্যে লেখা থাকিলে ফরিয়াদী ঐ নালিশের আরজীর ইষ্টাম্পকাগজের সেই মূল্যের অর্দ্ধেক ফিরিয়া পাইবার সর্টিফিকট পাইবেক।

রাজীনামা কি সোলেনামাতে যে রফা করা যায় তাহার মতাচরণকরিবার নিমিত্তে আদালতের ডিক্রীহওয়ার আবশ্যক হইলে ফরিয়াদী ঐ ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের কোন অংশ ফিরিয়া পাইবেক না।

১১ একাদশ।— সাক্ষী অর্থাৎ সাক্ষির তলবকরণ কি জোবানবন্দী লওনের বিষয়ি দরখাস্ত কি আরজী তাহাতে লিখিত জনেরদের সংখ্যানুসারে।

নিবেদনপত্রের মূল্যের তুল্য।

এবং

এবং জাবেতামত্তে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমায় কোন সাক্ষির নাম উপরের লিখিত মতে দরখাস্ত কি আরজীতে না লেখা গেলে সেই সাক্ষির তলব করা কি তাহার স্থানে জোবানবন্দী লওয়া যাইবেক না।

বিশেষ নিয়ম।

ইহাতে লিখিত কোন কথার এমত অভিপ্রায় নহে যে পাপর অর্থাৎ যোত্রহীন লোকের বিষয়ে চলিত আইনে যেং হুকুম আছে তাহার প্রকারান্তর কি হানি হয় এবং মুনসেফ যে মেহনতানা পাইবার যোগ্য হয় তাহারো মতান্তর কি হানি হয় ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সাল ১১ একাদশ আইন।

বাঁধইত্যাদিকরণ ও তাহার মেরামৎ করণের বিষয়ে যে২ হুকুম চলন আছে তাহা নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের তারিখ ৭ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৬ সালের ২৫ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৬ সালের ২০ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৬ সালের ২৬ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৬ সালের ৬ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২৪৫ সালের ৫ মহরমে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ৬ আইনের হুকুমানুসারে বাঁধইত্যাদিকরণ বিষয়ে নিযুক্তহওয়া কমিটির নিবর্ত্তকরণ এবং ঐ২ কর্ম্মের হুকুমইত্যাদিকরণার্থে অন্য২ উপায়করণ উপযুক্ত বোধ হইল অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ হুকুম এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর অধীন সমস্ত দেশে প্রবল হইবেক ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ৬ আইনের কোন২ কথা রদ হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ৬ আইনের যে২ কথা বাঁধইত্যাদিকরণবিষয়ক কমিটি নিযুক্তকরণ এবং ঐ কমিটির সাহেবেরদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহা এ প্রকরণের দ্বারা রদ হইল ইতি।

পূর্ব্বোক্ত আইনানুসারে বাঁধইত্যাদিকরণবিষয়ক কমিটির সাহেবদিগের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সরকারের দ্বারা নিযুক্ত কর্ম্মকারকেরদিগকে অর্পণ করা যাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—পূর্ব্বোক্ত আইনানুসারে বাঁধইত্যাদি করণের বিষয়ে নিযুক্তহওয়া কমিটির সাহেবদিগের পূর্ব্বে যে২ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্পণ করা গিয়াছিল তাহা এ আইন জারীকরণের তারিখঅবধি শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে যে কর্ম্মকারি সাহেবদিগের প্রতি অর্পণ করেন্ তাঁহারদিগের ঐ২ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকিবেক এবং ঐ প্রকার নিযুক্ত কার্য্যকারক সাহেবেরা ও তাঁহারদিগের অধীন আমলাসকল সময়ে২ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে যে২ হুকুম পান্ তদনুসারে আপন২ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of the Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮২৫ সালের ১২ আইনের হুকুম নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের তারিখ ৭ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৬ সালের ২৫ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৬ সালের ২০ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৬ সালের ২৬ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৬ সালের ৬ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২৪৫ সালের ৫ মহরমে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮২৫ সালের ১২ আইনক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে ইচ্ছাপূর্ব্বক হত্যাব্যতিরিক্ত যে মনুষ্য হননের দোষ হয় এমত অপরাধ হইলে এবং দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা যেং দোষপ্রযুক্ত আঘাত অথবা কঠিন শ্রমযুক্ত কিম্বা তদ্ব্যতিরেকে ৭ বৎসরের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ রাখণের চূড়ান্ত হুকুম দিতে হুকুম পাইয়াছেন এমত অন্যাপরাধের প্রমাণ দায়েরসায়েরী আদালতে হইলে ঐ দণ্ড দোষের তুল্য নহে কেবল এপ্রকার বোধহেতুক নিজামৎ আদালতের হুকুম পাওনের নিমিত্তে ইহার পরে তথায় পাঠাইবার আবশ্যক হইবেক না এবং যেহেতুক হত্যাকরণ অভিপ্রায়সূচক নানা প্রকার অঙ্গক্ষতকরণপ্রযুক্ত ৭ বৎসরের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদথাকন ঐ অপরাধের তুল্য দণ্ড হয় না এবং যেহেতুক উপরের লিখিত হুকুমানুসারে নিজামৎ আদালতে অর্পণীয় মোকদ্দমার সংখ্যার অল্পতাকরণরূপ যে অভিপ্রায় শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে আছে ঐ প্রকার মোকদ্দমায় নিজামৎ আদালতের সাহেবেরদের অন্যং বিচারকর্ত্তা সাহেবের রোয়দাদ তলবকরণ ও ঐ রোয়দাদ বিচারপূর্ব্বক দৃষ্টিকরণ এবং অপরাধের গুরুত্বলঘুত্বানুসারে চূড়ান্ত হুকুম দেওনের আবশ্যকতার দ্বারা তাহা নিষ্ফল হয় অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ হুকুম এ আইন জারীকরণের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে দেশের সর্ব্বত্র প্রবল হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ। — হত্যাকরণের অভিপ্রায়সূচক অঙ্গক্ষতকরণ হইলে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের হত্যাকরণ অভিপ্রায়সূ

চক ক্ষতকরণ হইলে মাজিষ্ট্রেট্সাহেব ঐ বিশেষ অপবাদের মোকদ্দমার বিচারকরণের নিমিত্তে ঐ অপরাধিকে কয়েদে রাখিবার কথা।

সাহেবের সর্ব্বদা কর্ত্তব্য যে ঐ বিশেষ অপবাদপ্রযুক্ত মোকদ্দমার বিচারকরণের নিমিত্তে ঐ অপরাধিকে কয়েদ করেন ইতি।

উপরের প্রকরণের লিখিত বিশেষ অপরাধের সকল মোকদ্দামা উপস্থিত হইলে ঐ মোকদ্দমাতে বৈঠককরণিয়া কাজী হত্যাকরণের অভিপ্রায়ের প্রমাণ হইল কি না ইহা জানাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— উপরের প্রকরণের লিখিত বিশেষ অপরাধের সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে ঐ মোকদ্দমাতে যে কাজী বৈঠক করেন্ তিনি জানাইবেন যে হত্যাকরণের অভিপ্রায়ের প্রমাণ হইল কি না ইতি।

কাজীর বিচারে হত্যাকরণের অভিপ্রায়ের প্রমাণ হইলে এবং দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর কি ঐ মোকদ্দমার বিচারকর্ত্তা অন্য জজসাহেব তাহাতে সম্মত হইলে তাহার দণ্ডের সীমানিরূপণের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— ঐ কাজীর যদি হত্যাকরণের প্রমাণে সন্দেহ না থাকে এবং দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেব কি ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকারক অন্য জজসাহেব তাহাতে সম্মত হন্ তবে ঐ অপরাধের ১৪ বৎসরের অনূর্দ্ধ যত কাল উপযুক্ত বোধ হয় তত কাল মিয়াদে কয়েদথাকনের হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।

৩ ধারা।

যাহা হইলে নিজামৎ আদালতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবেক তাহার কথা।

যে কোন মোকদ্দমায় দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর কি অন্য জজসাহেব হত্যাকরণ অভিপ্রায়ের বিষয়ে কাজীর ফতওয়াতে অসম্মত হইলে ঐ দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেব কি অন্য জজসাহেবের কর্তৃত্ব আছে যে অন্য সকল মোকদ্দমায় ইহার তুল্য বিষয় হইলে চলিত আইনানুসারে যে ২ হেতুপ্রযুক্ত নিজামৎ আদালতে কার্য্যোপদেশ পাওনের নিমিত্তে লিখিয়া পাঠাইতেন তদ্রূপ ঐ নিজামৎ আদালতে লিখিয়া পাঠান্ ইতি।

৪ ধারা।

যেং বিষয় হইলে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর কি অন্য জজসাহেবের রোয়দাদ বিচার করিতে ক্ষমতা রাখেন্ তাহার কথা।

এই আইনের লিখিত কোন কথার অভিপ্রায় এমত নহে যে তাহাতে হঠাৎ মারণ কি বিষখাওয়ান কি অন্য কোন সাধনেতে হত্যাকরণ অভিপ্রায়ের উদ্যোগ ভারি অপরাধযুক্ত হইলে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেব কি অন্য জজসাহেবের রুবকারী বিচার ও দৃষ্টিকরণের দ্বারা সকল বিষয় উপযুক্তমতে বিবেচনা করিলে যাবজ্জীবন কয়েদথাকা কি অন্য যে দণ্ডের হুকুম ঐ অপরাধে উপযুক্ত বোধ করেন্ তাহার হুকুম করিতে ক্ষমতা রাখেন্ না ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

লিগল আফেৰ্সের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও রিমেম্বুনসরের পদ রহিতকরণের অর্থে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের তারিখ ১৪ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৬ সালের ৩২ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৬ সালের ২৭ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৬ সালের ১ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৬ সালের ১৩ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২৩৫ সালের ১২ মহরমে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক লিগল আফের্সের সুপরিণ্টণ্ডেণ্ট এবং রিমেম্বুনসরের পদ রহিত করিবার আবশ্যক বোধ হইল অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ হুকুম এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি প্রবল হইবেক ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ৮ আইন রদ হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ৮ আইন এই ধারার দ্বারা রদ হইল ইতি।

৩ ধারা।

নালিশকরণের উপযুক্ততার জ্ঞাপনবিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ২।৩ প্রকরণ যে রূপে সফল হইবেক তাহার কথা।

আদালতে নালিশকরণের উপযুক্ততা জানাইবার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ২। ৩ প্রকরণের লিখিত হুকুম সফল হইবার নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ আইনানুসারে নিযুক্ত কমিস্যনর এবং সদর বোর্ডের সাহেবেরা এবং বোর্ড ত্রেড ও বোর্ড কষ্টম ও নিমক ও আফীনের সাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ৮ আইন নির্দ্দিষ্টহওনের পূর্ব্বে যে২ হুকুম চলন হইয়াছে তদনুসারে কর্ম্ম করিবেন ইতি।

৪ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ৮ আইনের লিখিত কোনং হুকুম পুনর্নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ৮ আইনের নীচের লিখিত হুকুম পুনর্নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৩৭ ধারার ২ প্রকরণ এ আইনেতে শুধরা যাইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৩৭ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের লিখিত হুকুম শুধরণার্থে নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

সরকারের উকীলের পদ শূন্য হইলে আদালতের সাহেবেরা সরকারকে জ্ঞাপনার্থে আদালতের এলাকার সেক্রেটারীসাহেবের নিকটে সমাচার পাঠাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— আদালতের সরকারী উকীলের পদ খালী হইলে ঐ আদালতের সাহেবেরা কোন লোককে ঐ পদে নিযুক্ত করিবেন না কিন্তু সরকারকে জ্ঞাপনার্থে আদালতসম্পর্কীয় এলাকার সেক্রেটারীসাহেবের নিকটে ঐ সম্বাদমাত্র লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি।

উকীলের শূন্য পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য উকীলেরদের মধ্যে যে জন থাকে সরকার তাহার নিশ্চয় করিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— সরকারের যে২ জিজ্ঞাসাবাদের আবশ্যক বোধ হয় এমত জিজ্ঞাসাবাদকরণের দ্বারা ঐ আদালতে নিযুক্তথাকা উকীল আপন ক্ষমতা এবং আচারের দ্বারা ঐ শূন্য পদে নিযুক্তহওনযোগ্য উপযুক্ত বোধ হইলে সরকার তাহাকে ঐ পদে নিযুক্ত করিবেন ইতি।

৫ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ৪ প্রকরণানুসারে উপস্থিতহওয়া নালিশের আরজী যে রূপে নতীতে গাঁথা যাইবে তাহার কথা।

ভূমির মালগুজারীর কি মামুলের কালেক্টরসাহেবের কিম্বা কোম্পানির বাণিজ্যের কুঠীর রেসিডেণ্টসাহেবের অথবা আপন পদসম্পর্কীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মপ্রযুক্ত দেওয়ানী আদালতে জওয়াবদেওনিয়া অন্য কোন লোকের নামে কোন কার্য্যের বিষয়ে কোন জন নালিশের আরজী দাখিল করিলে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ৩ প্রকরণের হুকুমানুসারে সরকারহইতে প্রতিকার পাইবার উপযুক্ত বোধ না হইলে সুতরাং ঐ ধারার ৪ প্রকরণানুসারে জাবেতামতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে উদ্যত হইলে ঐ মোকদ্দমার আরজী পূর্ব্বে যে তারিখে দাখিল হইয়াছে সেই তারিখঅবধি ঐ আদালতের নতীতে গাঁথা যাইবেক এবং ঐ মোকদ্দমা ঐ তারিখে প্রথমত উপস্থিত হইলে যে ক্রমে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি হইত তৎক্রমে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

ভিন্নাধিকারবাসি লোকেরদের সহিত সম্পর্করাখণের বিষয়ি ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৯ নবম আইনের ৭ ধারার লিখিত হুকুম বিস্তারকরণের নিমিত্তে এ আইন শ্রী যুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের তারিখ ১ সেপ্তেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৬ সালের ১৭ ভাদ্র মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৬ সালের ১৮ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৬ সালের ১৮ ভাদ্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৬ সালের ৩ ভাদ্র মোতাবেকে হিজরী ১২৪৫ সালের ১ রবীয়ল আউওলে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক অনুভবের দ্বারা জানা যায় যে ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৯ আইনের ৭ ধারার ১। ২ প্রকরণের লিখিত যেং নিয়মের দ্বারা কলিকাতানিবাসি যে লোকেরা শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের আদালতে উপস্থিত দেওয়ানী মোকদ্দমায় এক পক্ষ হয় সেই লোকদিগের স্থানে যে প্রকার জামিন লইতে হুকুম আছে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের আদালতে উপস্থিতহওয়া দেওয়ানী মোকদ্দমাসম্পর্কীয় ভিন্নাধিকারবাসি লোকেরদের স্থানে সেই প্রকারে জামিন লওয়া যাওনের প্রয়োজন হইল অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ হুকুম এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর অধীন সকল দেশে প্রবল হইবেক ইতি।

২ ধারা।

ভিন্নাধিকারবাসি লোক প্রথমতঃ যেং মোকদ্দমা অথবা আপীলের আরজী দাখিল করিতে কি তাহার জওয়াব দাখিল করিতে কোন আদালতে চাহিলে তাহার স্থানে শ্রীযুত

১ প্রথম প্রকরণ।— এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ভিন্নাধিকারনিবাসি যে প্রত্যেক জন কোন জিলা কি শহরের আদালতে প্রতথমঃ কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে কিম্বা তাহার জওয়াব দাখিল করিতে চাহে অথবা মফঃসল আপীল আদালতে কি সদর দেওয়ানী আদালতে কোন আপীল উপস্থিত করিতে কি তাহার জওয়াব দাখিল করিতে চাহে ঐ মোকদ্দমা কি আপীলেতে যে সকল খরচা ঐ লোকের দিতে হুকুম হইবেক তাহা দিবার নিমিত্তে তাহার স্থানে জামিনীপত্র লেখাইয়া লওয়া যাইবেক এবং শ্রীযুত কো

ম্পানি

কোম্পানি বাহাদুরের অধিকৃত দেশের মধ্যবাসি কি তাহাতে বিভবরাখণিয়াদিগ্‌কে ঐ মোকদ্দমার সকল খরচা দেওনের নিমিত্তে জামিন লওয়া যাইবার কথা।

জামিনীপত্র ছয় সপ্তাহের মধ্যে দিতে হইবার কথা।

আদালতের খরচা দেওয়া না গেলে এবং আপীলের খরচা দেওনার্থে জামিনীপত্র দাখিল না করিলে ঐআপীল গ্রাহ্য না হইবার কথা।

ম্পানি বাহাদুরের অধিকৃত দেশ এবং তাঁহার আদালতের এলাকার মধ্যবাসি এবং ঐ২ এলাকার মধ্যে যাহারদের বিভব থাকিবেক এমত জামিনেরদের দ্বারা ঐ জামিনীপত্র প্রবল করিতে হইবেক মোকদ্দমা কিম্বা আপীল যে তারিখে উপস্থিত করা যায় তাহার পর ছয় সপ্তাহের মধ্যে ঐ জামিনীপত্র ফরিয়াদী অথবা আপেলাণ্ট দাখিল করিয়া দিবেক এবং আসামী কি রিস্পাণ্ডেণ্টের উপর তলবচিঠী যে তারিখে জারী করা যায় তাহার পর ছয় সপ্তাহের মধ্যে ঐ জামিনীপত্র দাখিল করিবেক ঐ জামিনীপত্র ঐ প্রকারে দাখিল না হইলে ঐ লোক ফরিয়াদী হইলে তাহার মোকদ্দমা কি আপীল চলিবেক না আসামী অথবা রিস্পাণ্ডেণ্ট হইলে তাহার মোকদ্দমা কি আপীলের সওয়ালজওয়াব করিতে পারিবেক না কিন্তু তাহার প্রতিকূল লোকের দাখিলকরা আরজী ও প্রমাণানুসারে একতরফা বিচারমতে ঐ মোকদ্দমার কি আপীলের নিষ্পত্তি হইবেক এবং যে লোক হুকুমকরা জামিনীপত্র দিতে ত্রুটি করে সে লোক পূর্ব্বে তাহার মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত হইয়াছিল ঐ আদালতে তাহার যে২ খরচা দাতব্য হয় সে সমস্ত না দিলে এবং আপীলের নিমিত্তে যে২ খরচা হইতে পারিবেক তাহাও দিবার জামিনীপত্র দাখিল না করিলে ঐ লোকের কোন আপীল গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

কোন লোক প্রথমতঃ কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে অথবা কোন আদালতে আপীলের আরজী দাখিল করিলে পর ঐ মোকদ্দমা কি আপীলের নিষ্পত্তিকরণের পূর্ব্বে সে লোক ভিন্নাধিকারদেশবাসী হইলে উপরের লিখিত হুকুম তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কোন জন কোন জিলা কি শহরে কি মফঃসল আপীল আদালতে প্রথমতঃ কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে অথবা আপীল করিলে পর ঐ মোকদ্দমা অথবা আপীলের নিষ্পত্তিকরণের পূর্ব্বে সে লোক ভিন্নাধিকারবাসী হইলে এবং ঐ আদালতের সাহেব ঐ জামিনীপত্র তলবকরণানন্তর ছয় সপ্তাহের মধ্যে তাহা দাখিল করিতে ত্রুটি করিলে উপরের লিখিত হুকুম এবং কার্য্যকরণের প্রকার তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক এবং এই প্রকরণক্রমে ঐ আদালতের সাহেবকে হুকুম করা যাইতেছে যে ঐ লোক ভিন্নাধিকারবাসী এমত জানা যাইবামাত্র তদর্থে কোন কথা উপস্থিত না হইলেও ঐ লোকর স্থানে জামিনীপত্র তলব করেন্ ইতি।

এই হুকুম ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের লিখিত পাপর ফরিয়াদীর সহিত সম্পর্ক না রাখিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—কিন্তু ইহা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে যে এই ধারার লিখিত কোন কথা ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের লিখিত পাপর অর্থাৎ যোত্রহীন ফরিয়াদীর সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

৩ ধারা।

যে সকল আদালতে উপরের লিখিত প্রকার ভিন্নাধিকারবাসি লোক কোন মোকদ্দমা কি আপীলে এক পক্ষ হয় সেই মোকদ্দমা অথবা আপীলের সহিত উপরের লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবার কথা।

যে সকল আদালতে উপরের লিখিত প্রকার ভিন্নাধিকারবাসি লোক কোন মোকদ্দমায় কি আপীলে এক পক্ষ হয় সেই মোকদ্দমা অথবা আপীলের সহিত উপরের লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া বস্তুর উপরের মাসুল ধার্য্যকরণের বিষয়ে ঐ২ বস্তুর মূল্য নিরূপণ প্রকারান্তরকরণের নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের তারিখ ১৫ সেপ্তেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৬ সালের ৩১ ভাদ্র মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৭ সালের ২ আশ্বিন মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৭ সালের ১ আশ্বিন মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৬ সালের ২ আশ্বিন মোতাবেকে হিজরী ১২৪৫ সালের ১৫ রবীয়ল আউওলে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ৪৮ ধারার ২ প্রকরণেতে হুকুম হইয়াছে যে সমুদ্রপথে অথবা ভিন্নাধিকারদেশহইতে কলিকাতানগরেতে আমদানীহওয়া সমস্ত বস্তুর আসল চালান কি বিল কালেক্টরসাহেবের নিকট উপস্থিত করা যাইবেক এবং ঐ ধারাতে অন্য প্রকার হুকুম না থাকিলে ঐ মাসুল ঐ চালান কি বিলের লিখিত মোট টাকার উপর ধার্য্য করা যাইবেক শতকরা কিছু বেশী টাকা লইতে হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইলে ঐ বেশী টাকা চালানের লিখিত টাকার উপরে বেশী করিয়া মোট টাকার উপর মাসুল লওয়া যাইবেক তাহার পরের ৩ তৃতীয় প্রকরণেতে আরো নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে ঐ আসল চালান অথবা বিল কালেক্টরসাহেবের সমীপে উপস্থিত না করা গেলে অথবা ঐ উপস্থিত করা চালান কি বিলেতে ঐ২ বস্তুর প্রকৃত মূল্য লেখা নাহি অর্থাৎ যে দেশেতে ঐ বস্তু উৎপন্নহওয়া কি প্রস্তুতকরা হয় তথাকার নিরিখের বিষয়ে কালেক্টরসাহেবের কোন সন্দেহ হইলে এই দুই প্রকারে ঐ মাসুল ঐ বস্তু আমদানীহওনসময়ে কলিকাতার নিরিখমতে ধার্য্য করা যাইবেক এবং তাহার উপরে কিছু বেশী টাকা নির্দ্দিষ্ট করা গেলে তাহাও করা যাইবেক সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া বস্তুর চালানের লিখিত মূল্যানুসারে মাসুল ধার্য্যকরণপ্রযুক্ত যথেষ্ট প্রবঞ্চনা ও চাতুরী হয় এবং কার্য্য নির্ব্বাহকরণের অনেক ক্লেশ জন্মে এবং তুল্য বস্তুর উপরে ধার্য্যহওয়া মাসুলের বড় অসমতা হয় এবং ঐ২ বস্তুর প্রকৃত মূল্য চালানে লেখা নাহি এ বিষয়ে কালেক্টরসাহেবের সন্দেহ হইলে তাহা গ্রাহ্য না করণের যে ক্ষমতা ঐ কালেক্টরসাহেবকে অর্পণ হইয়াছে তাহাতে ঐ দোষের উপযুক্ত প্রতিকার হয় না অতএব উপরের লিখিত হুকুমের পরিবর্ত্তে হেতুবাদ।

আমদানীহওয়া

আমদানীহওয়া বস্তুর উপরে কলিকাতার বাজারের নিরিখমতে মাসুল ধার্য্যকরণ উপযুক্ত বোধ হইল এবং ঐ মূল্য ঐ আমদানীকরণিয়াইত্যাদি লোকের বাক্যানুসারে স্থিরকরা যাইবেক এবং ঐ লোকেরদের বাক্য রাজস্ব রক্ষাকরণের নিমিত্তে যে২ প্রতিরোধ উপযুক্ত বোধ হয় তাহাতে এবং আমদানীকরণিয়া কি তাহার সম্পর্কীয় সকল লোকের লাভেতেও দৃষ্টি রাখিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবেক অতএব নীচের লিখিত হুকুম মহামহিম শ্রীযুত কোর্ট ডৈরেক্টরসাহেবেরদের হুকুমপ্রযুক্ত এবং হিন্দুস্থানের কার্য্যের নিমিত্তে বোর্ড কমিস্যনরের সম্মতিপ্রযুক্ত নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ হুকুম এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে প্রবল হইবেক ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ৪৮ ধারার ২। ৩ প্রকরণ এই ধারাতে রদ হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ৪৮ ধারার ২। ৩ প্রকরণ এই ধারার দ্বারা রদ হইল ইতি।

৩ ধারা।

অন্য প্রকার লেখা না থাকিলে সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া বস্তুর মাসুল আডবালোরেম অর্থাৎ তৎকালের বাজারের নিরিখমতে ধার্য্য করা যাইবার কথা।

বস্তু খালাস করিবার আরজীতে ঐ দ্রব্যের মূল্য বোধক কথা লেখা যাইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮২৫ সালের ১৫ আইনের শেষের লিখিত তফসীলানুসারে সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া বস্তু এবং বাণিজ্যদ্রব্যের উপরে যে প্রকারে মাসুল ধার্য্য করা কর্ত্তব্য তাহা ঐ আইন কিম্বা অন্য কোন আইনেতে বিশেষরূপে অন্য কোন প্রকার লিখিত না থাকিলে আড বালোরেম অর্থাৎ যে স্থানে ও যে কালে আমদানী হয় ঐ স্থান ও কালের বাজার ভাও অনুসারে নিরূপণকরা যাইবেক এবং ঐ বস্তুর আমদানীকরণিয়া কি ঐ বস্তু যাহার নিকটে পাঠান যায় সে জন কিম্বা ঐ২ দ্রব্যের মালিক তাহার কার্য্যকর্ত্তা কি মোখ্তারকার তদ্বিষয়ে দরখাস্ত করিবার সময়ে মাসুলের কাছারীহইতে ঐ২ দ্রব্য খালাস করিবার নিমিত্তে ঐ আরজীতে ঐ২ প্রকার সকল বস্তু ও বাণিজ্যদ্রব্যের মূল্যবোধক শব্দ লিখিবেক এবং সেই২ জন ঐ আরজীর শেষে নীচের লিখিতব্য প্রকারে সত্যতাজ্ঞাপক কথা লিখিবেক ইতি।

A

দুব্যের পাশ করিবার দরখাস্তের প্রকার।

কলিকাতার মাসুলের কালেক্টরসাহেব মহাশয়।

মাসুলের কাছারীর ঘাটহইতে কলিকাতানগরেতে যাইতে অমুক কাপ্তানের অমুক দেশহইতে আগত অমুক নিশানযুক্ত অমুক জাহাজ কি নৌকাহইতে উবরাকরা নীচের লিখিত বস্তুর ছাড়চিঠী অনুগ্রহ করিয়া দিতে আজ্ঞা হয় ইতি।

বস্তাইত্যাদির সংখ্যা ও প্রকার	বস্তাইত্যাদির উপরে নিশানী ও নম্বর	প্রত্যেক বস্তাতে যেং প্রকার বস্তু থাকে তাহার বিবরণ	বস্তুর মোট সংখ্যা	সিক্কা টাকাতে প্রত্যেক প্রকার বস্তুর মূল্য ও তাহার বিবরণ	যাহার স্থানে ঐ বস্তু পাঠান যায় তাহার নাম
সংখ্যাবোধক কথা লিখিতে হইবেক		বিশেষ করিয়া			

আমি অমুক বস্তুর মালিক কি যাহার নিকটে ঐ দুব্য পাঠান যায় তাহার কি আমদানীকরণিয়ার নাম এই স্থানে লেখা যাইবেক আমি এই লিখনেতে জানাইতেছি যে এই আরজীতে বিশেষ করিয়া লিখিত সকল বস্তাইত্যাদিতে থাকা সকল বস্তু অমুক দেশের উৎপন্ন অথবা প্রস্তুতকরা এবং আমি তাহার আমদানীকরণিয়া কি মালিক অথবা আমি ঐ মালিকের তরফে কর্ম্ম করিতে ক্ষমতা পাইয়াছি এবং আমি ঐ সকল দুব্যের সমুদয় মূল্য এত টাকা এই আরজীতে লিখিতেছি।

ইহার সাক্ষী আমি অমুক। অমুকের সাক্ষাৎ।

অমুখ তারিখ।

আমদানীকরণিয়া কি মালিকের কি যাহার নিকটে ঐ দুব্য পাঠান যায় তাহার দস্তখৎ।

কালেক্টরসাহেবের কি ডেপুটী কালেক্টরসাহেবের দস্তখৎ হইবেক।

যাচনদার কি তৎকর্ম্মকারি অন্য লোকের দস্তখৎ।

২ দ্বিতীয়

মাসুলের কাছারীর কার্য্যকারক সাহেবদিগের সমক্ষে দ্রব্যের আমদানীকরণিয়ার দ্বারা আরজীতে দস্তখৎ হইবার ও তাঁহারা তাহাতে সাক্ষী হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— উপরের লিখিত আরজীতে দ্রব্যের মালিকের কি আমদানীকরণিয়ার কি যাহার নিকটে ঐ বস্তু পাঠান যায় তাহার কিম্বা তাহার কর্ম্মকারির কি মোখ্তারকারের দস্তখৎ মাসুলসম্পর্কীয় দুই জন সাহেবের সমক্ষে করা যাইবেক তাহার মধ্যে এক জন কালেক্টর কি ডেপুটী কালেক্টর হইবেন এবং তাঁহারা তাহাতে আপন২ দস্তখৎ করিবেন এবং যদি ঐ সকল বস্তু কি বাণিজ্য দ্রব্যের তদারক কি যাচাইয়ের দ্বারা এমত জানা যায় যে ঐ বস্তু কি বাণিজ্যদ্রব্য কি তাহার কোন অংশের কিম্বা মাসুল ধার্য্যকরণের নিমিত্তে যে কোন বস্তুর মূল্য উপরের লিখিত মতে নিরূপণ করা গিয়াছে তাহার মূল্য ঐ আরজীকরণসময়ে কলিকাতার বাজারের নিরিখমতে লেখা যায় নাই তবে কালেক্টরসাহেবের কিম্বা ঐ কর্ম্মকরণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্ম্মকর্ত্তা কি কার্য্যকারকদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ বস্তু কি বাণিজ্যদ্রব্য আটক করেন্ এবং তাহা বোর্ড কষ্টম কি বোর্ডের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের হুকুম যেপর্য্যন্ত না পাওয়া যায় সেপর্য্যন্ত সরকারী গুদামে অথবা অন্য কোন স্থানে রাখেন্ এবং ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের কি কর্ত্তৃত্বকারি তৎক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের লাভ ও হিতার্থে আমদানীকরণিয়া কি বস্তুর মালিকের লিখিত আরজীর তারিখের পর ৮ আট দিনের মধ্যে কোন সময়ে ঐ সকল বস্তু কি বাণিজ্যদ্রব্য লইতে কালেক্টরসাহেবকে হুকুম করেন্ তাহা হইলে কালেক্টরসাহেব কি কর্ত্তৃত্বকারি অন্য সাহেব ঐ তারিখঅবধি ১৫ পনের দিনের মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের নিমিত্তে আটককরা বস্তু কি বাণিজ্যদ্রব্য ঐ বস্তু কি বাণিজ্যদ্রব্যের মালিককে কি আমদানীকরণিয়াকে কি ঐ২ দ্রব্য যাহার নিকটে পাঠান যায় তাহাকে কি তাহার কর্ম্মকর্ত্তাকে কি তাহার মোখ্তারকারকে পূর্ব্বোক্তমতে ঐ আরজীর লিখিত দ্রব্যের মূল্য এবং তাহার উপর শতকরা ১০ দশ টাকা করিয়া বেশী দিবেন কিন্তু তাহা জাহাজের ভাড়া কি অন্য কোন কার্য্যের খরচাবাদে দেওয়া যাইবেক এবং বাণিজ্যদ্রব্যইত্যাদি ঐ প্রকারে সরকারের নিমিত্তে সরকারের দ্বারা কেনা গেলে তাহার উপর যে মাসুল দাতব্য হয় তাহা ঐ বস্তুর মালিকের কি আমদানীকরণিয়ার কি যাহার নিকটে ঐ সকল বস্তু পাঠান গিয়াছে তাহার স্থানে কোন প্রকারে লওয়া যাইবেক না ইতি।

কম মূল্যের লিখিতবস্তু কর্ম্মকারিরদের দ্বারা আটকহইতে পারিবার কথা।

তাহা বোর্ড কষ্টমের সাহেবদিগের নিকটে আরজীকরণাধীন হইবার কথা।

বোর্ড কষ্টমের সাহেবেরা কোম্পানির নিমিত্তে তাহা লইয়া বিক্রয় করাইতে পারিবার কথা।

লিখিত মূল্যের উপরে শতকরা ১০ দশ টাকাবেশী আমদানীকরণিয়াকে দিতে হইবার কথা।

ঐ প্রকার লওয়া বস্তু সরকারের নিমিত্তে বিক্রয় করা যাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— ঐ২ বস্তু কি বাণিজ্যদ্রব্যের মূল্য ঐ আমদানীকরণিয়া কি মালিককে দেওয়া যাওনের সময়ে তাহা ঐ বস্তু কি বাণিজ্যদ্রব্য সামান্য বিক্রয়েরদ্বারা হস্তান্তর করা গেলে যে প্রকারে ঐ২ বস্তুর সম্পূর্ণ মূল্যস্বরূপ দেওয়া যাইত সেই প্রকারে দেওয়া যাইবেক এবং কালেক্টরসাহেব বোর্ড কষ্টমের হুকুমানুসারে সরকারের হিতের নিমিত্তে ঐ সকল বস্তু ও বাণিজ্যদ্রব্য নীলামে বিক্রয় করাইবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of the Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

পশ্চিম দেশের উৎপন্নহওয়া যে লবণ দত্ত ও জয়করা দেশে আমদানী হয় কি ঐ২ দেশের মধ্য দিয়া লইয়া যায় ঐ লবণের উপর অধিক মাসুল ধার্য্য করিবার এবং ঐ লবণ বারাণসদেশেতে প্রবেশহওনের সময়ে তাহার উপর ধার্য্যকরা মাসুলের অতিরিক্ত মাসুল নিরূপণ করিবার এবং পশ্চিম দেশোৎপন্ন লবণ বারাণস ও মীরজাপুর ও গাজীপুর শহরের খরচের নিমিত্তে আমদানী হইলে চলিত আইনানুসারে তাহার উপর শহরের যে মাসুল লওয়া যায় তাহা মৌকুফ করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের তারিখ ২৪ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৬ সালের ১০ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৭ সালের ১৩ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৭ সালের ১১ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৬ সালের ১৩ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৫ সালের ২৬ জমাদীয়ল আউওলে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৭ আইনের ২ ধারাক্রমে হিন্দুস্থানের পশ্চিম দেশের উৎপন্নহওয়া নানা প্রকার খাদ্য লবণ দত্ত ও জয়করা দেশ ও বারাণসদেশেতে আমদানী হইলে কি ঐ২ দেশ দিয়া চালান হইলে তাহার উপর নীচের লিখিতব্য মাসুল লওয়া যাইতেছে অর্থাৎ। হেতুবাদ।

লাহরী ও সাম্ভর ও দুদওয়ানী লবণের উপর	মোনকরা ১৲
বালম্বা ও বোড়াড়ী লবণের উপর	মোনকরা ৷৵০
সালম্বা ও ফর্‌রাহ্‌ লবণের উপর	মোনকরা ৷৷০
কলিকাতা শহরে কোম্পানির নীলামেতে বিক্রয়হওয়া ভিন্ন নানা প্রকার খাদ্য লবণের উপর	মোনকরা ৷০

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১০ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণক্রমে ঐ২ জিলার মধ্যগত শহর ও প্রধান নগরেতে ঐ২ নগরের মাসুল নীচের লিখিতব্য মতে লওয়া যাইতেছে।

লাহুরী লবণের উপর	মোনকরা	১৲
সাম্বর ও দুদওয়ানী লবণের উপর	মোনকরা	৷৷৹
বালম্বাইত্যাদি অন্য সকল প্রকার লবণের উপর	মোনকরা	৷৹

পশ্চিম দেশোৎপন্ন সমস্ত প্রকার লবণের ভেদ দুর্জ্ঞেয়ত্বপ্রযুক্ত এই প্রকার নিরূপিত ঐ নানা প্রকার মাসুল নিরূপণহেতুক নানা উপদ্রব ঘটিয়াছে ঐ দোষ শুধরণের নিমিত্তে এবং রাজস্ববৃদ্ধির অভিপ্রায়ে পূর্ব্বোক্ত মাসুলের হার এক প্রকার করিতে এবং কিছু২ বাড়াইতে স্থিরকরা গেল আরো আবশ্যক বোধ হইল যে বারাণসদেশের মধ্যে যে মাসুল লবণের উপর লওয়া যায় তাহা ঐ দেশের প্রধান২ নগরে আমদানীহওনের সময়ে ঐ২ নগরের মাসুল মৌকুফ হইলে পূর্ব্ব দেশে ঐ লবণের উপর লওয়া মাসুলের হারের আরো কিছু সমান করা যায় অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ হুকুম এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি দত্ত ও জয়করা দেশে ও বারাণসদেশে প্রবল হইবেক ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৭ আইনের ২ ধারা এই ধারাক্রমে রদ হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৭ আইনের ২ ধারা এই ধারাক্রমে রদ হইল ইতি।

৩ ধারা।

বেহারের পশ্চিমস্থ দেশে আমদানীহওয়া কিতাহার মধ্যদিয়া চালানহওয়া লাহুরী লবণের উপর মোনকরা ১৷৷৹ এবং পশ্চিমদেশজাত অন্য সকল প্রকার লবণের উপর মোনকরা ১ টাকা করিয়া মাসুল নিরূপণ হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কোম্পানির নীলামেতে ক্রয়করাভিন্ন অন্য সকল খাদ্য লবণ বেহারের পশ্চিমে থাকা বৃটনীয়ের তাবে কোন দেশে আমদানী হইলে কি তাহার মধ্যদিয়া চালান হইলে নীচের লিখিতব্য হারে তাহার উপর মাসুল লওয়া যাইবেক।

লাহুরী ও সাম্বর ও দুদওয়ানী লবণের উপর	মোনকরা	১৷৷৹
অন্য সকল প্রকার লবণের উপর	মোনকরা	১৲

যে লবণ এখন রওয়ানার সঙ্গে আসিতেছে তাহা ঐ রওয়ানার দ্বারা খরচকরণিয়ার নিকটপর্য্যন্ত এই মাসুল না দিয়া পঁহুছিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— কিন্তু হুকুম আছে যে যে লবণ এখন রওয়ানাদ্বারা ঐ২ দেশ দিয়া চালান হইতেছে কিম্বা অন্য কোন প্রকার রওয়ানাতে আসিতেছে বারাণসের পশ্চিমে থাকা জিলা ও দেশে ঐ রওয়ানা পাইলে পর এই অতিরিক্ত মাসুল নির্দ্দিষ্টহওনের তারিখের পর বারাণসদেশে আনা না গেলে কি আনিবার উদ্যোগ না হইলে মাসুল না

দিয়া

দিয়া তাহা খরচকরণিয়ার নিকট যাইতে পারিবেক এবং এই আইনের লিখিত ধারাতে যে অতিরিক্ত মাসুল নিরূপণ হয় তাহা লওয়া যাইবেক না ইতি।

৪ ধারা।

বারাণসদেশে আমদানীহওয়া লবণের উপর মোনকরা ১৲ এক টাকা অতিরিক্ত মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

পূর্ব্বের লিখিত ১ প্রকরণের বিশেষ করিয়া লিখিত অতিরিক্ত মাসুল এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কোম্পানির নীলামে ক্রয়করা লবণব্যতিরেকে অন্য সকল ভক্ষণীয় লবণ আলাহাবাদ জিলাহইতে বারাণসদেশেতে কি অন্য কোন প্রকারে ঐ জিলাতে প্রবেশ হওনের সময়ে আশীসিক্কার ওজনী ফিমোনের উপর অতিরিক্ত ১৲এক টাকা করিয়া মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি।

৫ ধারা।

আলাহাবাদের মাসুলের কালেক্টরসাহেব মাসুল না দেওনপর্য্যন্ত বারাণসদেশে লবণ বোঝাইথাকা নৌকাইত্যাদি আটক করিবার এবং ঐ দেশের নিমিত্তে বিশেষ রওয়ানা দিবার কথা।

রওয়ানার তারিখঅবধি এক বৎসরপর্য্যন্ত তাহা প্রবল থাকিবার কথা।

আলাহাবাদের মাসুলের কালেক্টরসাহেবকে এই ধারানুসারে ক্ষমতার্পণ হইল যে পূর্ব্বের লিখিত ধারার ধার্য্যকরা অতিরিক্ত মাসুল না দেওয়া গেলে লবণ স্থানান্তরে লইয়া যাইবার নিমিত্তে যে সকল নৌকা কি বলদ কি অন্য কোন বস্তুতে বোঝাই থাকে ঐ সকল আটক করেন এবং ঐ মাসুল পাইলে এবং এই আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট মাসুল দেওনবোধক রওয়ানা পাইলে ঐ দুইপ্রকার মাসুল পাওনবোধক বিশেষ এক রওয়ানা বারাণসদেশের নিমিত্তে দিবেন এবং ঐ রওয়ানা যে দিনে দেওয়া যায় সেই তারিখঅবধি প্রবল হইবেক এবং চলিত আইনের হুকুমানুসারে নূতন কি অংশ২ করণোপযুক্ত রওয়ানা তাহার বদলে দেওয়া যাইবেক কিন্তু নির্দ্দিষ্ট হইল যে বারাণসের নিমিত্তে বিশেষরূপে দেওয়া রওয়ানা অথবা নূতন করা রওয়ানা আলাহাবাদ কিম্বা অন্য স্থানে জারীহওনের তারিখঅবধি এক বৎসরের অতিরিক্ত কাল চলিবে না ইতি।

৬ ধারা।

বারাণসের সীমার থানাতে থাকা অন্য২ কালেক্টরসাহেবেরা এ আইনের নির্দ্দিষ্ট ঐ প্রকার অতিরিক্ত মাসুল লইবার এবং রওয়ানা দিবার কথা।

বারাণসে পাওয়া লবণের সহিত বিশেষ রওয়ানা না থাকিলে তাহা জব্দ করা যাইবার কথা।

ঐ প্রকারে বুন্দেলখণ্ডের মাসুলের কালেক্টরসাহেব কি মাসুলের কার্য্যভারাক্রান্ত অন্য সাহেব এবং মীরজাপুর ও বারাণস ও গাজীপুরের মাসুলের কালেক্টরসাহেব কি মাসুলের কার্য্যভারাক্রান্ত অন্য সাহেবেরা কলিকাতার সরকারী নীলামেতে ক্রয়করা লবণ অথবা আলাহাবাদের মাসুলের কাছারীহইতে উপরের লিখিত প্রকারে লওয়া রওয়ানাসম্বলিত কোন প্রকার খাদ্য লবণ তাঁহারদের কাছারীতে কিম্বা বারাণসদেশের সীমাতে এক্ষণে নিরূপিত কি ইহার পরে নিরূপণীয় তাঁহারদের কাছারীসম্পর্কীয় কোন চৌকীতে আটক করেন এবং এই আইনের নির্দ্দিষ্ট মাসুল লন্ এবং উপরের লিখিত মত বিশেষ রওয়ানা দেন্ এবং বারাণসদেশের মধ্যে কোনস্থানে আমদানী হইয়া যে সকল

লবণ যাইতেছে ঐ সকল লবণের সঙ্গে উপরের লিখিতমত বিশেষ রওয়ানা না থাকিলে যদি সেই লবণ সীমাস্থ কোন চৌকীহইতে মাসুলের কাছারীতে মাসুলের কালেক্টরসাহেবের লিখিত অনুমতিপত্র পাওনপ্রযুক্ত পথে না লইয়া যায় তবে তাহা আটক করা যাইবেক এবং নিষিদ্ধ বাণিজ্য বস্তু জব্দকরণের হুকুমমতে সরকারে জব্দকরা যাইবেক ইতি।

৭ ধারা।

রাজস্বের কমিস্যনরসাহেবেরা মাসুলের বোর্ডের সাহেবদিগের সম্মতিক্রমে আবশ্যক স্থানে চৌকী বসাইবার কথা।

এই ধারার দ্বারা রাজস্বের কমিস্যনরসাহেবদিগ্‌কে মাসুল ও লবণ ও আফীনের বোর্ডের সাহেবদিগের সম্মতিক্রমে ক্ষমতার্পণ হইতেছে যে তাঁহারা চলন আইনের মধ্যে তাহার অন্যথা কি তাহার প্রতিকূল কোন কথা থাকিলেও বারাণসদেশের সীমাসকলে আইনবিরুদ্ধ আমদানী না হয় কি ঐ দেশ দিয়া না লইয়া যায় এই নিমিত্তে যেং স্থানেতে চৌকীর আবশ্যক সেইং স্থানে চৌকী বসান্ এবং ঐ প্রকারে বারাণসদেশে এবং গোরক্ষপুর জিলার পশ্চিমে থাকা দেশে আমদানী কি চালানকরা লবণের উপর এই আইনেতে যেং মাসুল নির্দ্দিষ্ট হইল তাহাতে জাত রাজস্ব রক্ষা করিবার আবশ্যক চৌকী ঐ কর্ম্মের আবশ্যক স্থান ও ঘাট ও পথ এবং অন্যং স্থানে বসাইতে ক্ষমতাপন্ন হইলেন ইতি।

৮ ধারা।

শহরের নিরূপিত মাসুল পশ্চিম দেশোৎপন্ন লবণের উপর বারাণসদেশে মৌকুফ হইবার কথা।

চলন আইনানুসারে যে ভক্ষণীয় লবণ খরচের নিমিত্তে বারাণস ও মীরজাপুর ও গাজীপুরে আমদানীহওনের সময়ে ঐং নগরে তাহার উপর যে মাসুল লইতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা ৩ ধারাক্রমে মৌকুফ হইল এবং উপরের লিখিত ঐ দুই প্রকার মাসুল দেওনবোধক রওয়ানাসম্বলিত লবণ অন্য কোন মাসুল না দিয়া খরচের নিমিত্তে বারাণসদেশস্থ কোন শহর কি স্থানে চালান করা যাইতে পারে ইতি।

৯ ধারা।

গোরক্ষপুর বারাণসদেশের মাসুল এবং তাহা লওনের হুকুমের অধীন হইবার কথা।

সরকারী নীলামেতে ক্রয়করা লবণ এবং বারাণসদেশের নিমিত্তে বিশেষরূপে দেওয়া রওয়ানাসম্বলিত লবণব্যতিরেকে অযোধ্যা কি অন্য কোন দেশহইতে যে ভক্ষণীয় লবণ গোরক্ষপুর জিলায় প্রবেশ হয় তাহার উপর এই আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট মাসুল এবং এই আইনের ৪ ধারার মধ্যে বারাণসদেশের নিমিত্তে যে অতিরিক্ত মাসুল নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা লওয়া যাইবেক এবং এই আইনের ঐ ৪ ধারার কথা এবং ঐ অতিরিক্ত মাসুল নির্দ্দেশবিষয়ে ইহার পরে যে কথা লেখা যাইবেক ঐ কথাতেও জানান যাইতেছে যে তাহা এই ধারার দ্বারা বারাণসদেশে অন্যং স্থানের ন্যায় গোরক্ষপুরের জিলার সহিত সম্পর্ক রাখে ইতি।

১০ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮২৬ সালের ১০ আইনের লিখিত হুকুমক্রমে ঐ আইনের লিখিত লবণের এক মোনের অধিক গোরক্ষপুরের ও বেহারের নিকটস্থ অন্য কোন জিলার পূর্ব্ব সীমার আট ক্রোশের মধ্যে আমদানীহওয়া কি চালানকরা কি কোন স্থানে রাখার নিষেধ হয় এই আইনের লিখিত কোন কথা তাহার বিরুদ্ধ হইলেও সম্পূর্ণরূপে প্রবল থাকিবেক ইতি।

বেহারের সীমার আট ক্রোশের মধ্যে লবণ রাখার নিষেধক ১৮২৬ সালের ১০ আইনের কথা প্রবল থাকিবার কথা।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of the Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন।

সতীর কার্য্য এতাবতা সতীহওন অর্থাৎ জীবদ্দশায় দাহকরণ কি পুতিয়া রাখণ কর্ম্মই বিধিবিরুদ্ধ এবং ঐ প্রযুক্ত ঐ কর্ম্মকারিরা ফৌজদারী আদালতে দণ্ডনীয় ইহা জানাইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের তারিখ ৪ দিসেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৬ সালের ২০ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৭ সালের ২৩ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৭ সালের ২১ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৬ সালের ৮ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৫ সালের ৬ জমাদীয়ঃসানীতে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

সতীর কার্য্য অর্থাৎ হিন্দুরদের জীবিত বিধবারদের দাহকরণ কি পুতিয়া রাখণকর্ম্ম মনুষ্যজাতির অতিগর্হণীয় হিন্দুশাস্ত্রেতে বিধিরূপে কোন স্থলে তাহার আজ্ঞা নাই কিন্তু তদ্বিরুদ্ধে বিধবার ব্রহ্মচর্য্যে থাকার মুখ্য ও বিশেষ আজ্ঞা আছে এবং হিন্দুস্থানের মধ্যে সর্ব্বত্র ঐ কর্ম্ম অধিক লোকে করে না কএক বড় জিলাতে ঐ কর্ম্ম নাই এবং যেং স্থানে সেই কর্ম্ম চলিত আছে সকল লোকের জ্ঞাতসারে সেইং স্থানে পুনঃং ঐ ক্রিয়া এমন নির্দ্দয়রূপে করা গিয়াছে যে তাহাতে হিন্দুরাও খিদ্যমান হইয়াছে এবং তাহারদের বিচারেতে ঐ কর্ম্ম বিধিবিরুদ্ধ ও অতিশয় অপরাধের স্বরূপ বোধ হইয়াছে ঐ কর্ম্ম নিবারণ করিবার নিমিত্তে যেং উপায় এপর্য্যন্ত করা গিয়াছে তাহাতে ঐ কর্ম্ম নিবারিত হয় নাই এবং শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে দৃঢ় বোধ করেন যে ঐ কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে নিষেধ না করিলে তাহার শেষ হইবেক না এই বিবেচনাপ্রযুক্ত শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে হিন্দুস্থানের মধ্যে ব্রিটনীয় কর্তৃত্বের মূলবিধির মধ্যে যে বিধি প্রধান ও অতিগুরুতর অর্থাৎ সকল প্রকার লোকের ইচ্ছামত ঈশ্বরের অর্চ্চনার প্রকার ধর্ম্ম এবং কৃপার বিরুদ্ধে না হইলে ঐ দেবার্চ্চনা কোন রূপে নিবারণ না করা অত্যুপযুক্ত বোধ হইল অতএব এই মূলবিধি ত্যাগ করিতে ইচ্ছা না করিয়া নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিতে উপযুক্ত বোধ করিলেন এবং ঐ হুকুম এই আইনক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইল এবং এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে প্রবল ও জারী হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

২ ধারা।

এই ধারাক্রমে জানান যাইতেছে যে হিন্দুরদের বিধবাদিগের জীবদ্দশায় দাহ অথবা পুতিয়া রাখণ কর্ম্মই বিধিবিরুদ্ধ এবং ঐ কর্ম্মকারি লোকেরা ফৌজদারী আদালতে দণ্ডনীয় হইবার কথা।

এই ধারাক্রমে জানান যাইতেছে যে সতীর কার্য্য অর্থাৎ হিন্দুরদের বিধবারদের জীবদ্দশায় দাহ অথবা পুতিয়া রাখণকর্ম্মই বিধিবিরুদ্ধ এবং ঐ২ কর্ম্মকারি লোকেরা ফৌজদারী আদালতে দণ্ডনীয় হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

সকল জামীদার ও তালুকদারইত্যাদির প্রতি সহমরণের উদ্যোগের সমাচার নিকটস্থ পোলীসের থানার আমলাকে তৎক্ষণে দিবার ভার রাখিবার এবং ক্রটি করিলে তাহারদের জরীমানা হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সকল জমীদার ও তালুকদার এবং মালগুজারী অথবা লাখেরাজ ভূমির অন্য২ অধিকারী ও সকল সদর ইজারদার ও প্রত্যেক প্রকার ভূমির পাট্টাদার ও পেটাও তালুকদার ও সকল নায়েব এবং বিশেষ২ স্থানের কর্তৃত্বকারি এবং সরকারের কি কোর্ট ওয়ার্ডসের ভূমির মালগুজারী কি ভূমির খাজানার তহসীলকরণে নিযুক্ত এত দেশীয় লোক এবং সকল মণ্ডল এবং গ্রামের অন্য২ প্রধান লোকদিগ্‌কে এ ধারাক্রমে জানান যাইতেছে যে তাহারদের কর্ত্তব্য যে বিশেষরূপে পূর্ব্ব লিখিত ধারার উক্ত সতীর কার্য্য অর্থাৎ জীবদ্দশায় দাহ কি পুতিয়া রাখণ কর্ম্মসম্পাদনের সমাচার তৎক্ষণে অতিনিকটস্থপোলীসের থানার আমলাদিগ্‌কে দেয় এবং কোন জমীদার কিম্বা উপরের লিখিত অন্য যে২ লোকেরদের প্রতি ঐ কর্ম্মকরণের ভার দেওয়া গেল তাহারদের ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ সমাচারদেওনের ক্রটির প্রমাণ হইলে ২০০৲ দুই শত টাকার অনধিক যে জরীমানা মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের বিবেচনাতে উপযুক্ত বোধ হয় সেই জরীমানাদেওনের যোগ্য হইবেক এবং ঐ জরীমানা না দিলে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক ইতি।

পোলীসের দারোগা সহমরণের উদ্যোগের সম্বাদ পাইবামাত্র যাহা করিবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এই আইনেতে যে কর্ম্ম উপরে বিধিবিরুদ্ধ লেখা গেল সেই কর্ম্মের উদ্যোগের সমাচার পাইবামাত্র পোলীসের দারোগা স্বয়ং সেই স্থানে যাইবেক অথবা আপনার মুহুরীর কি জমাদারকে এবং তাহার সহিত এক কি ততোধিক হিন্দু বরকন্দাজকে সেই স্থানে পাঠাইবেক এবং পোলীসের সেই আমলারদের কর্ত্তব্য যে ঐ কর্ম্ম করণের নিমিত্তে যত লোক একত্র হইয়া থাকে তাহারদিগ্‌কে জীবদ্দশায় দাহ কি পুতিয়া রাখণই বিধিবিরুদ্ধ এ কথা কহে এবং তাহারদিগ্‌কে আপন২ ঘরে যাইতে উপদেশ করণের উদ্যোগ করে এবং কহিতে হইবেক যে তাহারা ঐ কর্ম্ম করিতে নিবৃত্ত না হইলে অপরাধী এবং ফৌজদারী আদালতে দণ্ডনীয় হইবেক এই সকল কথা কহিলে পর যদি সেই একত্রহওয়া লোক ঐ কর্ম্ম করিতে উদ্যোগ করে তবে পোলীসের আমলারদের কর্ত্তব্য যে ঐ দাহ কি পুতিয়া রাখা নিবারণ করিতে তাহারদের যে২ ক্ষমতা আছে তাহা করে এবং ঐ কর্ম্মের উপকারি ও সহকারি প্রধান লোকদিগ্‌কে ধরে এবং পোলীসের আমলারা ঐ লোকদিগ্‌কে ধরিতে না পারিলে তাহারদের নাম ও বাসস্থানের ঠিকানা

করিয়া

করিয়া লইবে এবং তৎক্ষণে ঐ সকল বেওরা মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হুকুমপাওনের নিমিত্তে তথায় পাঠাইয়া দিবেক ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—এই আইনেতে বিধিবিরুদ্ধরূপে উক্ত কর্ম্মের সমাচার পোলীসের আমলারদের পাওনের পূর্ব্বে অথবা তাহারদের পঁহুছনের পূর্ব্বে ঐ কর্ম্ম সিদ্ধ হইলে তাহারা কোন প্রকার অপমৃত্যু হইলে যে প্রকার করিত সেই প্রকারে ঐ সহমরণের তাবৎ বিবরণের অনুসন্ধান করিবেক এবং তাহারা যে মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের তাবে থাকে তাঁহাকে জ্ঞাপনার্থে ও তাঁহার হুকুমপাওনের নিমিত্তে তাঁহার নিকটে ঐ সমাচার দিবেক ইতি।

সহমরণের সমাচার ঐ কর্ম্মসিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে না পঁহুছিলে পোলীসের আমলারা যেরূপ কর্ম্ম করিবেক তাহার কথা।

৪ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—পূর্ব্বের লিখিত ধারাক্রমে পোলীসের দারোগার প্রতি যে সমাচার দিতে হুকুম হইয়াছে যে স্থানে ঐ সহমরণ হয় সেই স্থানের মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেব ঐ সমাচার পাইয়া ঐ কর্ম্মের সকল বিবরণের অনুসন্ধান করিবেন এবং ঐ কর্ম্মের সহকারি লোকেরদিগ্‌কে দায়েরসায়েরী আদালতে তাহারদের মোকদ্দমাহওনার্থে আনিবার নিমিত্তে যে সকল উদ্যোগ কর্ত্তব্য তাহা করিবেন ইতি।

যে স্থানে সহমরণ হয় ঐ স্থানের মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেব তাহার সহকারি লোকেরদের বিষয়ে যে কর্ম্ম করিবেন তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এই প্রকরণক্রমে জানান যাইতেছে যে সহমরণ ইচ্ছাপূর্ব্বক হইলে কি না হইলে এ আইন জারীহওনানন্তর যে সমস্ত লোক ঐ স্ত্রীর দাহকরণ কি পুতিয়া রাখণের উপকারী কি সরকারী হয় তাহারা দণ্ডযোগ্য মনুষ্যহত্যার অপরাধেতে অপরাধী বোধ করা যাইবেক এবং দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরদের বিবেচনায় সেই কর্ম্মের প্রকার এবং তাহা যেং অবস্থাতে করা গেল সেইং অবস্থার এবং ঐ অপরাধি লোকের যেং অপরাধের প্রমাণ হইয়াছে তাহার অনুসারে জরীমানার অথবা কয়েদে থাকনরূপ দণ্ডের যোগ্য অথবা জরীমানা এবং কয়েদে থাকনরূপ এই উভয় দণ্ডের যোগ্য হইবেক এবং ঐং লোক যদি বলে যে ঐ স্ত্রী তাহার মৃত্যুর উপকারী হইতে আমাকে কহিয়াছিল তবে তাহাতে তাহার অপরাধের কিছু ন্যূনতা বোধ হইতে পারিবেক না ইতি।

সহমরণের উপকারি ও সহকারিহওয়ার প্রমাণ হইলে ঐ সহকারিইত্যাদি লোকেরা দণ্ডনীয় নৃহত্যার অপরাধেতে অপরাধী এবং দণ্ডের যোগ্য বোধ হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—উপরের উক্ত অপরাধপ্রযুক্ত যেং লোককে দায়েরসায়েরী আদালতে মোকদ্দমাহওনার্থে কয়েদে রাখা যায় তাহারা জামিনীতে রাখার বিষয়ে যেং হুকুম চলন আছে তদ্দৃষ্টে মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের বিবেচনায় জামিনীতে অথবা কয়েদে রাখা যাইবেক ইতি।

দায়েরসায়েরী আদালতে মোকদ্দমাহওনার্থে যাহারদিগ্‌কে কয়েদে রাখা যায় তাহারা মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের বিবেচনায় জামিনীতে কি কয়েদে থাকনের যোগ্য হইবার কথা।

৫ ধারা।

৫ ধারা।

বিশেষ অপরাধ হইলে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা প্রাণদণ্ডের হুকুম দিতে নিবারিত না হইবার কথা।

পূর্ব্বের লিখিত কথার অতিরিক্ত আবশ্যক বোধ হইল যে কোন লোক বলের দ্বারা কি সেই স্ত্রীর অনিচ্ছাতে অথবা মত্ততা কি মোহের দ্বারা কিম্বা সেই স্ত্রীলোকের ইচ্ছার ব্যাপারনিবারক অন্য কারণেতে কোন হিন্দুর বিধবার জীবদবস্থাতে দাহকরণ কি পুতিয়া রাখণের সহকারিহওয়ার প্রমাণ হইলে এবং ঐ গুরুতর অপরাধের প্রমাণ ঐ কয়েদী লোকের উপর হওনহেতুক আদালতের সাহেবেরা সেই পুরুষ কি স্ত্রীকে ক্ষমাকরণের উপযুক্ত কোন কারণ না দেখিলে এই আইনের লিখিত কোন কথাপ্রযুক্ত নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা তাহার প্রাণ দণ্ডের হুকুম দিতে নিবারিত হইবেন না ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সাল ১৮ অষ্টাদশ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ৪ আইনের ৩ ধারা রদ করিবার এবং ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ আইনের ও ১৮২৯ সালের ১ আইনের লিখিত হুকুম অধিক শুধরিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের তারিখ ৮ ডিসেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৬ সালের ২৪ অগ্রহায়ণ মওয়াফেক ফসলী ১২৩৭ সালের ২৭ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৭ সালের ২৫ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৬ সালের ১৩ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৫ সালের ১০ জমাদীয়ঃ সানীতে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ৪ আইনের ৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট হুকুম রদ করিতে এবং ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ আইনের ৫ ধারার ৩ তৃতীয় প্রকরণের ও ১৮২৯ সালের ১ আইনের ১০ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত হুকুম এমত শুধরাইবার আবশ্যক বোধ হইল যে ঐ শেষোক্ত আইনের ঐ ধারার লিখিত যে সকল মোকদ্দমা সামান্য আদালতহইতে রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবের নিকটে সমর্পণ করিবার হুকুম দেওয়া গিয়াছে ঐ সকল মোকদ্দমা উভয় পক্ষের মধ্যের এক পক্ষীয় জন আপন মোকদ্দমার বিরোধি বস্তু যে এলাকার সীমার মধ্যে থাকে ঐ এলাকার কমিস্যনরসাহেবের নিকটে সমর্পণ হইবার কারণ বিশেষ দরখাস্ত না করিলে ঐ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি চলন আইনানুসারে ঐ আদালতের সাহেবেরদের দ্বারা করা যায় এবং যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট হুকুম এই আইনের হুকুমানুসারে সামান্য আদালতে বিচার ও নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক না রাখিবার হুকুম দিতে আবশ্যক বোধ হইল অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ হুকুম এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে প্রবল হইবেক ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ৪ আইনের ৩ ধারা এই ধারার দ্বারা রদ হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ৪ আইনের ৩ ধারা এই ধারার দ্বারা রদ হইল ইতি।

৩ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮২১ সা

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ আইনের ৫ ধারার ৩ প্রকরণের এবং

ইঙ্গরেজী

লের ১ আইনের ৫ ধারার ৩ প্রকরণের ও ১৮২৯ সালের ১ আইনের ১০ ধারার ২ প্রকরণের হুকুম শুধরাইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ আইনের ১০ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত হুকুম এই ধারাক্রমে নীচের লিখিত প্রকারে শুধরা যাইতেছে ইতি।

যেং মোকদ্দমা ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ আইনের ১০ ধারানুসারে রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবের বিচারযোগ্য কহা গিয়াছে ঐং মোকদ্দমাকোন আদালতে উপস্থিত থাকিলে ঐ আদালতের সাহেবেরা যে প্রকার কর্ম্ম করিবেন তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ আইনের ১০ দশম ধারার উক্ত যেং মোকদ্দমা রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবের বিচারযোগ্য হয় এবং কমিস্যনরসাহেবের সমীপে সমর্পণ না করা গিয়া কোন আদালতে উপস্থিত হইয়া থাকে ঐং প্রত্যেক মোকদ্দমার বিষয়ে আদালতের সাহেবেরা উভয় পক্ষীয়েরদিগকে তাহারদের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি ঐং আদালতে করা যাইবেক অথবা যে এলাকার মধ্যে ঐ বিরোধি বস্তু থাকে ঐ এলাকার রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবের নিকটে সমর্পণ করা যাইবেক ইহা জানাইবার অর্থে নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে হুকুম দিবেন ইতি।

রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবদিগের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে উভয় পক্ষের কোনলোক দরখাস্ত করিলে যে প্রকার করা যাইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— উপরের লিখিতমত হুকুম পাইয়া যদি কোন মোকদ্দমার উভয় পক্ষীয় কোন লোক ঐ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেবের নিকটে করা যাইবার নিমিত্তে দরখাস্ত লিখিয়া দাখিল করে তবে আদালতের সাহেবেরা তৎক্ষণে ঐ মোকদ্দমার রিকার্ড তাহার দরখাস্তানুসারে সমর্পণ করা যাইবার হুকুম দিবেন এবং ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ আইনের ১০ ধারাতে আপীলকরণের বিষয়ে যেং হুকুম লেখা গিয়াছে ঐং হুকুমদৃষ্টে ঐ এলাকার কমিস্যনরসাহেব ঐ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।

মোকদ্দমা কমিস্যনরসাহেবের নিকটে সমর্পণ করিবার অর্থে কোন পক্ষীয় লোক দরখাস্ত না করিলে আদালতের সাহেব যে প্রকার কর্ম্ম করিবেন তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১ আইনের ১০ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত হুকুমক্রমে উভয় পক্ষের কোন লোক হুকুম পাইয়া যদি ঐ নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে ঐ আদালতহইতে রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবের আদালতে আপন মোকদ্দমা সমর্পণ করা যাইতে দরখাস্ত লিখিয়া না দেয় তবে দেওয়ানী আদালতের কার্য্যকরণের বিষয়ে যেং আইন চলন অছে তদনুসারে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে ঐ আদালতের সাহেব ক্ষমতাপন্ন হইবেন ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণের লিখিত কথা পূর্ব্বের লিখিত প্রকরণানুসারে সামান্য আদালতে যেং মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হয় তাহার সহিত সম্পর্ক না রাখিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— এই প্রকরণক্রমে জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণের লিখিত দাঁড়া পূর্ব্বের লিখিত প্রকরণের হুকুমানুসারে সামান্য আদালতে যেং মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হয় ঐং মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না এবং মোকদ্দমার প্রকারানুসারে সামান্য আদালতে করা নিষ্পত্তির সহিত যেং আইন সম্পর্ক রাখে তদনুসারে সামান্য কি খাস আপীলকরণব্যতিরেকে তাহার পুনর্ব্বিচার ও নিষ্পত্তি করণার্থে অন্য কোন উপায় নাই ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of the Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের আইনের মধ্যগত স্থুল২ বিষয়।

দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর।
আপীল।
প্রধান জজ।
বিশেষ কমিস্যনর।
দেরাদূন।
চুরী।
রিপোর্ট।
বৃটনীয় অধিকারদেশবাসি এদেশীয় প্রজা।
তেজারতের কুঠীর রেসিডেণ্ট।
ইষ্টাম্পের মাসুল।
পুলবন্দী।
হত্যা।
লিগল আফেয়্সের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং রিমেম্ব্রান্সের।
জামিন।
সতী।
মোকদ্দমা অর্পণ।

ঐ স্থুল বিষয়ান্তর্গত বিষয়সকল।

বারাণস ও দত্তদেশ।	তেজারতের কুঠীর রেসিডেণ্টসাহেবের বিষয়ান্তর্গত।
বোর্ড ত্রেড।	ঐ
কলিকাতার প্রবিন্স্যল আদালত।	প্রধান জজের বিষয়ান্তর্গত।
কালেগুর ও রেজিষ্টরপ্রভৃতি।	রিপোর্টের বিষয়ান্তর্গত।
ইষ্টাম্পেরকালেক্টর ও বিক্রয়করণিয়া।	ইষ্টাম্পের মাসুলের বিষয়ান্তর্গত।
আরাকাণ ও আসামের কমিস্যনর।	প্রধান জজের বিষয়ান্তর্গত।
রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর।	মোকদ্দমা অর্পণের বিষয়ান্তর্গত।
বন্দোবস্ত।	তেজারতের কুঠীর রেসিডেণ্টের বিষয়ান্তর্গত।
কাগজপত্র নকলকরণ।	প্রধান জজের বিষয়ান্তর্গত।
আপীলের খরচা।	আপীলের বিষয়ান্তর্গত।
নিজামৎ আদালত।	দেরাদূন ও হত্যার বিষয়ান্তর্গত।

কোর্ট

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের আইনের খোলাসা।

কোর্টওয়ার্ডস।	দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর ও রিপোর্ট ও প্রধান জজের বিষয়ান্তর্গত।
হত্যা।	সতীর বিষয়ান্তর্গত।
ঢাকার প্রবিন্স্যল আদালত।	প্রধান জজের বিষয়ান্তর্গত।
এলাকা।	রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর ও রিপোর্ট ও প্রধান জজের বিষয়ান্তর্গত।
ভিন্নাধিকারদেশ।	জামিনের বিষয়ান্তর্গত।
সরকারী জরীমানা তমঃসুকপ্রভৃতি।	ইষ্টাম্পের মাসুলের বিষয়ান্তর্গত।
কৃত্রিম ইষ্টাম্প।	ঐ ঐ
জেলখানা খালীকরণ।	রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরের বিষয়ান্তর্গত।
হিন্দু ও মুসলমানের পণ্ডিত ও মৌলবী।	প্রধান জজ ও হত্যার বিষয়ান্তর্গত।
জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্।	রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর ও রিপোর্ট ও প্রধান জজের বিষয়ান্তর্গত।
আপীলের জজ।	রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর ও রিপোর্টের বিষয়ান্তর্গত।
পণ্ডিত ও মৌলবী।	ঐ ঐ এবং প্রধান জজের বিষয়ান্তর্গত।
মহাজন নীলকর সাহেবপ্রভৃতি।	ইষ্টাম্পের মাসুলের বিষয়ান্তর্গত।
মেদিনীপুর।	রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর ও প্রধান জজের বিষয়ান্তর্গত।
মফঃসলের বিশেষ কমিস্যনর।	রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর ও রিপোর্টের বিষয়ান্তর্গত।
এদেশীয় তাঁতী।	তেজারতের কুঠীর রেসিডেণ্টের বিষয়ান্তর্গত।
নিজামৎ আদালত।	রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর ও রিপোর্টের বিষয়ান্তর্গত।
পদের উপলক্ষে দিব্য।	প্রধান জজের বিষয়ান্তর্গত।
আপীলের দরখাস্ত।	বিশেষ কমিস্যনরের বিষয়ান্তর্গত।
কমিস্যনরসাহেবের ক্ষমতা।	আপীলের বিষয়ান্তর্গত।
হুকুম ও এলাকা।	তেজারতের কুঠীর রেসিডেণ্টের বিষয়ান্তর্গত।
প্রোমিসরি নোট হুণ্ডীপ্রভৃতি।	ইষ্টাম্পের মাসুলের বিষয়ান্তর্গত।
কুমাউ প্রদেশ।	দেরাদূনের বিষয়ান্তর্গত।
রেজিষ্টরীকরা আমলা।	প্রধান জজের বিষয়ান্তর্গত।
সূর্য্যা ও শতদ্রু নদী।	দেরাদূনের বিষয়ান্তর্গত।
তফসীল ও প্রতিজ্ঞাপত্রাদি।	ইষ্টাম্পের মাসুলের বিষয়ান্তর্গত।
তফসীল A লইবার যোগ্য মাসুল।	ঐ। ঐ
সশন জজ।	রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর ও রিপোর্ট ও প্রধান জজের বিষয়ান্তর্গত।
ইষ্টাম্প আফিস ও আসল ছেনীপ্রভৃতি।	ইষ্টাম্পের মাসুলের বিষয়ান্তর্গত।

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের আইনের খোলাসা।

সদর বোর্ড রেবিনিউ।	রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর ও রিপোর্টের বিষয়ান্তর্গত।
পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট।	রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর ও রিপোর্ট এবং প্রধান জজের বিষয়ান্তর্গত।
উকীল।	প্রধান জজের বিষয়ান্তর্গত।
সরকারী উকীল।	লিগল আফের্সের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের বিষয়ান্তর্গত।
জমীদার তালুকদারপ্রভৃতি।	সতীর বিষয়ান্তর্গত।
জিলা ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্।	আপীল ও চুরী এবং সতীর বিষয়ান্তর্গত।

 মতান্তর করণ।

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের আইনের খোলাসা।

মতান্তরকরণ ও শুধরণ ও রদকরণ ও বৃদ্ধিকরণইত্যাদি।

যেং আইন মতান্তরইত্যাদি করা গেল।					যেং আইনের দ্বারা।		
সন।	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।		আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
১৮২১	১	০	০	বৃদ্ধিকরণ এবং রাজস্বের ও দায়ে রসায়েরীর কমিস্যনরেতে অর্পণ	১	০	০
১৮২৪	১৫	৬	০	রদ।	২	০	০
১৮২৫	৮	২	১				
ঐ	২৫	১২	১	শুধরণ ও মতান্তরকরণ।	৩	০	০
১৮০১	২	৪।১১	০				
১৮২৮	৩	২	৪।৫	মতান্তরকরণ।	৪	০	০
১৮২৯	১	১০	২				
১৮১৭	১০	০	০	রদ।	৫	০	০
১৮২৫	২১	০	০				
১৮২৪	৬	২	১	বৃদ্ধিকরণ।	৬	০	০
১৭৯৩	৯	১৩।২৮।৩০	০				
ঐ	১৮	১১।১২।১৩। ১৫।১৬।১৭। ১৮।	০	রদ।	৭	০	০
ঐ	৪০	১৫।১৬।১৭। ১৮।	০				
১৭৯৫	৩৭	০	০				
১৮০৩	৬						
ঐ	১৩	১৩।২৭।২৯। ৩০।১০।১১। ১৩।১৪।১৬।	০	রদ।			

ঐ